

কুরআন-সুন্নাহৰ ধিকৰ সংবলিত
হিসনুল মুসলিম
[মুসলিমের দুর্গ]

[বাংলা - Bengali - بنگالی]

ড. সাঈদ ইব্ন আলী ইব্ন ওয়াহফ আল-কাহতানী

অনুবাদ ও সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2013 - 1435

IslamHouse.com

حِصْنُ الْمُسْلِم

من أذكار الكتاب والسنة

«باللغة البنغالية»

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني

ترجمة ومراجعة: د/أبو بكر محمد زكريا

2013 - 1435

IslamHouse.com

সূচিপত্র

<u>ক্রম</u>	<u>বিষয়সূচি</u>	<u>পৃষ্ঠা</u>
	ভূমিকা	
	যিক্রের ফৰীলত	
	যিক্র ও দো'আসমূহ	
১.	ঘুম থেকে জেগে উঠার সময়ের যিক্রসমূহ	
২.	কাপড় পরিধানের দো'আ	
৩.	নতুন কাপড় পরিধানের দো'আ	
৪.	অপরকে নতুন কাপড় পরিধান করতে দেখলে তার জন্য দো'আ	
৫.	কাপড় খুলে রাখার সময় কী বলবে	
৬.	পায়খানায় প্রবেশের দো'আ	
৭.	পায়খানা থেকে বের হওয়ার দো'আ	
৮.	ওয়ুর পূর্বে যিক্র	
৯.	ওয়ু শেষ করার পর যিক্র	
১০.	বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময়ের যিক্র	
১১.	ঘরে প্রবেশের সময় যিক্র	
১২.	মসজিদে যাওয়ার সময়ে পড়ার দো'আ	

১৩. মসজিদে প্রবেশের দো'আ
১৪. মসজিদ থেকে বের হওয়ার দো'আ
১৫. আযানের যিক্রিসমূহ
১৬. সালাতের শুরুতে দো'আ
১৭. রুকু'র দো'আ
১৮. রুকু থেকে উঠার দো'আ
১৯. সিজদার দো'আ
২০. দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকের দো'আ
২১. সিজদার আয়াত তেলাওয়াতের পর সিজদায় দো'আ
২২. তাশাহুদ
২৩. তাশাহুদের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাত (দরুণ) পাঠ
২৪. সালামের আগে শেষ তাশাহুদের পরের দো'আ
২৫. সালাম ফিরানোর পর যিক্রিসমূহ
২৬. ইসতিখারার সালাতের দো'আ
২৭. সকাল ও বিকালের যিক্রিসমূহ
২৮. ঘুমানোর যিক্রিসমূহ
২৯. রাতে যখন পার্শ্ব পরিবর্তন করে তখন পড়ার দো'আ
৩০. ঘুমন্ত অবস্থায় ভয় এবং একাকিত্বের অস্তিত্বে

পড়ার দো'আ

৩১. খারাপ স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন দেখে যা করবে
৩২. বিত্রের কুনুতের দো'আ
৩৩. বিত্রের নামায থেকে সালাম ফিরানোর পরের
যিক্রি
৩৪. দুঃখ ও দুশ্চিন্তার সময় পড়ার দো'আ
৩৫. দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির দো'আ
৩৬. শক্র এবং শক্তিধর ব্যক্তির সাক্ষাতকালে দো'আ
৩৭. শাসকের অত্যাচারের ভয় করলে পড়ার দো'আ
৩৮. শক্রের উপর বদ-দো'আ
৩৯. কোনো সম্প্রদায়কে ভয় করলে যা বলবে
৪০. ঈমানের মধ্যে সন্দেহে পতিত ব্যক্তির দো'আ
৪১. ঋণ মুক্তির জন্য দো'আ
৪২. সালাতে ও কেরাআতে শয়তানের কুমন্ত্রণায় পতিত
ব্যক্তির দো'আ
৪৩. কঠিন কাজে পতিত ব্যক্তির দো'আ
৪৪. পাপ করে ফেললে যা বলবে এবং যা করবে
৪৫. শয়তান ও তার কুমন্ত্রণা দূর করার দো'আ
৪৬. যখন অনাকাঞ্চিত কিছু ঘটে, বা যা করতে চায়
তাতে বাধাপ্রাণ হয়, তখন পড়ার দো'আ
৪৭. সন্তান লাভকারীকে অভিনন্দন ও তার জবাব

৪৮. যা দ্বারা শিশুদের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়
৪৯. রোগী দেখতে গিয়ে তার জন্য দো'আ
৫০. রোগী দেখতে যাওয়ার ফয়লত
৫১. জীবনের আশা ছেড়ে দেওয়া রোগীর দো'আ
৫২. মরণাপন্ন ব্যক্তিকে তালকীন (কালেমা স্মরণ করিয়ে দেওয়া)
৫৩. কোনো মুসিবতে পতিত ব্যক্তির দো'আ
৫৪. মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করানোর দো'আ
৫৫. মৃত ব্যক্তির জন্য জানায়ার সালাতে দো'আ
৫৬. নাবালক শিশুদের জন্য জানায়ার সালাতে দো'আ
৫৭. শোকার্তদের সাস্ত্রণা দেওয়ার দো'আ
৫৮. মৃতকে কবরে প্রবেশ করানোর দো'আ
৫৯. মৃতকে দাফন করার পর দো'আ
৬০. কবর ঘিরারতের দো'আ
৬১. বায়ু প্রবাহিত হলে পড়ার দো'আ
৬২. মেঘের গর্জন শুনলে পড়ার দো'আ
৬৩. বৃষ্টি চাওয়ার কিছু দো'আ
৬৪. বৃষ্টি দেখলে দো'আ
৬৫. বৃষ্টি বর্ষণের পর যিকর
৬৬. অতিবৃষ্টি বন্ধের জন্য কিছু দো'আ

৬৭. নতুন চাঁদ দেখে পড়ার দো'আ
৬৮. ইফতারের সময় রোয়াদারের দো'আ
৬৯. খাওয়ার পূর্বে দো'আ
৭০. আহার শেষ করার পর দো'আ
৭১. আহারের আয়োজনকারীর জন্য মেহমানের দো'আ
৭২. দো'আর মাধ্যমে খাবার বা পানীয় চাওয়ার ইঙ্গিত
করা
৭৩. কোনো পরিবারের কাছে ইফতার করলে তাদের
জন্য দো'আ
৭৪. রোয়াদারের নিকট যদি খাবার উপস্থিত হয়, আর সে
রোয়া না ভাস্সে তখন তার দো'আ করা
৭৫. রোয়াদারকে কেউ গালি দিলে যা বলবে
৭৬. ফলের কলি দেখলে পড়ার দো'আ
৭৭. হাঁচির দো'আ
৭৮. কাফের ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বললে
তার জবাবে যা বলা হবে
৭৯. নব বিবাহিতের জন্য দো'আ
৮০. বিবাহিত ব্যক্তির দো'আ এবং বাহন ক্রয়ের পর
দো'আ
৮১. স্ত্রী-সহবাসের পূর্বের দো'আ
৮২. ক্রেত্ব দমনের দো'আ

৮৩. বিপন্ন লোক দেখলে পড়ার দো'আ
৮৪. মজলিসে যা বলতে হয়
৮৫. বৈঠকের কাফ্ফারা (ক্ষতিপূরণ)
৮৬. কেউ যদি বলে, 'আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন',
তার জন্য দো'আ
৮৭. কেউ আপনার সাথে সদাচারণ করলে তার জন্য
দো'আ
৮৮. আল্লাহ যা দ্বারা দাজ্জাল থেকে ত্রেফায়ত করবেন
৮৯. যে ব্যক্তি বলবে, 'আমি আপনাকে আল্লাহ'র জন্য
ভালোবাসি'— তার জন্য দো'আ
৯০. আপনাকে কেউ তার সম্পদ দান করার জন্য পেশ
করলে তার জন্য দো'আ
৯১. কেউ ঋণ দিলে তা পরিশোধের সময় দো'আ
৯২. শির্কের ভয়ে দো'আ
৯৩. কেউ যদি বলে, 'আল্লাহ আপনার উপর বরকত
দিন', তার জন্য দো'আ
৯৪. অশুভ লক্ষণ গ্রহণকে অপচন্দ করে দো'আ
৯৫. বাহনে আরোহণের দো'আ
৯৬. সফরের দো'আ
৯৭. গ্রাম বা শহরে প্রবেশের দো'আ
৯৮. বাজারে প্রবেশের দো'আ

১৯. বাহন হোঁচ্ট খেলে পড়ার দো'আ
১০০. মুক্তীম বা অবস্থানকারীদের জন্য মুসাফিরের দো'আ
১০১. মুসাফিরের জন্য মুক্তীম বা অবস্থানকারীর দো'আ
১০২. সফরে চলার সময় তাকবীর ও তাসবীহ
১০৩. রাত্রির শেষ প্রহরে মুসাফিরের দো'আ
১০৪. সফরে বা অন্য অবস্থায় কোনো ঘরে নামলে পড়ার দো'আ
১০৫. সফর থেকে ফেরার যিক্র
১০৬. আনন্দদায়ক অথবা অপছন্দনীয় কিছুর সম্মুখীন হলে যা বলবে
১০৭. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দর্কন্দ পাঠের ফয়লত
১০৮. সালামের প্রসার
১০৯. কাফের সালাম দিলে কীভাবে জবাব দিবে
১১০. মোরগের ডাক ও গাধার স্বর শুনলে পড়ার দো'আ
১১১. রাতের বেলায় কুকুরের ডাক শুনলে দো'আ
১১২. যাকে আপনি গালি দিয়েছেন তার জন্য দো'আ
১১৩. কোনো মুসলিম অপর মুসলিমকে প্রশংসা করলে যা বলবে
১১৪. কোনো মুসলিমের প্রশংসা করা হলে সে যা বলবে
১১৫. হজ্জ বা উমরায় মুহরিম ব্যক্তি কিভাবে তালবিয়াহ

পড়বে

১১৬. হাজরে আসওয়াদের কাছে আসলে তাকবীর বলা
১১৭. রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মাঝে
দো'আ
১১৮. সাফা ও মারওয়ায় দাঁড়িয়ে যা পড়বে
১১৯. আরাফাতের দিনে দো'আ
১২০. মাশ'আরঞ্জল হারাম তথা মুয়দালিফায় যিক্র
১২১. জামরাসমূহে প্রত্যেক কংকর নিক্ষেপকালে তাকবীর
বলা
১২২. আশ্চর্যজনক ও আনন্দজনক বিষয়ের পর দো'আ
১২৩. আনন্দদায়ক কোনো সংবাদ আসলে যা করবে
১২৪. শরীরে কোনো ব্যথা অনুভব করলে যা করবে ও
বলবে
১২৫. কোনো কিছুর উপর নিজের চোখ লাগার ভয়
থাকলে দো'আ
১২৬. ভীত অবস্থায় যা বলবে
১২৭. পশু যবেহ বা নাহর করার সময় যা বলবে
১২৮. দুষ্ট শয়তানদের ঘড়্যন্ত্র প্রতিহত করতে যা বলবে
১২৯. ক্ষমা প্রার্থনা ও তাওবা করা
১৩০. তাসবীহ, তাহমীদ, তাহলীল ও তাকবীর -এর
ফয়ীলত

১৩১. কীভাবে নবী সান্নাহান্ত আলাইহি ওয়াসান্নাম
তাসবীহ পাঠ করতেন?

১৩২. বিবিধ কল্যাণ ও সামষ্টিক কিছু আদব

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে)

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁর নিকটেই সাহায্য চাই, আর তাঁর কাছেই ক্ষমা চাই। আমরা আমাদের হৃদয়ের দুষ্ট প্রবৃত্তিসমূহ এবং আমাদের মন্দ আচরণ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে সৎপথে চালান, তাকে পথভ্রষ্ট করার কেই নেই, আর যাকে বিপথগামী করেন তাকে সৎপথে আনার কেউ নেই। আর আমি সাক্ষ্য দেই যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাঁর প্রতি এবং তাঁর বংশধর, তাঁর সাহাবীগণ ও কিয়ামত পর্যন্ত যতো লোক এ সৎ পথের অনসরণ করবে তাদের সকলের প্রতি অগণিত দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুণ। তারপর,

এ-বইটি আমার

الذكر والدعا و العلاج بالرق من الكتاب والسنة

-নামক কিতাব^১ থেকে সংক্ষেপিত। এতে আমি শুধুমাত্র যিক্রের অংশটি সংক্ষেপ করেছি; যাতে ভ্রমণপথে তা বহন করা সহজ হয়।

এখানে যিক্রের মূল অংশটি শুধু উল্লেখ করেছি। আর হাদীসগুলোর বরাত দেওয়ার ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থের একটি বা দু'টি সূত্র উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করেছি। যিনি সাহাবীগণ সম্পর্কে অবগত হতে চান অথবা হাদীসের অতিরিক্ত সূত্র জানতে চান, তিনি মূল গ্রন্থটি দেখে নিতে পারেন।

মহান আল্লাহর নিকট তাঁর উত্তম নামসমূহ এবং সর্বোচ্চ গুণাবলীর ওসীলায় প্রার্থনা করি, তিনি যেন এ আমল তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য একান্ত করে কবুল করে নেন, আর এর দ্বারা যেন তিনি আমাকে আমার জীবনে ও মরণের পরে উপকৃত করেন। আর যে ব্যক্তি এ বইটি পড়বে, ছাপাবে অথবা এর প্রচারের কারণ হবে তাকেও যেন তিনি উপকৃত করেন। নিশ্চয় পবিত্র মহান সত্ত্বা এ কাজের অধিকারী এবং তার ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

আল্লাহ দরদ ও সালাম পেশ করুন আমাদের নবী মুহাম্মদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর উপর; আর তাঁর বংশধর, তাঁর সাহাবীগণ

¹ আলহামদুল্লাহ, আমার উক্ত মূলগ্রন্থটি চার খণ্ডে ছাপা হয়েছে। এতে প্রতিটি হাদীসেরই বিস্তারিত তাখরীজ করা হয়েছে। গ্রন্থটির প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে জুড়ে রয়েছে হিসনুল মুসলিম।

এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা সুন্দরভাবে তাঁদের অনুসরণ করবে তাদের উপরও।

লেখক

সফর, ১৪০৯ হিজরি।

যিক্রের ফয়েলত

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَإِذْ كُرُونَى أَذْكُرْ كُمْ وَ اشْكُرْ وَ أَنِّي وَ لَا تَكْفُرُونَ﴾^১

“অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং আমার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ো না।”^২

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمْنُوا إِذْ كُرُوا اللَّهُ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾^৩

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর”।^৪

﴿وَاللَّهُ كَرِيْبٌ اللَّهُ كَفِيْرًا وَاللَّهُ كِرَبِيْتَ أَعَلَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيْمًا﴾^৫

“আর আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণকারী পুরুষ ও নারী: আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।^৬”

² সূরা আল-বাকারাহ: ১৫২।

³ সূরা আল-আহ্যাব: ৮১।

⁴ সূরা আল-আহ্যাব: ৩৫।

﴿وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيفَةً وَّدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ﴾

﴿بِالْعُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغَافِلِينَ﴾^٥

“ଆର ଆପନି ଆପନାର ରବକେ ଶ୍ମରଣ କରଣ ମନେ ମନେ, ମିନତି ଓ ଭିତସହକାରେ, ଅନୁଚ୍ଚସ୍ତରେ; ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାଯ। ଆର ଉଦ୍ଦୀନଦେର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହବେନ ନା ।”⁶

ତାହାଡ଼ା ନବୀ ସାନ୍ନାନ୍ତାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟାସାନ୍ନାମ ବଲେନ, “ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ରବେର ଯିକ୍ରି (ଶ୍ମରଣ) କରେ, ଆର ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ରବେର ଯିକ୍ରି କରେ ନା—ତାରା ଯେନ ଜୀବିତ ଆର ମୃତ”⁶ ।

ରାସୂଲୁନ୍ନାହ୍ ସାନ୍ନାନ୍ତାହ୍ ଆଲାଇହି ଓୟାସାନ୍ନାମ ଆରଓ ବଲେନ, “ଆମି କି ତୋମାଦେରକେ ତା ଜାନାବୋ ନା— ଆମଲେର ମଧ୍ୟେ ଯା ସର୍ବୋତ୍ତମ, ତୋମାଦେର ମାଲିକ (ଆନ୍ତାହ୍ର) କାହେ ଯା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିବତ୍ର, ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ଯା ଅଧିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧିକାରୀ, (ଆନ୍ତାହ୍ର ପଥେ) ସୋନା-ରୂପୀ ବ୍ୟାଯ କରାର ତୁଳନାୟ ଯା ତୋମାଦେର ଜନ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ତୋମରା ତୋମାଦେର ଶକ୍ତିଦେର ମୁଖୋମୁଖୀ ହସ୍ତେ ତାଦେରକେ ହତ୍ୟା ଏବଂ ତାରା ତୋମାଦେର ହତ୍ୟା କରାର ଚାଇତେଓ ଅଧିକତର

⁵ ସୂରା ଆଲ-ଆ'ରାଫ: ୨୦୫ ।

⁶ ବୁଖାରୀ, ଫାତହଲ ବାରୀସହ ୧୧/୨୦୮, ନଂ ୬୪୦୭; ମୁସଲିମ, ୧/୫୩୯, ନଂ ୭୭୯, ଆର ତାର ଶବ୍ଦ ହଛେ,

“مَقْلُ الْبَيْتِ الَّذِي يُدْكَرُ اللَّهُ فِيهِ، وَالْبَيْتُ الَّذِي لَا يُدْكَرُ اللَّهُ فِيهِ، مَثْلُ الْحَيَّ وَالْمَيَّ”
“ଯେ ଘରେ ଆନ୍ତାହ୍ର ଯିକ୍ରି ହସ୍ତେ, ଆର ଯେ ଘରେ ଆନ୍ତାହ୍ର ଯିକ୍ରି ହସ୍ତେ ନା— ତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଯେନ ଜୀବିତ ଆର ମୃତ ।”

শ্রেষ্ঠ?” সাহাবীগণ বললেন, অবশ্যই হ্যাঁ। তিনি বললেন, “আল্লাহ্ তা‘আলার যিক্ৰ”^৭।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, “আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন: আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেৱেপ ধারণা করে, আমাকে সে তদ্বপৰ পাবে; আর যখন সে আমাকে স্মরণ করে, তখন আমি তার সাথে থাকি। সুতৰাং যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও আমার মনে তাকে স্মরণ করি। আর যদি সে কোনো সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তাহলে আমি তাকে এর চাইতে উত্তম সমাবেশে স্মরণ করি। আর সে যদি আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ নিকটবর্তী হয়, তাহলে আমি তার দিকে এক হাত পরিমাণ নিকটবর্তী হই। সে এক হাত পরিমাণ নিকটবর্তী হলে আমি তার দিকে এক বাহু পরিমাণ নিকটবর্তী হই। আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দ্রুতবেগে যাই।^৮”

আব্দুল্লাহ ইবন বুসর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আরয কৱল, হে আল্লাহ্ রাসূল! ইসলামের বিধিবিধান আমার জন্য বেশি হয়ে গেছে। কাজেই আপনি আমাকে এমন একটি বিষয়ের খবর দিন, যা

^৭ তিরমিয়ী ৫/৪৫৯, নং ৩৩৭৭; ইবন মাজাহ ২/১৬৪৫, নং ৩৭৯০; আরও দেখুন, সহীহ ইবন মাজাহ ২/৩১৬; সহীহ তিরমিয়ী ৩/১৩৯।

^৮ বুখারী ৮/১৭১, নং ৭৪০৫; মুসলিম ৪/২০৬১, নং ২৬৭৫। তবে শব্দটি বুখারীর।

আমি শক্ত করে আঁকড়ে ধরব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তোমরা জিহ্বা যেনো সর্বক্ষণ আল্লাহ’র যিক’রে সজীব থাকে”^৯।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহ’র কিতাব (কুরআন) থেকে একটি হরফ পাঠ করে, সে তার বিনিময়ে একটি সওয়াব পায়; আর একটি সওয়াব হবে দশটি সওয়াবের সমান। আমি আলিফ, লাম ও মীমকে একটি হরফ বলছি না। বরং ‘আলিফ’ একটি হরফ, ‘লাম’ একটি হরফ এবং ‘মীম’ একটি হরফ”^{১০}।

উকবা ইবন আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হলেন। আমরা তখন সুফ্ফায় (মসজিদে নববীর আঙ্গনায়) অবস্থান করছিলাম। তিনি বললেন, “তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে প্রতিদিন সকালে বুতহান বা আকীক উপত্যকায় গিয়ে সেখান থেকে কোনো প্রকার পাপ বা আঘাতার বন্ধন ছিন না করে উঁচু কুঁজবিশিষ্ট দু’টো উঞ্চী নিয়ে আসতে পছন্দ করে”? আমরা বললাম, হে আল্লাহ’র রাসূল! আমরা তা পছন্দ করি। তিনি বললেন: “তোমাদের কেউ কি এরূপ করতে পার না যে, সকালে

^৯ তিরমিয়ী ৫/৪৫৮, নং ৩৩৭৫; ইবন মাজাহ ২/১২৪৬, নং ৩৭৯৩। আর শাইখ আলবানী একে সহীহ বলেছেন। দেখুন, সহীহ আত-তিরমিয়ী, ৩/১৩৯; সহীহ ইবন মাজাহ ২/৩১৭।

^{১০} তিরমিয়ী ৫/১৭৫, নং ২৯১০। শাইখ আলবানী একে সহীহ বলেছেন; দেখুন, সহীহত তিরমিয়ী, ৩/৯; সহীহ জামে সগীর-৫/৩৪০।

মসজিদে গিয়ে মহান আল্লাহর কিতাব থেকে দুটো আয়াত জানবে অথবা পড়বে; এটা তার জন্য দু'টো উষ্টীর তুলনায় উত্তম। আর তিনটি আয়াত তিনটি উষ্টী থেকে উত্তম, চারটি আয়াত চারটি উষ্টী থেকে উত্তম। আর (শুধু উষ্টীই নয়, বরং একইসাথে) সমসংখ্যক উট লাভ করা থেকেও তা উত্তম হবে।”¹¹

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন: “যে ব্যক্তি এমন কোনো বৈঠকে (মজলিসে) বসেছে যেখানে সে আল্লাহর যিক্র করে নি, তার সে বসাই আল্লাহর নিকট থেকে তার জন্য আফসোস ও নৈরাশ্যজনক হবে। আর যে ব্যক্তি এমন কোনো শয়নে শুয়েছে যেখানে সে আল্লাহর যিক্র করে নি, তার সে শোয়াই আল্লাহর নিকট থেকে তার জন্য আফসোস ও নৈরাশ্যজনক হবে।”¹²

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন: “যদি কোনো দল কোনো বৈঠকে বসে আল্লাহর যিক্র না করে এবং তাদের নবীর ওপর দরদণ্ড পাঠ না করে, তাহলে তাদের সেই বৈঠক তাদের জন্য কমতি ও আফসোসের কারণ হবে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শান্তি দেবেন, অথবা তিনি চাইলে তাদের ক্ষমা করবেন।”¹³

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন : “যদি কোনো একদল লোক এমন কোনো বৈঠক থেকে উঠল, যেখানে তারা আল্লাহর

¹¹ মুসলিম, ১/৫৫৩; নং ৮০৩।

¹² আবু দাউদ ৪/২৬৪, নং ৪৮৫৬ ও অন্যান্য। দেখুন, সহীভুল জামে' ৫/৩৪২।

¹³ তিরমিয়ী, ৫/৮৬১, নং ৩০৮০। আরও দেখুন, সহীভুত তিরমিয়ী, ৩/১৪০।

নাম স্মরণ করে নি, তবে তারা যেন গাধার লাশের কাছ থেকে উঠে
আসল। আর এরপ মজলিস তাদের জন্য আফসোসের কারণ হবে”।¹⁴

¹⁴ আবু দাউদ ৪/২৬৪, নং ৪৮৫৫; আহমদ ২/৩৮৯ নং ১০৬৮০। আরও
দেখুন, সহীভুল জামে‘ ৫/১৭৬।

১. ঘুম থেকে জেগে উঠার সময়ের যিক্রিয়সমূহ

١- (١) ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ .

(আলহামদু লিল্লাহ-হিল্লায়ী আহ্�ইয়া-না- বা'দা মা- আমা- তানা- ওয়া ইলাইহিন্ন নুশুর)

১- (১) “হামদ-প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি (নিদ্রারপ) মৃত্যুর পর আমাদেরকে জীবিত করলেন, আর তাঁরই নিকট সকলের পুনরুত্থান”^{১৫}।

২- (২) ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ﴾ (رَبِّ اغْفِرْ لِي) .

(লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা- শারীকালাহু, লাহুল মুলকু, ওয়ালাহুল হামদু, ওয়াহুয়া ‘আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর। সুবহা-নাল্লাহি, ওয়ালহামদু লিল্লাহি, ওয়া লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়া লা- হাওলা ওয়ালা- কুওয়াতা ইল্লা- বিল্লাহিল ‘আলিয়ল আযীম, রাবিগফির লী)।

২- (২) “একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই; রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসাও তাঁরই; আর তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ পবিত্র-মহান। সকল হামদ-প্রশংসা আল্লাহর।

¹⁵ বুখারী ফাতহুল বারী ১১/১১৩, নং ৬৩১৪; মুসলিম ৮/২০৮৩, নং ২৭১১।

আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই। আল্লাহ সবচেয়ে বড়। সুউচ্চ সুমহান আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার) কোনো উপায় এবং (সংকাজ করার) কোনো শক্তি কারো নেই। হে রব ! আমাকে ক্ষমা করুন”।^{১৬}

٣- ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَنِي فِي جَسَدِي، وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِي، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ﴾

(আল্লামদু লিল্লা-হিল্লায়ী ‘আ-ফা-নী ফী জাসাদী, ওয়ারদা ‘আলাইয়া’ রহী ওয়া আযিনা লী বিষিকরিহী)

৩-^(৩) “সকল হামদ-প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমার দেহকে নিরাপদ করেছেন, আমার রহকে আমার নিকট ফেরত দিয়েছেন এবং আমাকে তাঁর যিক্র করার অনুমতি (সুযোগ) দিয়েছেন”^{১৭}।

٤- ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيٍتٍ لِّأُولَئِكَ الْأَلْبَابِ ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا﴾

¹⁶ যে ব্যক্তি তা বলবে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। যদি সে দো'আ করে, তবে তার দো'আ কবুল হবে। যদি সে উঠে ওয় করে নামায পড়ে, তবে তার নামায কবুল করা হবে। বুখারী: ফাতহল বারী, ৩/৩৯, নং ১১৫৪। হাদীসের ভাষ্য ইবন মাজাহ এর অনুরূপ। দেখুন, সহীহ ইবন মাজাহ: ২/৩৩৫।

¹⁷ তিরমিয়ী ৫/৪৭৩, নং ৩৪০১। দেখুন, সহীহত তিরমিয়ী, ৩/১৪৪।

سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ⑯ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُ
 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ⑰ رَبَّنَا إِنَّكَ سَمِعْنَا مُنَادِيَأْيُنَادِي لِلْيَمَانِ أَنَّ
 أَمْنُوا بِرَبِّكُمْ فَأَمَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفَرْ عَنَّا سِيَّاتَنَا وَتَوْفَنَا
 مَعَ الْأَبْرَارِ ⑱ رَبَّنَا وَاتَّنَا مَا وَعَدْنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ
 الْقِيَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ⑲ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ
 عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ
 هَاجَرُوا وَآخَرِ جُوَادُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَيِّئِيَّنِ وَقُتُلُوا وَقُتُلُوا
 لَا كَفِرَنَّ عَنْهُمْ سِيَّاتِهِمْ وَلَا دُخَلَنَّهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ
 ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الشَّوَّابِ ⑳ لَا يَغْرِيَنَّكَ تَقْلُبُ
 الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ㉑ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا وَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ
 الْمِهَادُ ㉒ لِكِنَ الَّذِينَ اتَّقَوا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ
 خَلِيلُّيَّنِ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ㉓ وَإِنَّ مِنْ
 أَهْلِ الْكِتَبِ لَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ
 خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِأَيْمَانِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ

عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ يَا يَهُآ الَّذِينَ أَمْنُوا اصْبِرُوْا
وَصَابِرُوْا وَرَأَيْطُوْا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

(ইন্না ফী খলকিস্স সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়াখতিলা-ফিল লাইলি
ওয়ান্নাহা-রি লাআয়া-তিল লিউলিন আলবা-ব। আঞ্জায়ীনা
ইয়ায়কুরনাঙ্গাহা কিয়া-মাও ওয়াকু-উদাঁও ওয়া-আলা জুনুবিহিম
ওয়াইয়াতাফকারনা ফী খলকিস্স সামাওয়াতি ওয়াল আরদি, রববানা মা
খালাকতা হায়া বা-তিলান, সুবহানাকা ফাকিনা ‘আয়া-বান নার। রববানা
ইন্নাকা মান তুদখিলিন না-রা ফকাদ আখযাইতাহ, ওয়ামা লিয়ালিমীনা
মিন আনসা-র। রববানা ইন্নানা সামিনা মুনাদিইয়াইয়ুনা-দী লিলঙ্গমানি
আন আ-মিনু বিরবিকুম ফাআ-মাঙ্গা। রববানা ফাগফির লানা যুনুবানা
ওয়াকাফফির ‘আঙ্গা সায়িআ-তিলা ওয়া তাওয়াফফানা মা-আল আবরা-
র। রববানা ওয়া আতিনা মা ওয়া-আদতানা আলা রঞ্জুলিকা ওয়ালা
তুখ্যিনা ইয়াওমাল কিয়া-মাতি, ইন্নাকা লা তুখ্লিফুল মী-আদ।
ফাত্তাজাবা লাহুম রববুহুম আঙ্গী লা উদী-উ আমালা ‘আমিলিম মিনকুম
মিন যাকারিন ওয়া উনসা বা-দুকুম মিন বাদ, ফাঙ্গায়ীনা হা-জার্ক ওয়া
উখ্রিরজু মিন দিয়ারিহিম ওয়া উ-যু ফী সাবীলী ওয়া কা-তালু ওয়া কু-
তিলু লাউকাফফিরানা ‘আনহুম সায়িআ-তিহিম ওয়ালাউদখিলানাহুম
জাঙ্গা-তিন তাজরী মিন তাহ-তিহাল আনহারু, ছাওয়া-বাম মিন
ইনদিঙ্গাহি, ওয়াঙ্গা-হ ইনদাহ হসনুহ ছাওয়া-ব। লা ইয়াগুররাঙ্গাকা
তাকঙ্গুবুংগায়ীনা কাফারা ফিল বিলা-দ। মাতা-উন কালীলুন ছুস্মা

মা'ওয়াহুম জাহান্নামু ওয়া বিসাল মিহা-দ, লা-কিনিল্লাযীনাত্তাকাও
রববাহুম লাহুম জান্না-তুন তাজরী মিন তাহতিহাল আনহারু খা-লিদীনা
ফীহা নুয়ুলাম মিন ইনদিল্লাহি ওয়ামা ইনদাল্লাহি খাইরুল লিল্ল আবরার।
ওয়াইন্না মিন আহলিল কিতাবি লামইয়ু'মিনু বিল্লাহি ওয়ামা উনযিলা
ইলাইকুম ওয়ামা উনযিলা ইলাইহিম খা-শিস্তেনা লিল্লা-হি লা ইয়াশতারুনা
বিআ-য়া-তিল্লাহি ছামানান্ কালীলা। উলা-ইকা লাহুম আজরুহুম 'ইনদা
রববিহিম। ইন্নাল্লাহা সারী'উল হিসাব। ইয়া আয়ুহাল্লাযীনা আমানুসবিরূ
ওয়াসা-বিরূ ওয়া রা-বিতু ওয়াত্তাকুল্লাহা লা'আল্লাকুম তুফলিহন।

৪-^(৪) নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের পরিবর্তনে
নির্দশনাবলী রয়েছে বোধশক্তি সম্পত্তি লোকদের জন্য। যারা দাঁড়িয়ে,
বসে ও শুয়ে আল্লাহ'র স্মরণ করে এবং আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি
সম্বন্ধে চিন্তা করে, আর বলে, 'হে আমাদের রব! আপনি এগুলো
অনর্থক সৃষ্টি করেননি, আপনি অত্যন্ত পবিত্র, অতএব আপনি
আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা করুন।' 'হে আমাদের রব!
আপনি কাউকেও আগুনে নিক্ষেপ করলে তাকে তো আপনি নিশ্চয়ই
হেয় করলেন এবং যালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই।' 'হে আমাদের
রব, আমরা এক আহ্বায়ককে ঈমানের দিকে আহ্বান করতে শুনেছি,
'তোমরা তোমাদের রবের উপর ঈমান আন।' কাজেই আমরা ঈমান
এনেছি। হে আমাদের রব! আপনি আমাদের পাপরাশি ক্ষমা করুন,
আমাদের মন্দ কাজগুলো দূরীভূত করুন এবং আমাদেরকে

সৎকর্মপরায়ণদের সহগামী করে মৃত্যু দিন। ‘হে আমাদের রব! আপনার রাসূলগণের মাধ্যমে আমাদেরকে যা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা আমাদেরকে দান করুন এবং কেয়ামতের দিন আমাদেরকে হেয় করবেন না। নিশ্চয় আপনি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।’ তারপর তাদের রব তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে বলেন, ‘নিশ্চয় আমি তোমাদের মধ্যে আমলকারী কোনো নর বা নারীর আমল বিফল করি না; তোমরা একে অপরের অংশ। কাজেই যারা হিজরত করেছে, নিজ ঘর থেকে উৎখাত হয়েছে, আমার পথে নির্যাতিত হয়েছে এবং যুদ্ধ করেছে ও নিহত হয়েছে আমি তাদের পাপ কাজগুলো অবশ্যই দূর করব এবং অবশ্যই তাদেরকে প্রবেশ করাব জানাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। এটা আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার; আর উত্তম পুরস্কার আল্লাহরই কাছে রয়েছে। যারা কুফরী করেছে, দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন কিছুতেই আপনাকে বিভ্রান্ত না করে। এ তো স্বল্পকালীন ভোগ মাত্র; তারপর জাহানাম তাদের আবাস; আর ওটা কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল! কিন্তু যারা তাদের রবকে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে জান্মাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। এ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আতিথেয়তা; আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা সৎকর্মপরায়ণদের জন্য উত্তম। আর নিশ্চয় কিতাবীদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহর প্রতি বিনয়াবন্ত হয়ে তাঁর প্রতি এবং

তিনি যা তোমাদের ও তাদের প্রতি নাফিল করেছেন তাতে ঈমান আনে। তারা আল্লাহর আয়াত তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে না। তারাই, যাদের জন্য আল্লাহর কাছে পুরস্কার রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। হে ঈমানদারগণ! তোমরা দৈর্ঘ্য ধারণ কর, দৈর্ঘ্যে প্রতিযোগিতা কর এবং সবসময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক, আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার”¹⁸।

২. কাপড় পরিধানের দো'আ

هـ۔ ۲۰ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۚ هَذَا (الثَّوْبُ) وَرَزَقَنِي مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيٍّ ۚ وَلَا قُوَّةَ...﴾

(আল্হামদু লিল্লাহ-হিল্লায়ী কাসানী হা-যা (আসসাওবা) ওয়া রযাকানীহি মিন্ন গইরি হাওলিম মিন্নী ওয়ালা কুওওয়াতিন)।

¹⁸ সূরা আলে ইমরান ১৯০-২০০; বুখারী, ফাতহ্ল বারীসহ ৮/৩৩৭, নং ৪৫৬৯; মুসলিম ১/৫৩০, নং ২৫৬।

৫- “সকল হামদ-প্রশংসা আল্লাহর জন্য; যিনি আমাকে এ (কাপড়)টি পরিধান করিয়েছেন এবং আমার শক্তি-সামর্থ্য ছাড়াই তিনি আমাকে এটা দান করেছেন”^{১৯}।

৩. নতুন কাপড় পরিধানের দো'আ

৬- ﴿اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسُوتَنِي إِلَيْكَ أَسْأَلُكَ مِنْ حَيْرَةٍ وَّخَيْرٍ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ﴾

(আল্লা-হুম্মা লাকাল-হামদু আনতা কাসাওতানীহি। আসআলুকা মিন খইরিহি ওয়া খইরি মা সুনি'আ লাহু। ওয়া আ'উয়ু বিকা মিন শাররিহি ওয়া শাররি মা সুনি'আ লাহু)।

৬- “হে আল্লাহ! আপনারই জন্য সকল হামদ-প্রশংসা। আপনিই এটি আমাকে পরিয়েছেন। আমি আপনার কাছে এর কল্যাণ ও এটি যে উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করি। আর আমি এর অনিষ্ট এবং এটি যে জন্য তৈরি করা হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় চাই”^{২০}।

¹⁹ হাদীসটি নাসাই ব্যতীত সুনান গ্রন্থকারদের সবাই সংকলন করেছেন। আবু দাউদ, নং ৪০২৩; তিরমিয়ী, নং ৩৪৫৮; ইবন মাজাহ, নং ৩২৮৫। আর শাইখ আলবানী একে হাসান বলেছেন। দেখুন, ইরওয়াউল গালীল, ৭/৮৭।

²⁰ আবু দাউদ, নং ৪০২০; তিরমিয়ী, নং ১৭৬৭; বাগভী, ১২/৮০; দেখুন, মুখ্তাসারুল শামাইল লিল আলবানী, পৃ. ৮৭।

৪. অপরকে নতুন কাপড় পরিধান করতে দেখলে তার জন্য দো'আ

۷- **۱۰) تُبَلِّی وَيُخْلِفُ اللَّهُ تَعَالَیٰ**

(তুবলী ওয়া ইয়ুখলিফল্লাহ-হ তা'আলা)।

৭-^(১) “তুমি পুরাতন করে ফেলবে, আর মহান আল্লাহ এর স্থলাভিষিক্ত করবেন”^{২১}।

۸- **۱۱) إِلَبَسْ جَدِيدًا وَعِشْ حَمِيدًا وَمُتْ شَهِيدًا**

(ইলবাস জাদীদান, ওয়া ইশ হামীদান, ওয়া মুত শাহীদান)।

৮-^(২) “নতুন কাপড় পরিধান কর, প্রশংসিতরূপে দিনাতিপাত কর এবং শহীদ হয়ে মারা যাও”^{২২}।

৫. কাপড় খুলে রাখার সময় কী বলবে

۹- **۱۲) بِسْمِ اللَّهِ**

(বিসমিল্লাহ)

৯- “আল্লাহর নামে (খুলে রাখলাম)”^{২৩}।

²¹ সুনান আবি দাউদ ৮/৮১, হাদীস নং ৪০২০; দেখুন, সহীহ আবি দাউদ ২/৭৬০।

²² সুনান ইবন মাজাহ ২/১১৭৮, নং ৩৫৫৮; বাগাওয়ী, ১২/৮১। দেখুন, সহীহ ইবন মাজাহ ২/২৭৫।

৬. পায়খানায় প্রবেশের দো'আ

۱۰- ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْرِ وَالْخَبَائِثِ﴾

([বিসমিল্লাহি] আল্লাহ-হস্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিনাল খুব্সি ওয়াল খাবা-ইসি)

১০- “[আল্লাহর নামে।] হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট অপবিত্র নর জিন् ও নারী জিন् থেকে আশ্রয় চাই”^{২৪}।

৭. পায়খানা থেকে বের হওয়ার দো'আ

۱۱- ﴿غُفْرَانَكَ﴾

(গুফরান-নাকা)

১১- “আমি আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।”^{২৫}

²³ তিরমিয়ী ২/৫০৫, নং ৬০৬, ও অন্যান্য। আরও দেখুন, ইরওয়াউল গালীল, নং ৫০; সহীভুল জামে' ৩/২০৩।

²⁴ বুখারী ১/৪৫, নং ১৪২; মুসলিম ১/২৮৩, নং ৩৭৫। শুরুতে অতিরিক্ত ‘বিসমিল্লাহ’ উদ্ভৃত করেছেন সাঁঈদ ইবন মানসুর। দেখুন, ফাতহুল বারী, ১/২৪৮।

৮. ওয়ুর পূর্বে যিক্র

۱۶- ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾

(বিস্মিল্লাহ)

১২- ‘আল্লাহর নামে’^{২৫}।

৯. ওয়ু শেষ করার পর যিক্র

۱۳- ﴿أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ﴾^(۱)

(আশহাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহ্দাহ লা- শারীকা লাহু ওয়া
আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান ‘আবুহু ওয়া রাসূলুহু)

²⁵ হাদীসটি নাসাই ব্যতীত সকল সুনান গ্রন্থকারই উদ্ধৃত করেছেন; তবে নাসাই তার ‘আমালুল ইয়াওমি ওয়াললাইলাহ’ গ্রন্থে (নং ৭৯) তা উদ্ধৃত করেছেন। আবু দাউদ, নং ৩০; তিরমিয়ী, নং ৭; ইবন মাজাহ, নং ৩০০। আর শাইখ আলবানী সহীহ সুনান আবি দাউদে ১/১৯ একে সহীহ বলেছেন।

²⁶ আবু দাউদ, নং ১০১; ইবন মাজাহ, নং ৩৯৭; আহমাদ নং ৯৪১৮। আরও দেখুন, ইরওয়াউল গালীল ১/১২২।

১৩-^(১) “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল”^{২৭}।

১৪-^(২) ﴿اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾.

(আল্লা-হুম্মাজ-আলনী মিনাত্ তাওয়াবীনা ওয়াজ-আলনী মিনাল মুতাতাহহিরীন)

১৫-^(২) “হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরও অন্তর্ভুক্ত করুন।”^{২৮}

১৫-^(৩) ﴿سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ﴾.

(সুবহানাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা আন্তাগফিরুকা ওয়াআতুর ইলাইকা)।

১৫-^(৩) “হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই, আমি

²⁷ মুসলিম ১/২০৯, নং ২৩৪।

²⁸ তিরিমিয়ী-১/৭৮, নং ৫৫। আরও দেখুন, সহীহত তিরিমিয়ী, ১/১৮।

আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার নিকট তওবা করছি”^{২৯}

১০. বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময়ের যিক্র

۱۶- ﴿بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، وَلَا حُوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾^(۱)

(বিসমিল্লাহি, তাওয়াককালতু ‘আলাল্লাহ-হি, ওয়ালা হাওয়া ওয়ালা ক্রুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি)।

১৬-^(۱) “আল্লাহর নামে (বের হচ্ছি)। আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। আর আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার) কোনো উপায় এবং (সৎকাজ করার) কোনো শক্তি কারো নেই”^{৩০}।

۱۷- ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ، أَوْ أُزِيلَّ أَوْ أَرْزَلَ، أَوْ أَظْلِمَ، أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ، أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ﴾^(۲)

²⁹ নাসাই, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, পৃ. ১৭৩। আরও দেখুন, ইরওয়াউল গালীল, ১/১৩৫, ৩/৯৪।

³⁰ আবু দাউদ ৪/৩২৫, নং ৫০৯৫; তিরমিয়ী ৫/৪৯০, ৩৪২৬। আরও দেখুন, সহীহত তিরমিয়ী, ৩/১৫১।

(আল্লা-হস্মা ইন্নী আ'উয়ু বিকা আন আদ্বিল্লা, আও উদ্বাল্লা, আও আযিল্লা, আও উযাল্লা, আও আযলিমা, আও উযলামা, আও আজহালা, আও ইযুজহালা 'আলাইয়া)।

১৭-^(২) “হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই যেন নিজেকে বা অন্যকে পথভ্রষ্ট না করি, অথবা অন্যের দ্বারা পথভ্রষ্ট না হই; আমার নিজের বা অন্যের পদস্থলন না করি, অথবা আমায় যেন পদস্থলন করানো না হয়; আমি যেন নিজের বা অন্যের উপর যুলম না করি অথবা আমার প্রতি যুলম না করা হয়; আমি যেন নিজে মূর্খতা না করি, অথবা আমার উপর মূর্খতা করা না হয়।”^{৩১}

১১. ঘরে প্রবেশের সময় যিকৃত

১৮- বলবে,

『بِسْمِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ وَبِسْمِ اللَّهِ حَرَجْنَا، وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا』

(বিসমিল্লাহি ওয়ালাজনা, ওয়াবিসমিল্লাহি খারাজনা, ওয়া 'আলাল্লাহি রাবিনা তাওয়াকালনা)

³¹ সুনান গ্রন্থকারগণ: আবু দাউদ, নং ৫০৯৪; তিরমিয়ী, নং ৩৪২৭; নাসাঈ, নং ৫৫০১; ইবন মাজাহ, নং ৩৮৮৪। আরও দেখুন, সহীলত তিরমিয়ী ৩/১৫২; সহীহ ইবন মাজাহ ২/৩৩৬।

“আল্লাহর নামে আমরা প্রবেশ করলাম, আল্লাহর নামেই আমরা বের হলাম এবং আমাদের রব আল্লাহর উপরই আমরা ভরসা করলাম”।

অতঃপর ঘরের লোকজনকে সালাম দিবে।^{৩২}

১২. মসজিদে যাওয়ার সময়ে পড়ার দোষ্টা

— ۱۹ ﴿اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًاً، وَفِي لِسَانِي نُورًاً، وَفِي سَمْعِي نُورًاً، وَفِي بَصَرِي نُورًاً، وَمِنْ فَوْقِي نُورًاً، وَمِنْ تَحْتِي نُورًاً، وَعَنْ يَمِينِي نُورًاً، وَعَنْ شِمَائِلِي نُورًاً، وَمِنْ أَمَامِي نُورًاً، وَمِنْ خَلْفِي نُورًاً، وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًاً، وَأَعْظُمْ لِي نُورًاً، وَعَظِيمْ لِي نُورًاً، وَاجْعَلْ لِي نُورًاً، وَاجْعَلْنِي نُورًاً، اللَّهُمَّ أَعْطِنِي نُورًاً، وَاجْعَلْ فِي عَصَبِي نُورًاً، وَفِي لَحْيِي نُورًاً، وَفِي دَهْنِي نُورًاً، وَفِي شَعْرِي نُورًاً، وَفِي بَشَرِي نُورًاً﴾

﴿اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًاً فِي قَبْرِي... وَنُورًاً فِي عِظَامِي﴾ [وَزِدْنِي نُورًاً]

³² আবু দাউদ ৪/৩২৫, ৫০৯৬। আর আল্লামা ইবন বায রহ. তার তুহফাতুল আখইয়ার গ্রন্থে পৃ. ২৮ এটার সনদকে হাসান বলেছেন। তাছাড়া সহীহ হাদীসে এসেছে, “যখন তোমাদের কেউ ঘরে প্রবেশ করে, আর প্রবেশের সময় ও খাবারের সময় আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন শয়তান (নিজ ব্যক্তিদের) বলে, তোমাদের কোনো বাসস্থান নেই, তোমাদের রাতের কোনো খাবার নেই।” মুসলিম, নং ২০১৮।

وَزِدْنِي نُورًاً وَزِدْنِي نُورًاً وَهَبْ لِي نُورًاً عَلَى نُورٍ ॥

(আল্লা-হুম্মাজ-আল ফী কালবী নূরান, ওয়া ফী লিসানী নূরান, ওয়া ফী সাম্যী নূরান, ওয়া ফী বাসারী নূরান, ওয়া মিন ফাওকী নূরান, ওয়া মিন তাহতী নূরান, ওয়া ‘আন ইয়ামীনী নূরান, ওয়া ‘আন শিমালী নূরান, ওয়া মিন আমামী নূরান, ওয়া মিন খলফী নূরান, ওয়াজ-আল ফী নাফ্সী নূরান, ওয়া আ‘যিম লী নূরান, ওয়া ‘আঘ্যিম লী নূরান, ওয়াজ-আল লী নূরান, ওয়াজ-আলনী নূরান; আল্লা-হুম্মা আ‘তিনী নূরান, ওয়াজ-আল ফী ‘আসাবী নূরান, ওয়া ফী লাহমী নূরান, ওয়া ফী দামী নূরান, ওয়া ফী শা‘রী নূরান, ওয়া ফী বাশারী নূরান।

[আল্লা-হুম্মাজ-আল লী নূরান ফী কাবরী, ওয়া নূরান ফী ‘ইয়ামী] [ওয়া যিদ্নী নূরান, ওয়া যিদনী নূরান, ওয়া যিদনী নূরান] [ওয়া হাবলী নূরান ‘আলা নূর]

১৯- “হে আল্লাহ! আপনি আমার অন্তরে নূর (বা আলো) দান করুন, আমার যবানে নূর দান করুন, আমার শ্রবণশক্তিতে নূর দান করুন, আমার দর্শনশক্তিতে নূর দান করুন, আমার উপরে নূর দান করুন, আমার নীচে নূর দান করুন, আমার ডানে নূর দান করুন, আমার বামে নূর দান করুন, আমার সামনে নূর দান করুন, আমার পেছনে নূর দান করুন, আমার আঘায় নূর দান করুন, আমার জন্য নূরকে বড় করে দিন, আমার জন্য নূর বাড়িয়ে দিন, আমার জন্য নূর নির্ধারণ করুন, আমাকে আলোকময় করুন। হে আল্লাহ! আমাকে নূর দান করুন, আমার পেশীতে নূর প্রদান করুন, আমার গোশ্তে নূর দান করুন,

আমার রক্তে নূর দান করুন, আমার চুলে নূর দান করুন ও আমার চামড়ায় নূর দান করুন^{৩৩}।”

[“হে আল্লাহ! আমার জন্য আমার কবরে নূর দিন, আমার হাড়সমূহেও নূর দিন”]^{৩৪}, [“আমাকে নূরে বৃদ্ধি করে দিন, আমাকে নূরে বৃদ্ধি করে দিন, আমাকে নূরে বৃদ্ধি করে দিন”]^{৩৫}, [“আমাকে নূরের উপর নূর দান করুন”]^{৩৬}।

১৩. মসজিদে প্রবেশের দো'আ

২০- ডান পা দিয়ে চুকবে^{৩৭} এবং বলবে,

³³ এ শব্দগুলোর জন্য দেখুন, বুখারী, (ফাতহল বারীসহ) ১১/১১৬, নং ৬৩১৬; মুসলিম ১/৫২৬, ৫২৯, ৫৩০, নং ৭৬৩।

³⁴ তিরমিয়ী ৫/৪৮৩, নং ৩৪১৯।

³⁵ ইমাম বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, নং ৬৯৫; পৃ. ২৫৮; আর আলবানী সেটার সনদকে সহীহ আদাবিল মুফরাদে সহীহ বলেছেন, নং ৫৩৬।

³⁶ হাফেয ইবন হাজার এটাকে তার ফতহল বারীতে উল্লেখ করেছেন এবং ইবন আবী আসমের ‘কিতাবুদ দো'আ’ এর দিকে সম্পর্কিত করেছেন। দেখুন ফাতহল বারী, ১১/১১৮। আরও বলেছেন, বিভিন্ন বর্ণনা থেকে মোট ২৫ (পঁচিশটি) বিষয় পাওয়া গেল।

³⁷ কারণ, আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, “সুন্নাত হচ্ছে, যখন তুমি মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন তোমার ডান পা দিয়ে চুকবে, আর যখন বের হবে, তখন বাম পা দিয়ে বের হবে”। হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন, হাকিম

أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَبِيلِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ إِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ۝ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ۝

(আ'উযু বিল্লা-হিল আযীম, ওয়া বিওয়াজহিল কারীম, ওয়াসুলতা-নিল কদীম, মিনাশ শাইত্তা-নির রাজীম।

[বিসমিল্লা-হি ওয়াসসালাতু] [ওয়াসসালা-মু 'আলা রাসুলিল্লা-হি], আল্লা-হুম্মাফ্তাহ লী আবওয়া-বা রাহমাতিক)।

“আমি মহান আল্লাহর কাছে তাঁর সম্মানিত চেহারা ও প্রাচীন ক্ষমতার ওসীলায় বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।”^{৩৮} [আল্লাহর নামে (প্রবেশ করছি), সালাত]^{৩৯} [ও সালাম আল্লাহর রাসুলের উপর।]^{৪০} “হে আল্লাহ! আপনি আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন।”^{৪১}

১/২১৮; এবং একে মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ বলেছেন, আর ইমাম যাহাবী সেটার সমর্থন করেছেন। আরও উদ্ভৃত করেছেন বাইহাকী, ২/৪৪২; আর শাইখ আলবানী তার সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহ গ্রন্থে এটাকে হাসান বলেছেন, ৫/৬২৪; নং ২৪৭৮।

³⁸ আবু দাউদ, নং ৪৬৬; আরও দেখুন, সহীভুল জামে' ৪৫৯১।

³⁹ ইবনুসসুন্নি কর্তৃক উদ্ভৃত, নং ৮। আর শাইখ আলবানী তার আস-সামারান্ল মুস্তাতাব গ্রন্থে একে হাসান বলেছেন, পৃ. ৬০৭।

⁴⁰ আবু দাউদ ১/১২৬; নং ৪৬৫; আরও দেখুন, সহীভুল জামে' ১/৫২৮।

⁴¹ মুসলিম ১/৪৯৪, নং ৭১৩; আর সুনান ইবন মাজায় ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীসে এসেছে,

১৪. মসজিদ থেকে বের হওয়ার দো'আ

২১- বাম পা দিয়ে শুরু করবে^{৪২} এবং বলবে,

بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكِ اللَّهُمَّ اغْصِنْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ॥

(বিস্মিল্লাহ-হি ওয়াস্সালা-তু ওয়াস্সালা-মু 'আলা রাসূলিল্লাহ, আল্লাহ-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা মিন ফাদ্বলিকা, আল্লাহ-হুম্মা আসিমানি মিনাশ শাইঢানির রাজীম।)

“আল্লাহর নামে (বের হচ্ছি)। আল্লাহর রাসুলের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাসমূহ মাফ করে দিন এবং আমার

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»

“হে আল্লাহ, আমার গুনাহ ক্ষমা করে দিন এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দ্বারাসমূহ অবারিত করে দিন”। আর শাইখ আলবানী অন্যান্য শাহেদ বা সম অর্থের বর্ণনার কারণে একে সহীহ বলেছেন। দেখুন, সহীহ ইবন মাজাহ ১/১২৮-১২৯।

⁴² আল-হাকিম, ১/২১৮; বাইহাকী, ২/৪৪২, আর শাইখ আলবানী তার সিলসিলাতুস সহীহায় একে হাসান হাদীস বলেছেন, ৫/৬২৪, নং ২৪৭৮। আর সেটার তাখরীজ পূর্বে গত হয়েছে।

জন্য আপনার দয়ার দরজাগুলো খুলে দিন। হে আল্লাহ, আমাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে হেফায়ত করোন”^{৪৩}।

১৫. আযানের ধিক্রসমূহ

২২-^(১) মুয়ায়িন যা বলে শ্রোতাও তা বলবে, তবে ‘হাইয়া’ ‘আলাস্সালাহ’ এবং ‘হাইয়া ‘আলাল ফালাহ’ এর সময় বলবে,

﴿لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾

(লা-হাওলা ওয়ালা ক্লওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ)

“আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার) কোনো উপায় এবং (সৎকাজ করার) কোনো শক্তি কারো নেই^{৪৪}।”

২৩-^(২) বলবে,

﴿وَأَكَّبَّ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا أَعْبُدُهُ وَرَسُولُهُ، رَضِيَتُ بِاللَّهِ رَبِّيَّاً، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا﴾

⁴³ মসজিদে প্রবেশের দোআয় পূর্বে বর্ণিত হাদীসের রেওয়ায়েতসমূহের তাখরীজ দেখুন, (২০ নং) আর “হে আল্লাহ, আমাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে হেফায়ত করোন” এ বাড়তি অংশের তাখরীজ দেখুন, ইবন মাজাহ

১/১২৯।

⁴⁴ বুখারী, ১/১৫২, নং ৬১১, ৬১৩; মুসলিম, ১/২৮৮, নং ৩৮৩।

(ওয়া আনা আশহাদু আল্লাহ ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু
ওয়া আল্লাহ মুহাম্মাদান ‘আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, রাদীতু বিল্লাহি রব্বান,
ওয়া বিমুহাম্মাদিন রাসূলান, ওয়া বিলহিসলা-মি দীনান)।

“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই,
তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দাহ ও রাসূল। আমি আল্লাহকে
রব, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে রাসূল এবং
ইসলামকে দীন হিসেবে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট।”^{৪৫}

মুয়ায়িন তাশাহছদ (তথা আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার...) উচ্চারণ করার
পরই শ্রেতারা এ যিক্রিটি বলবে।^{৪৬}

২৪-^(৩) মুয়ায়িনের কথার জবাব দেওয়া শেষ করার পর রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দর্শন পড়বে।^{৪৭}

২৫-^(৪) তারপর বলবে,

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِيْ مُحَمَّدًا الْوِسِيلَةَ
وَالْفَضِيلَةَ وَابْعُثْهُ مَقَامًا كَمَوْدًا لِلَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْبِيَعَادَ^{৪৮}

⁴⁵ মুসলিম ১/২৯০, নং ৩৮৬।

⁴⁶ ইবন খুয়াইমা, ১/২২০।

⁴⁷ মুসলিম ১/২৮৮, নং ৩৮৪।

(আল্লাহ-হস্মা' রববা' হা-যিহিদ দা'ওয়াতিত্ তা-স্মাতি ওয়াস সালা-তিল ক্রা-
ইমাতি আ-তি মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা' ওয়াল ফাদীলাতা' ওয়াব'-আছহ
মাক্রা-মাম মাহমুদানিল্লায়ী ওয়া'আদতাহ, ইন্নাকা' লা তুখলিফুল মী'আদ)।

“হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্�বান এবং প্রতিষ্ঠিত সালাতের রব! মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে ওসীলা তথা জান্নাতের একটি স্তর এবং ফযীলত তথা সকল সৃষ্টির উপর অতিরিক্ত মর্যাদা দান করুন। আর তাঁকে মাকামে মাহমুদে (প্রশংসিত স্থানে) পৌঁছে দিন, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাঁকে দিয়েছেন। নিশ্চয় আপনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।”^{৪৮}

২৬-(৫) “আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে নিজের জন্য দো'আ করবে। কেননা ঐ সময়ের দো'আ প্রত্যাখ্যান করা হয় না।”^{৪৯}

১৬. সালাতের শুরুতে দো'আ

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايِّ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَسْرِقِ وَالْمَغْرِبِ^(৬) ।—১৭

⁴⁸ বুখারী ১/২৫২, নং ৬১৪; আর দুই ব্রাকেটের মাঝখানের অংশ উদ্ধৃত করেছেন, বায়হাকী ১/৪১০। আর আল্লামা আবদুল আয়ায ইবন বায রাহেমাহল্লাহ তার ‘তুহফাতুল আখইয়ার’ গ্রন্থে এটার সনদকে হাসান বলেছেন, পৃ. ৩৮।

⁴⁹ তিরমিয়ী, নং ৩৫৯৮; আবু দাউদ, নং ৫২৫; আহমাদ, নং ১২২০০; আরও দেখুন, ইরওয়াউল গালীল, ১/২৬২।

اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايٍ كَمَا يُنَقِّي التَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ
اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايٍ، بِالشَّلْحِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ^{٥٠}

(আল্লা-হুম্মা বা-‘ইদ বাইনী ওয়া বাইনা খাত্তা-ইয়া-ইয়া কামা বা-‘আদতা বাইনাল মাশরিকি ওয়াল মাগরিব। আল্লা-হুম্মা নাকফিনী মিন খাত্তা-ইয়া-ইয়া কামা ইয়ুনাকাস্ ছাওবুল আবইয়াদু মিনাদ দানাসি। আল্লা-হুম্মাগসিলনী মিন খাত্তা-ইয়া-ইয়া বিস্সালজি ওয়াল মা-ই ওয়াল বারাদ)।

২৭-^(১) “হে আল্লাহ! আপনি আমার এবং আমার গুনাহসমূহের মধ্যে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করুন যেরূপ দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আমার গুনাহসমূহ থেকে এমন পরিষ্কার করে দিন, যেমন সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আমার পাপসমূহ থেকে বরফ, পানি ও মেঘের শিলাখণ্ড দ্বারা ধৌত করে দিন।”^{৫০}

١٨-^(১) سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ^{৫১}

(সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবা-রাকাসমুকা ওয়া তা‘আলা জাদুকা ওয়া লা- ইলা-হা গাহিরুকা)।

^{৫০} বুখারী ১/১৮১, নং ৭৪৪; মুসলিম ১/৮১৯, নং ৫৯৮।

২৮-^(২) “হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসাসহ আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি, আপনার নাম বড়ই বরকতময়, আপনার প্রতিপত্তি অতি উচ্চ। আর আপনি ব্যতীত অন্য কোনো হক ইলাহ নেই।”^{৫১}

২৯-^(৩) **وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنِبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَخْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، لَا يَضْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِيْكَ، وَالشَّرُّ إِلَيْكَ، لَيْسَ أَنَا بِإِيمَانِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ».**

(ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লায়ী ফাত্তারাস্ সামা-ওয়াতি ওয়াল আরদ্বা হানীফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না সালা-তী, ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়া-ইয়া ওয়া মামা-তী লিল্লা-হি রাবিল ‘আ-লামীন। লা শারীকা লাহু ওয়াবিয়া-লিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন।)

৫১ মুসলিম, নং ৩৯৯; আর সুনান গ্রন্থকার চারজন। আবু দাউদ, নং ৭৭৫; তিরমিয়ী, নং ২৪৩; ইবন মাজাহ, নং ৮০৬; নাসাই, নং ৮৯৯। আরও দেখুন, সহীহত তিরমিয়ী, ১/৭৭; সহীহ ইবন মাজাহ ১/১৩৫।

আল্লা-হস্মা' আনতাল মালিকু লা ইলা-হা ইল্লা আনতা, আনতা রবী ওয়া আনা 'আবদুকা', যালামতু নাফসী ওয়া'তারাফতু বিয়াস্বী, ফাগফির লী যুনুবী জামী'আন ইন্নাহ লা- ইয়াগফিরুয় যুনুবা ইল্লা আনতা, ওয়াহদিনী লিআহসানিল আখলা-কি, লা ইয়াহ্দী লিআহ্সানিহা ইল্লা আনতা, ওয়াসরিফ 'আলী সায়িআহা লা ইয়াসরিফু সায়িআহা ইল্লা আনতা, লাববাইকা ওয়া সাদাইকা ওয়াল-খাইরু কুল্লুহ বিয়াদাইকা, ওয়াশশাররু লাইসা ইলাইকা, আনা বিকা ওয়া ইলাইকা, তাবা-রাজা ওয়া তা'আ-লাইতা, আসতাগফিরুকা ওয়া আতুরু ইলাইকা)।

২৯-^(৩) “যিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন আমি একনিষ্ঠভাবে আমার মুখমণ্ডল তাঁর দিকেই ফিরালাম, আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী বা যাবতীয় ইবাদাত, আমার জীবন ও আমার মরণ সৃষ্টিকূলের রব আল্লাহর জন্য। তাঁর কোনো শরীক নেই। আর আমি এরই আদেশ প্রাপ্ত হয়েছি এবং আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।

“হে আল্লাহ! আপনিই অধিপতি, আপনি ব্যতীত আর কোনো হক ইলাহ নেই। আপনি আমার রব, আমি আপনার বান্দা। আমি আমার নিজের প্রতি অন্যায় করেছি এবং আমি আমার পাপসমূহ স্বীকার করছি। সুতরাং আপনি আমার সমুদয় গুনাহ মাফ করে দিন। নিশ্চয় আপনি ছাড়া আর কেউ গুনাহসমূহ মাফ করতে পারে না। আর আপনি আমাকে সর্বোত্তম চরিত্রের পথে পরিচালিত করুন, আপনি ছাড়া আর কেউ উত্তম চরিত্রের পথে পরিচালিত করতে পারে না। আর আপনি আমার থেকে আমার খারাপ চরিত্রগুলো দূরীভূত করুন, আপনি ব্যতীত আর কেউ সে খারাপ

চরিত্রগুলো অপসারিত করতে পারে না। আমি আপনার হৃকুম মানার জন্য সদো-সর্বদা হাজির, সকল কল্যাণই আপনার দু' হাতে নিহিত। অকল্যাণ আপনার দিকে নয় (অর্থাৎ মন্দকে আপনার দিকে সম্পৃক্ত করা উচিত নয়, অথবা মন্দ দ্বারা আপনার নিকটবর্তী হওয়া যায় না, বা মন্দ আপনার দিকে উঠে না)। আমি আপনার দ্বারাই (প্রতিষ্ঠিত আছি, সহযোগিতা পেয়ে থাকি) এবং আপনার দিকেই (আমার সকল প্রবণতা, বা আমার প্রত্যাবর্তন)। আপনি বরকতময় এবং আপনি সুউচ্চ। আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাই এবং আপনার কাছে তাওবাহ করছি।”⁵²

٣٠- ﴿اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا أَخْتَلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ يَأْذِنْكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ﴾

(আল্লা-হস্মা রববা জিব্রাইলা ওয়া মীকাইলা ওয়া ইস্রাফেলা ফা-তিরাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদি ‘আ-লিমাল গাইবি ওয়াশশাহা-দাতি। আনতা তাহকুম বাইনা ইবা-দিকা ফীমা কা-নু ফীহি ইয়াখতালিফুন। ইহদিনী লিমাখতুলিফা ফীহি মিনাল হাককি বিহীনিকা ইন্নাকা তাহদী তাশা-উ ইলা- সিরা-তিম মুস্তাকীম)।

⁵² মুসলিম ১/৫৩৪, নং ৭৭১।

৩০-^(৮) “হে আল্লাহ! জিবরাইল, মীকাইল ও ইসরাফীলের রব, আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, গায়েব ও প্রকাশ্য সব কিছুর জ্ঞানী, আপনার বান্দাগণ যেসব বিষয়ে মতভেদে লিঙ্গ আপনিই তার মীমাংসা করে দিবেন। যেসব বিষয়ে মতভেদ হয়েছে তন্মধ্যে আপনি আপনার অনুমতিক্রমে আমাকে যা সত্য সেদিকে পরিচালিত করুন। নিশ্চয় আপনি যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন।”^{৫৩}

৩১-^(৯) ﴿اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ (তিনবার) ﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ نَفْخَهِ وَنَفْشِهِ وَهَمْزَتِهِ﴾

(আল্লা-হু আকবার কাবীরান, আল্লা-হু আকবার কাবীরান, আল্লা-হু আকবার কাবীরান, ওয়ালহামদু লিল্লা-হি কাসীরান, ওয়ালহামদু লিল্লা-হি কাসীরান। ওয়ালহামদু লিল্লা-হি কাসী-রান ওয়াসুবহা-নাল্লাহি বুকরাতাঁও ওয়া আসীলা [তিনবার]। আটুয় বিল্লা-হি মিনাশ শায়তানি, মিন নাফখিহী ওয়ানাফসিহী ওয়াহামযিহী)

৩১-^(১০) “আল্লাহ সবচেয়ে বড় অতীব বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড় অতীব বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড় অতীব বড়। আর আল্লাহর জন্যই অনেক ও অজন্ম প্রশংসা, আল্লাহর জন্যই অনেক ও অজন্ম প্রশংসা, আল্লাহর জন্যই অনেক ও অজন্ম প্রশংসা। সকালে ও বিকালে আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি” (তিনবার) “আমি শয়তান থেকে আল্লাহর

⁵³ মুসলিম ১/৫৩৪, নং ৭৭০।

নিকট আশ্রয় চাই। আশ্রয় চাই তার ফুঁ তথা দন্ত-অহংকার থেকে, তার থুতু তথা কবিতা থেকে ও তার চাপ তথা পাগলামি থেকে”^{৫৪}।

(٦) ٣٨ ﴿اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ
الْحَمْدُ أَنْتَ قَيْمَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ [وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ] [وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ] [وَلَكَ الْحَمْدُ]
[أَنْتَ الْحَقُّ، وَعَدْكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ،
وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَحَمَدُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ]
[اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبَتُ، وَبِكَ
خَاصَّمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ. فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخْرُبُ، وَمَا

৫৪ আবু দাউদ ১/২০৩, নং ৭৬৪; ইবন মাজাহ ১/২৬৫, ৮০৭; আহমাদ, আহমাদ ৪/৮৫, নং ১৬৭৩৯। শাইখ শু'আইব আল-আরনাউত তার মুসনাদের তাহকীকে এ হাদীসের সনদকে হাসান লি-গাইরিহি বলেছেন। আর আব্দুল কাদের আরনাউত ইবন তাইমিয়ার ‘আল-কালেমুত তাইয়েব’ গ্রন্থের নং ৭৮, এর তাহকীক বলেন, এটি তার শাওয়াহেদ বা সমার্থবোধক হাদীসের দ্বারা সহীহ লি-গাইরিহি প্রমাণিত হয়। আর আলবানী তার সহীহল কালেমিত তাইয়েব এর ৬২ নং এ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া ইমাম মুসলিম ইবন উমর থেকে অনুরূপ হাদীস উন্নত করেছেন, তবে সেখানে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। ১/৮২০, নং ৬০১।

أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ [أَنْتَ الْمُقْدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ]
[أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ].

(আঞ্চা-হস্মা লাকাল হামদু আনতা নুরুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদি
ওয়ামান ফীহিনা ওয়া লাকাল হামদু। আনতা কায়িনুস্ সামা-ওয়া-তি
ওয়াল আরদি ওয়ামান ফীহিনা, [ওয়া লাকাল হামদু আনতা রবরুস
সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদি ওয়ামান ফীহিনা], [ওয়া লাকাল হামদু,
লাকা মূলকুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদি ওয়ামান ফীহিনা],
[ওয়ালাকাল হামদু, আনতা মালিকুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদি], [ওয়া
লাকাল হামদু] [আনতাল হাকু, ওয়া ওয়া'দুকাল হাকু, ওয়া কাওলুকাল
হাকু, ওয়া লিক্বা-উকাল হাকু, ওয়াল জান্নাতু হাকুন, ওয়ান না-রু হাকুন,
ওয়ান নাবিয়ুনা হাকুন, ওয়া মুহাম্মাদুন হাকুন, ওয়াস্সা'আতু হাকুন]।
[আঞ্চা-হস্মা লাকা আসলামতু, ওয়া আলাইকা তাওয়াকালতু ওয়াবিকা
আ-মানতু, ওয়া ইলাইকা আনাবতু, ওয়া বিকা খা-সাম্ভু, ওয়া ইলাইকা
হা-কামতু, ফাগফির লী মা কাদামতু, ওয়ামা আখখারতু, ওয়ামা
আসরারতু, ওয়ামা আ'লানতু], [আনতাল মুকাদ্দিম ওয়া আতাল
মুআখখিরতু, লা ইলা-হা ইঞ্জা আনতা] [আনতা ইলা-হী, লা ইলা-হা ইঞ্জা
আন্তা])।

৩২-^(৬) “হে আল্লাহ! আপনার জন্যই সকল হামদ-প্রশংসা^{৫৫}; আসমানসমূহ, যমীন ও এ-দুটির মাঝে যা কিছু আছে আপনিই এগুলোর নূর (আলো)। আর আপনার জন্যই সব প্রশংসা; আসমানসমূহ, যমীন ও এ-দুটির মাঝে যা আছে আপনিই এসবের রক্ষণবেক্ষণকারী-পরিচালক। আর আপনার জন্যই সকল প্রশংসা; আসমানসমূহ, যমীন ও এ-দুটির মাঝে যা কিছু আছে আপনিই এসবের রক্ষ। আর আপনার জন্যই সব প্রশংসা; আসমানসমূহ, যমীন ও এ দু'টির মাঝে যা আছে তার সার্বভৌমত্ব আপনারই। আর আপনার জন্যই সকল প্রশংসা; আসমানসমূহ ও যমীনের রাজা আপনিই। আর আপনার জন্যই সকল প্রশংসা; আপনিই হক, আপনার ওয়াদা হক (বাস্তব ও সঠিক), আপনার বাণী হক, আপনার সাক্ষাৎ লাভ হক, জান্নাত হক, জাহানাম হক, নবীগণ হক, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হক এবং কিয়ামত হক। হে আল্লাহ! আপনার কাছেই আত্মসমর্পণ করি, আপনার উপরই ভরসা করি, আপনার উপরই ঈমান আনি, আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি, আপনার সাহায্যেই বা আপনার জন্যই শক্তির সাথে বিবাদে লিপ্ত হই, আর আপনার কাছেই বিচার পেশ করি; অতএব ক্ষমা করে দিন আমার গুনাহসমূহ— যা পূর্বে করেছি, যা পরে করেছি, যা আমি গোপন করেছি আর যা প্রকাশ্যে করেছি। আপনিই (কাউকে) করেন অগ্রগামী, আর আপনিই (কাউকে) করেন পশ্চাদগামী, আপনি ব্যতীত আর কোনো

^{৫৫} রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দো'আটি রাতে উঠে তাহাজ্জুদের সালাত পড়ার সময় বলতেন।

হক ইলাহ নেই। আপনিই আমার ইলাহ। আপনি ব্যতীত আর কোনো
হক ইলাহ নেই।”^{৫৬}

১৭. রূকুর দো'আ

..-৩৩ **۱) سُبْحَانَ رَبِّ الْعَظِيمِ**

(সুবহা-না রবিয়াল 'আযীম)।

৩৩-^(১) “আমার মহান রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি”
(তিনবার) ^{৫৭}

..-৩৪ **۲) سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ مُحَمَّدٍكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي**

(সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা রববানা ওয়াবিহামদিকা, আল্লা-হুম্মাগফির লী)।

৩৪-^(২) “হে আল্লাহ! আমাদের রবব! আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা
করছি আপনার প্রশংসাসহ। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে মাফ করে
দিন।”^{৫৮}

⁵⁶ বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ৩/৩, ১১/১১৬, ১৩/৩৭১, ৪২৩, ৪৬৫, নং
১১২০, ৬৩১৭, ৭৩৮৫, ৭৪৪২, ৭৪৯৯; ও মুসলিম সংক্ষিপ্তাকারে ১/৫৩২,
নং ৭৬৯।

⁵⁷ সুনানের গ্রন্থাকারগণ ও আহমাদ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। আবু দাউদ, নং
৮৭০; তিরমিয়ী, নং ২৬২; নাসাই, নং ১০০৭; ইবন মাজাহ, নং ৮৯৭;
আহমাদ, নং ৩৫১৪। আরও দেখুন, সহীহত তিরমিয়ী, ১/৮৩।

٣٥- (٣) ﴿سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحٌ﴾.

(“সুবুহন কুদুসুন রবুল মালা- ইকাতি ওয়াররহ)।

৩৫-^(৩) “(তিনি/আপনি) সম্পূর্ণরূপে দোষ-ক্রটিমুক্ত, অত্যন্ত পবিত্র ও মহিমাপ্রিয়; ফেরেশতাগণ ও রূহ এর রক্ষ।”^{৫৯}

৩৬- (٤) ﴿اللَّهُمَّ لَكَ رَكِعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، حَشَّعَ لَكَ سَمْعِي، وَبَصَّرِي، وَفُخْنِي، وَعَظِّي، وَعَصِّي، وَمَا اسْتَقْلَلْتُ بِهِ قَدْمِي﴾।

(আল্লা-হুম্মা লাকা রাকা'তু, ওয়াবিকা আ-মানতু ওয়া লাকা আস্লামতু, খাশা'আ লাকা সাম'ঙ্গ ওয়া বাসারী ওয়া মুখ্যী ওয়া 'আয়মী ওয়া 'আসাবী [ওয়ামাস্তাকাল্লাত বিহি কাদামী])।

৩৬-^(৪) “হে আল্লাহ! আমি আপনার জন্যেই রক্তু করেছি, আপনার উপরই স্বীকৃত এনেছি এবং আপনার কাছেই আত্মসমর্পণ করেছি। আমার কান, আমার চোখ, আমার মস্তিষ্ক, আমার হাড়, আমার পেশী, সবই আপনার জন্য বিনয়াবন্ত। [আর যা আমার পা বহন করে দাঁড়িয়ে আছে (আমার সমগ্র স্বত্ত্ব) তাও (আপনার জন্য বিনয়াবন্ত)]”^{৬০}।

⁵⁸ বুখারী ১/৯৯, নং ৭৯৮; মুসলিম ১/৩৫০, নং ৪৮৪।

⁵⁹ মুসলিম ১/৩৫৩, নং ৮৭৪; আবু দাউদ ১/২৩০, নং ৮৭২।

⁶⁰ মুসলিম ১/৫৩৪, নং ৭৭১; তাছাড়া চার সুনান গ্রন্থকারগণের মধ্যে ইবন মাজাহ ব্যতীত সবাই তা উদ্ধৃত করেছেন। আবু দাউদ, নং ৭৬০, ৭৬১;

﴿سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ، وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَةِ﴾^{৫০)} ৩৭

(সুবহা-নাযিল জাবারাতি ওয়াল মালাকুতি ওয়াল কিবরিয়া'ই ওয়াল 'আয়ামাতি) ।

৩৭-^(৫) “পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি সেই সত্ত্বার, যিনি প্রবল প্রতাপ, বিশাল সাম্রাজ্য, বিরাট গৌরব-গরিমা এবং অতুলনীয় মহত্বের অধিকারী”^{৫১} ।

১৮. রক্তু থেকে উঠার দো'আ

﴿سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ﴾^(৫) ৩৮

(সামি'আল্লাহ-হ লিমান হামিদাহ) ।

৩৮-^(৫) “যে আল্লাহর হামদ-প্রশংসা করে, আল্লাহ তার প্রশংসা শুনুন (কৰুল করুন)।”^{৫২}

তিরমিয়ী, নং ৩৪২১; নাসাই, নং ১০৪৯; তবে দুই ব্রাকেটের অংশ ইবন খুয়াইমার শব্দ, নং ৬০৭; ইবন হিবান, নং ১৯০১।

^{৫১} আবু দাউদ ১/২৩০, নং ৮৭৩; নাসাই, নং ১১৩১; আহমাদ, নং ১৩৯৮০।
আর তার সনদ হাসান।

^{৫২} বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ২/২৮২, নং ৭৯৬।

﴿رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ﴾^(১) - ৩৯

(রবৰানা ওয়া লাকাল হামদু, হামদান কাছীরান তায়িবান মুবা-রাকান ফীহি)

৩৯-^(২) “হে আমাদের রব! আর আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা; অটেল, পবিত্র ও বরকত-রয়েছে-এমন প্রশংসা।”^{৬৩}

৪০-^(৩) ﴿مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. أَهَلَّ الشَّنَاءُ وَالْمَجْدُ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ. اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَلِّ مِنْكَ الْجَلِّ﴾.

(মিল'আস সামা-ওয়া-তি ওয়া মিল'আল আরদি ওয়ামা বাইনাহ্মা, ও মিল'আ মা শি'তা মিন শাহীয়িন বাদু, আহলাস সানা-য়ি ওয়াল মাজদি, আহাকু মা ক্রালাল 'আবদু, ওয়া কুল্লুনা লাকা 'আবদুন, আল্লা-হুম্মা লা মানি'আ লিমা আ'ত্তাইতা, ওয়ালা মু'তিয়া লিমা মানা'তা, ওয়ালা ইয়ানফা'য়ু যাল-জাদি মিনকাল জাদু)।

৪০-^(৩) “আপনার প্রশংসা করছি) আসমানসমূহ পূর্ণ করে, যমীন পূর্ণ করে ও যা এ দুটির মাঝে রয়েছে (তাও পূর্ণ করে), আর এর পরে যা পূর্ণ করা আপনার ইচ্ছা তা পূর্ণ করে। হে প্রশংসা ও সম্মান-মর্যাদার যোগ্য সত্ত্বা! বান্দা সবচেয়ে যে সঠিক কথাটি বলেছে তা হচ্ছে—আর আমরা সবাই আপনার বান্দা— হে আল্লাহ, আপনি যা প্রদান করেছেন

⁶³ বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ২/২৮৪, নং ৭৯৬।

তা বন্ধ করার কেউ নেই, আর আপনি যা রূঢ় করেছেন তা প্রদান করার কেউ নেই। আর কোনো ক্ষমতা-প্রতিপত্তির অধিকারীর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আপনার কাছে কোনো কাজে লাগবে না।”^{৬৪}

১৯. সিজদার দো'আ

(۱) ﴿سُبْحَانَ رَبِّ الْأَعْمَالِ﴾-۴۱

(সুবহা-না রবিয়াল আ'লা)

৪১-^(۱) “আমার রবের পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করছি, যিনি সবার উপরে।” (তিনবার) ^{৬৫}

(۲) ﴿سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّنَا وَرَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي﴾-۴۲

(সুবহা-নাকাল্লা-হস্মা রববানা ওয়া বিহামদিকা আল্লা-হস্মাগফির লী)।

৪২-^(۲) “হে আল্লাহ! আমাদের রবব! আপনার প্রশংসাসহ আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে মাফ করে দিন।”^{৬৬}

⁶⁴ মুসলিম, ১/৩৪৬; নং ৪৭৭।

⁶⁵ হাদীসটি সুনানগ্রন্থকারগণ ও ইমাম আহমাদ সংকলন করেছেন। আবু দাউদ, হাদীস নং ৮৭০; তিরমিয়ী, হাদীস নং ২৬২; নাসাই, হাদীস নং ১০০৭; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৮৯৭; আহমাদ, হাদীস নং ৩৫১৪। আরও দেখুন, সহীহত তিরমিয়ী, ১/৮৩।

٤٣- (٢) ﴿سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحٌ﴾.

(সুবুহন কুদুসুন রবুল মালা-ইকাতি ওয়াররহ)।

৪৩- (৩) “(তিনি/আপনি) সম্পূর্ণরূপে দোষ-ক্রটিমুক্ত, অত্যন্ত পবিত্র ও মহিমাপূর্ণ; ফেরেশতাগণ ও রহ এর রক্ষ।”^{৬৭}

٤٤- (٤) ﴿اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ أَمْتَثُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي
لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ
الْخَالِقِينَ﴾.

(আল্লা-হস্মা লাকা সাজাদতু ওয়াবিকা আ-মানতু ওয়া লাকা আসলামতু।
সাজাদা ওয়াজহিয়া লিল্লায়ী খালাকাহ ওয়া সাওয়ারাহ ওয়া শাকা
সাম'আহ ওয়া বাসারাহ, তাবারাকাল্লাহ আহসানুল খালিকীন)।

৪৪- (৪) “হে আল্লাহ! আমি আপনার জন্যই সিজদা করেছি, আপনার
উপরই ঈমান এনেছি, আপনার কাছেই নিজেকে সঁপে দিয়েছি। আমার
মুখমণ্ডল সিজদায় অবনত সেই মহান সত্ত্বার জন্য; যিনি একে সৃষ্টি

^{৬৬} বুখারী, নং ৭৯৪; মুসলিম, নং ৪৮৪; পূর্বে ৩৪ নং তা গত হয়েছে।

^{৬৭} মুসলিম ১/৩৫৩, নং ৪৮৭; আবু দাউদ, নং ৮৭২। পূর্বে ৩৫ নং এ গত
হয়েছে।

করেছেন এবং আকৃতি দিয়েছেন, আর তার কান ও চোখ বিদীর্ণ করেছেন। সর্বোত্তম স্বষ্টা আল্লাহ্ অত্যন্ত বরকতময়।”^{৬৮}

﴿سُبْحَانَ رَبِّ الْجَبَرُوتِ، وَالْمُلْكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَةِ﴾^(৫)-৪৫

(সুবহা-নাযিল জাবারুতি, ওয়াল মালাকুতি, ওয়াল কিবরিয়া-ই ওয়াল আযামাতি)।

৪৫-^(৫) “পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি সেই সন্তার, যিনি প্রবল প্রতাপ, বিশাল সাম্রাজ্য, বিরাট গৌরব-গরিমা এবং অতুলনীয় মহত্ত্বের অধিকারী।”^{৬৯}

﴿اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ: دِقَهُ وَجِلَهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَّتَهُ وَسِرَّهُ ۝﴾^(৬)-৪৬

(আল্লা-হৃস্মাগফির লী যাস্বী কুল্লাহ্ দিক্কাহ ওয়া জিল্লাহ্, ওয়া আউয়ালাহ্ ওয়া ‘আখিরাহ্, ওয়া ‘আলানিয়াতাহ্ ওয়া সিররাহ্)।

৪৬-^(৬) “হে আল্লাহ! আমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিন— তার ক্ষুদ্র অংশ, তার বড় অংশ, আগের গুনাহ, পরের গুনাহ, প্রকাশ্য ও গোপন গুনাহ।”^{৭০}

⁶⁸ মুসলিম ১/৫৩৪, নং ৭৭১ ও অন্যান্যগণ।

⁶⁹ আবু দাউদ ১/২৩০, নং ৮৭৩; নাসাই, নং ১১৩১; আহমাদ, নং ২৩৯৮০। আর শাইখ আলবানী একে সহীহ আবু দাউদে ১/১৬৬ সহীহ বলেছেন। যার তাখরীজ ৩৭ নং এ চলে গেছে।

٤٧- (٤) ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرَضَاكَ مِنْ سَخْطِكَ، وَمُعَافَاكَ مِنْ عُقوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُخِصِّي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَتَتْ كَمَا أَتَنِيَتْ عَلَى نَفْسِكَ﴾.

(আল্লা-হুম্মা ইংলী আউযুবিরিদ্বা-কা মিন সাখাত্তিকা, ওয়া বিমু'আ-ফা-তিকা মিন 'উকুবাতিকা, ওয়া আউযু বিকা মিনকা, লা উহ্সী সানা-আন আলাইকা, আনতা কামা আসনাইতা 'আলা নাফসিকা)।

৪৭-^(৭) “হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে অসন্তুষ্টি থেকে, আর আপনার নিরাপত্তার মাধ্যমে আপনার শাস্তি থেকে আশ্রয় চাই। আর আমি আপনার নিকটে আপনার (পাকড়াও) থেকে আশ্রয় চাই। আমি আপনার প্রশংসা গুনতে সক্ষম নই; আপনি সেরুপই, যেরুপ প্রশংসা আপনি নিজের জন্য করেছেন”।^{৭১}

২০. দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকের দো'আ

٤٨- (٥) ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي﴾.

(রবিগফির লী, রবিগফির লী)

⁷⁰ মুসলিম ১/২৩০, নং ৪৮৩।

⁷¹ মুসলিম ১/৩৫২, নং ৪৮৬।

৪৮-^(১) হে আমার রব! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। হে আমার রব! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।^{৭২}

৪৯-^(২) ﴿اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَاجْبُرْنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي، وَارْفَعْنِي﴾.

(আল্লাহ-হুম্মাগফির লী, ওয়ারহামনী, ওয়াহদিনী, ওয়াজুরনী,
ওয়া'আফিনি, ওয়ারযুক্তনী, ওয়ারফানী)

৪৯-^(২) “হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন, আমার সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে দিন, আমাকে নিরাপত্তা দান করুন, আমাকে রিযিক দান করুন এবং আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করুন”^{৭৩}।

২১. সিজদার আয়াত তেলাওয়াতের পর সিজদায় দো'আ

৫০-^(১) ﴿سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾.

⁷² আবু দাউদ ১/২৩১, নং ৮৭৪; ইবন মাজাহ নং ৮৯৭। আরও দেখুন, সহীহ ইবন মাজাহ, ১/১৪৮।

⁷³ হাদীসটি নাসাই ব্যতীত সুনান গ্রন্থগুলির সবাই সংকলন করেছেন। আবু দাউদ, ১/২৩১, নং ৮৫০; তিরমিয়ী, নং ২৮৪, ২৮৫; ইবন মাজাহ, নং ৮৯৮। আরও দেখুন, সহীহ তিরমিয়ী, ১/৯০; সহীহ ইবন মাজাহ ১/১৪৮।

(সাজাদা ওয়াজহিয়া লিল্লায়ী খালাকাহ, ওয়া শাকা সাম'আহ ওয়া বাসারাহ, বিহাওলিহি ওয়া কুওয়াতিহি, ফাতবারাকাল্লা-হ আহসানুল খা-লিক্বীন)।

৫০-^(১) “আমার মুখমণ্ডল সিজদা করেছে সে সত্তার জন্য, যিনি একে সৃষ্টি করেছেন, আর নিজ শক্তি ও ক্ষমতাবলে এর কান ও চোখ বিদীর্ণ করেছেন। সুতরাং সর্বোন্ম স্বষ্টি আল্লাহ্ অত্যন্ত বরকতময়।”^{৭৪}

اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضُعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقْبَلْهَا مِنِّي كَمَا تَقْبَلَتْهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاؤُدَ^(২) ।

(আল্লা-হস্মান্তুর লী বিহা ‘ইন্দাকা আজরান, ওয়াদা’ ‘আল্লী বিহা উইয়রান, ওয়াজ ‘আলহা লী ‘ইন্দাকা মুখরান, ওয়া তাকাববালহা মিন্নী কামা তাকাববালতাহা মিন আবদিকা দাউদ)।

৫১-^(২) “হে আল্লাহ! এই সিজদার বদৌলতে আপনার নিকট আমার জন্য প্রতিদান লিখে রাখুন, এর দ্বারা আমার পাপসমূহ ফেলে দিন, এটাকে আপনার কাছে আমার জন্য সঞ্চয় হিসেবে জমা রাখুন, আর একে

⁷⁴ তিরমিয়ী, ২/৪৭৪, নং ৩৪২৫; আহমাদ ৬/৩০; নং ২৪০২২; হাকিম ও সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী সেটা সমর্থন করেছেন, ১/২২০; আর বাড়তি অংশটুকু তাঁরই। আয়াতটুকু সূরা আল-মুমিনুন এর ১৪ নং আয়াত।

আমার থেকে কবুল করুন যেমন কবুল করেছেন আপনার বান্দা দাউদ (আলাইহিস সালাম) এর থেকে”।^{৭৫}

২২. তাশাহত্তদ

৫৬- **الْتَّحْيَاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَواتُ وَالظَّيْبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ. أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.**

(আভাইয়া-তু লিল্লা-হি ওয়াস্সালাওয়া-তু ওয়াভাইয়িবা-তু আস্সালা-মু ‘আলাইকা আইয়ুহান নাবিয়ু ওয়া রাহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ। আস্সালা-মু ‘আলাইনা ওয়া ‘আলা ‘ইবাদিল্লা-হিস সা-লেহীন। আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদান ‘আবুহু ওয়া রাসূলুহু)।

৫২- “যাবতীয় অভিবাদন আল্লাহর জন্য, অনুরূপভাবে সকল সালাত ও পবিত্র কাজও। হে নবী! আপনার উপর বর্ষিত হোক সালাম, আল্লাহর রহমত ও বরকতসমূহ। আমাদের উপর এবং আল্লাহর সৎ বান্দাদের উপরও বর্ষিত হোক সালাম। আমি সাক্ষ দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া

⁷⁵ তিরমিয়ী ২/৪৭৩, নং ৫৭৯; হাকেম ও সহীহ বলেছেন, আর ইমাম যাহাবী সমর্থন করেছেন, ১/২১৯।

কোনো হক ইলাহ নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ
(সান্নাত্তাহ আলাইহি ওয়াসান্নাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল”।^{৭৬}

২৩. তাশাহুদের পর নবী সান্নাত্তাহ আলাইহি ওয়াসান্নামের উপর সালাত (দরুন্দ) পাঠ

۵۳- (۱) ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ حَمِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ حَمِيدٌ﴾.

(আল্লাহ-হস্মা সান্নি ‘আলা মুহাম্মাদিউওয়া ‘আলা আ-লি মুহাম্মাদিন কামা সান্নাইতা ‘আলা ইবরাহীমা ওয়া ‘আলা আ-লি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহ-হস্মা বারিক ‘আলা মুহাম্মাদিউওয়া ‘আলা আলি মুহাম্মাদিন, কামা বা-রাকতা ‘আলা ইব্রাহীমা ওয়া ‘আলা আ-লি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ম মাজীদ)।

৫৩- (۱) “হে আল্লাহ! আপনি (আপনার নিকটস্থ উচ্চসভায়) মুহাম্মাদকে সম্মানের সাথে স্মরণ করুন এবং তাঁর পরিবার-পরিজনকে, যেমন আপনি সম্মানের সাথে স্মরণ করেছেন ইবরাহীমকে ও তাঁর পরিবার-পরিজনদেরকে। নিশ্চয় আপনি অত্যন্ত প্রশংসিত ও মহামহিমাপ্রিত। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবার পরিজনের উপর বরকত

⁷⁶ বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ১১/১৩, নং ৮৩১; মুসলিম ১/৩০১, নং ৪০২।

নায়িল করুন যেমন আপনি বরকত নায়িল করেছিলেন ইবরাহীম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর। নিশ্চয় আপনি অত্যন্ত প্রশংসিত ও মহামহিমাপ্রিত”।^{৭৭}

٥٤- (١) **اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ حَمِيدٌ.**

(আল্লা-হুম্মা সান্নি ‘আলা মুহাম্মাদিউওয়া ‘আলা আযওয়াজিহি ওয়া যুররিয়াতিহি কামা সান্নাইতা ‘আলা আলি ইবরাহীমা, ওয়া বারিক ‘আলা মুহাম্মাদিউওয়া ‘আলা আযওয়াজিহি ওয়া যুররিয়াতিহি কামা বা-রাক্তা ‘আলা আ-লি ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ)।

৫৪-(২) “হে আল্লাহ! আপনি (আপনার নিকটস্থ উচ্চসভায়) মুহাম্মাদকে সম্মানের সাথে স্মরণ করুন এবং তাঁর স্ত্রীগণ ও তাঁর বংশধরকেও, যেমন আপনি সম্মানের সাথে স্মরণ করেছেন ইবরাহীমের পরিবার-পরিজনকে। আর আপনি মুহাম্মাদ এবং তাঁর স্ত্রীগণ ও তাঁর বংশধরের উপর বরকত নায়িল করুন যেমন আপনি বরকত নায়িল করেছিলেন

⁷⁷ বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ৬/৮০৮, নং ৩৩৭০; মুসলিম, নং ৪০৬।

ইবরাহীমের পরিবার- পরিজনের উপর। নিচয় আপনি অত্যন্ত প্রশংসিত ও মহামহিমাপ্রিত”।⁷⁸

২৪. সালামের আগে শেষ তাশাহুদের পরের দোামা

۵۵- (۱) ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبِيرِ، وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمُحْيَا وَالْمُمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ﴾.

(আল্লাহ-হস্তা ইন্নী আ’উয়ু বিকা মিন ‘আয়া-বিল কাবরি ওয়া মিন ‘আয়া-বি জাহানামা, ওয়া মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামা-তি, ওয়া মিন শাররি ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জা-ল)।

৫৫-(۲) “হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি কবরের আয়াব থেকে, জাহানামের আয়াব থেকে, জীবন-মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের ফিতনার অনিষ্টতা থেকে”।⁷⁹

۵۶- (۲) ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبِيرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمُحْيَا وَالْمُمَاتِ. اللَّهُمَّ إِنِّي

⁷⁸ বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ৬/৮০৭, নং ৩৩৬৯; মুসলিম ১/৩০৬, নং ৪০৭। আর শব্দটি মুসলিমের।

⁷⁹ বুখারী ২/১০২, নং ১৩৭৭; মুসলিম ১/৮১২, নং ৫৮৮। আর শব্দ মুসলিমের।

أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرِمِ ॥

(আল্লাহ-হস্মা ইন্নী আ'উয়ু বিকা মিন আয়া-বিল ক্রাবরি, ওয়া আ'উয়ু বিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জা-লি, ওয়া আ'উয়ু বিকা মিন ফিতনাতিল মাহহিয়া ওয়াল মামা-ত, আল্লাহ-হস্মা ইন্নী আ'উয়ু বিকা মিনাল মাছামি ওয়াল মাগরামি)।

৫৬-^(২) “হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই করেরে আয়াব থেকে, আশ্রয় চাই মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে এবং আশ্রয় চাই জীবন-মৃত্যুর ফিতনা থেকে। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই পাপাচার ও খণ্ডের বোৰা থেকে”।^{৮০}

৫৭-^(৩) ﴿اللَّهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمَتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبُ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَأَرْجُمِنِيْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ﴾.

(আল্লাহ-হস্মা ইন্নী যলামতু নাফসী যুলমান কাসীরা। ওয়ালা ইয়াগফিরুয় যুনুবা ইন্না আনতা। ফাগফির লী মাগফিরাতাম মিন 'ইনদিকা ওয়ারহামনী ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহীম)।

৫৭-^(৩) “হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর অনেক যুলুম করেছি। আর আপনি ছাড়া গুনাহসমূহ কেউই ক্ষমা করতে পারে না। অতএব

^{৮০} বুখারী ১/২০২, নং ৮৩২; মুসলিম ১/৪১২, নং ৫৮৭।

আমাকে আপনার পক্ষ থেকে বিশেষ ক্ষমা দ্বারা মাফ করে দিন, আর আমার প্রতি দয়া করুন; আপনিই তো ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু”।^{৮১}

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي. أَنْتَ الْمُقْدِمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لِإِلَهٌ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ॥^(৪)

(আল্লাহ-হুম্মাগফিরলী মা কাদামতু ওয়া মা আখ্খারতু ওয়া মা আসরারতু ওয়া মা আলান্ত ওয়া মা আসরাফতু ওয়া মা আনতা আললামু বিহী মিন্নী। আনতাল মুকাদ্দিমু ওয়া আনতাল মুআখথিরু লা ইলাহা ইল্লাহ আনতা।)

৫৮-^(৮) “হে আল্লাহ! ক্ষমা করে দিন আমার গুনাহসমূহ— যা পূর্বে করেছি, যা পরে করেছি, যা আমি গোপন করেছি, যা প্রকাশ্যে করেছি, যা সীমালজ্যন করে করেছি, আর যা আপনি আমার চেয়ে বেশি জানেন। আপনিই (কাউকে) করেন অগ্রগামী, আর আপনিই (কাউকে) করেন পশ্চাদগামী, আপনি ব্যতীত আর কোনো হক ইলাহ নেই।”^{৮২}

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذُكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ॥^(৫)

(আল্লাহ-হুম্মা আইন্নী আলা যিকরিকা ও শুকরিকা ওয়াহসনি ইবাদাতিকা।)

⁸¹ বুখারী ৮/১৬৮, নং ৮৩৪; মুসলিম ৪/২০৭৮, নং ২৭০৫।

⁸² মুসলিম ১/৫৩৪, নং ৭৭১।

৫৯-^(৫) “হে আল্লাহ! আপনার যিকর করতে, আপনার শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে এবং সুন্দরভাবে আপনার ইবাদত করতে আমাকে সাহায্য করোন”।^{৮৩}

৬০-^(৬) ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُنُبِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَرْدَدَ إِلَيْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقُبْرِ﴾.

(আল্লা-হস্মা ইন্নী আ‘উয়ু বিকা মিনাল বুখলি, ওয়া ‘আউয়ু বিকা মিনাল জুবনি, ওয়া আ‘উয়ু বিকা মিন আন উরান্দা ইলা আরযালিল ‘উমুরি, ওয়া আ‘উয়ু বিকা মিন্ফিতনাতিদ দুনইয়া ও আয়া-বিল ক্বাবরি)।

৬০-^(৬) “হে আল্লাহ ! আমি আপনার আশ্রয় চাই কৃপণতা থেকে, আপনার আশ্রয় চাই কাপুরুষতা থেকে, আপনার আশ্রয় চাই চরম বাধকে উপনীত হওয়া থেকে, আর আপনার আশ্রয় চাই দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আয়াব থেকে।”^{৮৪}

৬১-^(৭) ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ﴾.

(আল্লা-হস্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা ওয়া আ‘উয়ু বিকা মিনান্নার)।

⁸³ আবু দাউদ ২/৮৬, নং ১৫২২; নাসাই ৩/৫৩, নং ২৩০২। আর শাইখ আলবানী সহীহ আবি দাউদ ১/২৮৪ এটাকে সহীহ বলেছেন।

⁸⁴ বুখারি, (ফাতহুল বারীসহ) ৬/৩৫, নং ২৮২২ ও নং ৬৩৯০।

৬১-(৭) “হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে জান্নাত চাই এবং জাহান্নাম থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই”।^{৮৫}

৬২ (۸) ﴿اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْبَبْتِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ حَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاءَ حَيْرًا لِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، وَأَسْأَلُكَ الْقُصْدَ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ، وَأَسْأَلُكَ نَعِيْمًا لَا يَنْفَدُ، وَأَسْأَلُكَ قُرْةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضا بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءٍ مُضَرَّةٍ، وَلَا فِتْنَةٍ مُضْلِلَةٍ، اللَّهُمَّ رَبِّنَا بِزِينَةِ إِلِيمَانٍ، وَاجْعَلْنَا هُدَاً مُهَتَّدِينَ﴾.

(আল্লা-হুম্মা বিইলমিকাল গাইবি ওয়া কুদরাতিকা 'আলাল খালকি আহরিনী মা আলিম্তাল হায়া-তা খাইরাল লী ওয়া তাওয়াফ্ফানী ইয়া আলিম্তাল ওয়াফা-তা খাইরাল লী। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাশইয়াতাকা ফিল গাইবি ওয়াশ-শাহাদাতি ওয়া আসআলুকা কালিমাতাল হাককি ফির-রিদা ওয়াল-গাদাবি। ওয়া আসআলুকা কাসদা ফিল গিনা ওয়াল ফাকরি, ওয়া আসআলুকা না-স্টেমান লা ইয়ানফাদু, ওয়া আসআলুকা কুররতা আইনিন লা তানকাতি-উ, ওয়া আসআলুকা-রিদা

^{৮৫} আবু দাউদ, নং ৭৯২; ইবন মাজাহ নং ৯১০। আরও দেখুন, সহীহ ইবন মাজাহ, ২/৩২৮।

বাদাল কাদায়ে, ওয়া আসআলুকা বারদাল 'আইশি বাদাল মাওতি, ওয়া আসআলুকা লায়াতান-নায়ারি ইলা ওয়াজহিকা, ওয়াশ-শাওকা ইলা লিক্ষাইকা, ফী গাইরি দাররাআ মুদিররাতিন ওয়ালা ফিতনাতিম মুদিল্লাহ! আল্লা-হুম্মা যাইইন্না বিযীনাতিল ঈমানি ওয়াজ-আলনা হুদাতাম মুহতাদীন)।

৬২-^(৮) “হে আল্লাহ! আপনার গায়েবী জ্ঞান এবং সকল সৃষ্টির উপর আপনার সার্বভৌম ক্ষমতার অসিলায় (চাই), আমাকে আপনি জীবিত রাখুন সে-সময় পর্যন্ত, যে সময় পর্যন্ত জীবিত থাকা আপনার জ্ঞানে আমার জন্য কল্যাণকর; আর আমাকে মৃত্যু দিন যখন আপনি জানেন যে, মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট চাই গোপনে ও প্রকাশ্যে আপনাকে ভয় করা; আপনার নিকট চাই সন্তুষ্টি ও ক্রোধ উভয় অবস্থায় সত্য কথা বলা; আপনার নিকট চাই দারিদ্র্যে ও প্রাচুর্যে ভারসাম্যপূর্ণ (মধ্যম) পন্থা। আপনার নিকট চাই এমন নেতৃত্ব, যা কখনো শেষ হবে না; আপনার নিকট চাই এমন নয়নাভিরাম বস্ত, যা কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না। আর আমি আপনার নিকট চাই (তাকদীরের) ফয়সালার পর সন্তোষ; আমি আপনার নিকট চাই মৃত্যুর পর প্রশান্ত জীবন। আমি আপনার নিকট চাই আপনার চেহারার প্রতি দৃষ্টিপাতের স্বাদ, আপনার নিকট চাই আপনার সাথে সাক্ষাৎ লাভের ব্যাকুলতা; এমন যে, তাতে থাকবে না কোনো ক্ষতিকর কষ্ট কিংবা ভট্কারী ফেতনা। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে ঈমানের সৌন্দর্যে

সৌন্দর্যমণ্ডিত করুন এবং আমাদেরকে হেদায়াত-প্রাপ্ত পথপ্রদর্শক বানান”।^{৮৬}

۶۳- ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَاءَ اللَّهِ بِيَاءَكَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمْدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوَلَّدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوَّاً أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾.

(আল্লা-হুম্মা ইঞ্জী আসআলুকা ইয়া আল্লা-হু বিআল্লাকাল ওয়া-হিদুল আহাদুস্স সমাদুল্লায়ী লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইয়ুলাদ ওয়ালাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ, আন্ তাগফিরালী যুনুবী, ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রহীম)।

৬৩-^(৯) “হে আল্লাহ! আপনিই একক, অদ্বিতীয়, অমুখাপেক্ষী; যিনি জন্ম দেন নি, জন্ম নেনও নি; আর যার সমকক্ষ কেউ নেই। তাই হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে চাই, যেন আপনি আমার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেন; নিশ্চয় আপনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু”।^{৮৭}

۶۴- ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَاءَكَ الْحَمْدُ لِأَلَّهِ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، الْمَنَانُ، يَا بَرِيْعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَمْيَ يَا قَيْوُمٍ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ﴾.

^{৮৬} নাসাই ৩/৫৪, ৫৫, নং ১৩০৮; আহমাদ ৪/৩৬৪, নং ২১৬৬৬। আর শাহীখ আলবানী সহীভুন নাসাই ১/২৮১ তে একে সহীহ বলেছেন।

^{৮৭} নাসাই ৩/৫২, নং ১৩০০; শব্দ তাঁরই, আহমাদ ৪/৩৩৮, নং ১৮৯৭। আর আলবানী সহীভুন নাসাই ১/২৮০ তে একে সহীহ বলেছেন।

(আল্লা-হস্মা ইন্নী আসআলুকা বিআন্না লাকাল হামদু লা ইলা-হা ইন্না
আনতা ওয়াহদাকা লা শারীকা লাকাল মান্না-নু, ইয়া বাদী‘আস্ সামা-
ওয়া-তি ওয়াল-আরদী, ইয়া যালজালা-লি ওয়াল-ইকরা-ম। ইয়া হাইয়ু
ইয়া কাইয়ুমু, ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা ওয়া আ‘উয়ু বিকা মিনান্না-র)।

৬৪-^(১০) “হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে চাই; কারণ, সকল প্রশংসা
আপনার, কেবলমাত্র আপনি ছাড়া আর কোনো হক ইলাহ নেই,
আপনার কোনো শরীক নেই, সীমাহীন অনুগ্রহকারী; হে আসমানসমূহ ও
যমীনের অভিনব স্রষ্টা! হে মহিমাময় ও মহানুভব! হে চিরঞ্জীব, হে
চিরস্থায়ী-সর্বসত্ত্বার ধারক! আমি আপনার কাছে জান্নাত চাই এবং
জাহানাম থেকে আশ্রয় চাই।”^{৮৮}

৬৫-^(১১) ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهُدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
الْأَكْبَرُ الصَّمْدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

(আল্লা-হস্মা ইন্নী আসআলুকা বিআন্না আশহাদু আন্নাকা আনতান্না-হ লা
ইলা-হা ইন্না আনতাল আহাদুস সামাদুজ্জায়ী লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম
ইয়ুলাদ ওয়া লাম ইয়াকুজ্জাহ কুফুওয়ান আহাদ)।

৬৫-^(১১) “হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে চাই। কেননা, আমি সাক্ষ্য
দেই যে, নিশ্চয় আপনিই আল্লাহ, আপনি ছাড়া আর কোনো হক ইলাহ

৮৮ হাদীসটি সুনানঝত্কারগণ সকলে সংকলন করেছেন। আবু দাউদ, নং ১৪৯৫; তিরমিয়ী, নং ৩৫৪৪; ইবন মাজাহ, নং ৩৮৫৮; নাসাই, নং ১২৯৯।
আরও দেখুন, সহীহ ইবন মাজাহ, ২/৩২৯।

নেই; আপনি একক সত্ত্ব, অমুখাপেক্ষী—সকল কিছু আপনার মুখাপেক্ষী, যিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং জন্ম নেনও নি। আর যাঁর সমকক্ষ কেউ নেই”।^{৮৯}

২৫. সালাম ফিরানোর পর যিকরসমূহ

(তিনবার) (۱) ۶۶ **أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ**

(আত্মাগাফিরহুল্লাহ-হ) (তিনবার)

৬৬-^(۱) “আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।”

**اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكَتْ يَا ذَا الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ.**

(আল্লাহ-হুম্মা আনতাস্ সালা-মু ওয়া মিনকাস্ সালা-মু তাবা-রজা ইয়া যালজালা-লি ওয়াল-ইকরা-ম)।

^{৮৯} আবু দাউদ ২/৬২, নং ১৪৯৩; তিরমিয়ী ৫/৫১৫, নং ৩৪৭৫; ইবন মাজাহ, ২/১২৬৭, নং ৩৮৫৭; নাসাই, নং ১৩০০, আর শব্দ তাঁরই; আহমাদ নং ১৮৯৭৪। আর শাহিখ আলবানী সহীহ নাসাই ১/২৮০ তে একে সহীহ বলেছেন। তাছাড়া আরও দেখুন, সহীহ ইবন মাজাহ ২/৩২৯; সহীহ আত-তিরমিয়ী, ৩/১৬৩।

“হে আল্লাহ! আপনি শান্তিময়। আপনার নিকট থেকেই শান্তি বর্ষিত হয়। আপনি বরকতময়, হে মহিমাময় ও সম্মানের অধিকারী!”^{৯০}

٦٧- ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [তিনবার]

اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيٌ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجِنَّةِ مِنْكَ الْجِنَّةُ[॥]

(লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহ লা শারীকা লাহু, লাহুল মূলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হয়া আলা কুঞ্জি শাই'ইন কাদীর। [তিন বার]

আল্লা-হস্মা লা মানি'আ লিমা আ'তাইতা, ওয়ালা মু'তিয়া লিমা মানা'তা, ওয়ালা ইয়ানফা'ট যালজাদি মিনকাল জাদু)।

৬৭-^(২) “একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর, আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।” (তিনবার)

হে আল্লাহ, আপনি যা প্রদান করেছেন তা বক্ষ করার কেউ নেই, আর আপনি যা রূঢ় করেছেন তা প্রদান করার কেউ নেই। আর কোনো

^{৯০} মুসলিম ১/৪১৪, নং ৫৯১।

ক্ষমতা-প্রতিপত্তির অধিকারীর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি আপনার কাছে কোনো উপকারে আসবে না।”^{৯১}

٦٨- ﴿٦٨ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةٍ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ التَّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الشَّفَاعَةُ الْحَسْنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهُ الْكَافِرُونَ﴾.

(লা ইলা-হা ইন্নাল্লাহ ওয়াস্তাহ লা শারীকা লাহ, লাহল মুলকু ওয়া লাহল হামদু, ওয়া হয়া ‘আলা কুণ্ডি শাই’ইন কাদীর, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইন্না বিন্নাহি, লা ইলাহা ইন্নাল্লাহ, ওয়ালা না’বুদু ইন্না ইয়াহ, লাহন নি’মাতু ওয়া লাহল ফাদলু, ওয়া লাহসানাউল হাসান, লা ইলাহা ইন্নাল্লাহ মুখলিসীনা লাহদ-দীন ওয়া লাও কারিহাল কাফিরন)।

৬৮-^(৩) “একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর, আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার) কোনো উপায় এবং (সংকাজ করার) কোনো শক্তি নেই। আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই, আমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করি, নেয়ামতসমূহ তাঁরই, যাবতীয় অনুগ্রহও তাঁর এবং উত্তম প্রশংসা তাঁরই।

^{৯১} বুখারী ১/২২৫, নং ৮৪৪; মুসলিম ১/৪১৪, নং ৫৯৩। আর দু ব্রাকেটের মাঝের অংশ বুখারীতে বর্ধিত এসেছে, নং ৬৪৭৩।

আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই, আমরা তাঁর দেয়া দ্বানকে একনিষ্ঠভাবে মান্য করি, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে”।^{৯২}

﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ﴾ (৩৩ বার) - ৭১

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

(সুবহা-নাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লা-হ আকবার) (৩৩বার)

(লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহ্যা 'আলা' কুল্লি শাই'ইন কাদীর)।

৬৯-^(৮) “আল্লাহ কতই না পবিত্র-মহান। সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ সবচেয়ে বড়।” (৩৩ বার)

“একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, সকল প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।”^{৯৩}

৭০-^(৯) প্রত্যেক সালাতের পর একবার, সূরা ইখলাস, সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস:

⁹² মুসলিম ১/৪১৫, নং ৫৯৪।

⁹³ মুসলিম, ১/৪১৮, নং ৫৯৭; আর তাতে রয়েছে, যে ব্যক্তি প্রতি নামাযের পরে সেটা বলবে, তার পাপরাশি ক্ষমা করে দেওয়া হয়, যদিও তা সমুদ্রের ফেনারাশির মত হয়।

٧٠- (٥) **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۖ اللَّهُ الصَّمَدُ ۖ لَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ۖ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۖ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيكٌ ۖ ۝**

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম (কুল হওয়াল্লাহ আহাদ। আল্লাহস্সামাদ। লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ। ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ),

রহমান, রহীম আল্লাহর নামে। “বলুন, তিনি আল্লাহহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহহ হচ্ছেন ‘সামাদ’ (তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী)। তিনি কাউকেও জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নি। আর তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۖ ۝ ۖ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۖ ۝ ۖ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۖ ۝ ۖ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۖ ۝ ۖ وَمِنْ شَرِّ ۝ ۖ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۖ ۝ ۖ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম (কুল আ’উয়ু বিরবিল ফালাক। মিন শাররি মা খালাক। ওয়া মিন শাররি গা-সিদ্বিন ইয়া ওয়াক্বাব। ওয়া মিন শাররিন নাফফা-সা-তি ফিল ‘উক্বাদ। ওয়া মিন শাররি হা-সিদ্বিন ইয়া হাসাদ),

রহমান, রহীম আল্লাহর নামে। “বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি উষার রবের। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে। ‘আর অনিষ্ট হতে রাতের অন্ধকারের, যখন তা গভীর হয়। আর অনিষ্ট হতে সমস্ত নারীদের, যারা গিরায় ফুঁক দেয়। আর অনিষ্ট হতে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে।”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝
إِلَهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ
النَّاسِ ۝ مِنْ أَجْنَّةٍ وَالنَّاسِ ۝ ۝

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম (কুল ‘আউয়ু বিরাবিন্না-স, মালিকিন্না-সি, ইলা-হিন্নাসি, মিন শাররিল ওয়াসওয়া-সিল খান্না-স, আল্লায় ইউওয়াসউইসু ফী সুদুরিন না-সি, মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্না-স।)

রহমান, রহীম আল্লাহর নামে। “বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের রবের, মানুষের অধিপতির, মানুষের ইলাহের কাছে, আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে; যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জিনের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে।”⁹⁴

⁹⁴ আবু দাউদ ২/৮৬, নং ১৫২৩; তিরমিয়ী, নং ২৯০৩; নাসাই ৩/৬৮, নং ১৩৩৫। আরও দেখুন, সহীহত তিরমিয়ী, ২/৮। আর উপর্যুক্ত তিনটি সূরাকে ‘আল-মু’আওয়াযাত’ বলা হয়। দেখুন, ফাতহুল বারী, ৯/৬২।

৭১-^(৬) আয়াতুল কুরসী। প্রত্যেক সালাতের পর একবার। আর তা হচ্ছে,

৭১-^(১) ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذْهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُجِيظُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا مَا شَاءَ وَسَعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ ^(২৫)

(আঞ্জা-হ লা ইলা-হা ইঞ্জা হওয়াল হাইয়ুল কাইয়ামু লা তা'খুহ সিনাতুঁও ওয়ালা নাউম। লাহু মা-ফিসসামা-ওয়া-তি ওয়ামা ফিল আরদ্ব। মান যাঞ্জায়ী ইয়াশফা'ট ইনদাহু ইঞ্জা বিইয়নিহী। ইয়া'লামু মা বাইনা আইদীহিম ওয়ামা খালফাহম। ওয়ালা ইয়ুহীতুনা বিশাইইম মিন্ই ইলমিহী ইঞ্জা বিমা শাআ। ওয়াসি'আ কুরসিয়ুভুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্ব। ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফযুভুমা ওয়া হুয়াল 'আলিয়ুল 'আয়ীম।)

“আঞ্জাহ, তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসন্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না, নিন্দাও নয়। আসমানসমূহে যা রয়েছে ও যমীনে যা রয়েছে সবই তাঁর। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পিছনে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন। আর যা তিনি ইচ্ছে করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুকেই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না। তাঁর ‘কুরসী’ আসমানসমূহ ও যমীনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে; আর এ

দুটোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনি সুউচ্চ সুমহান।”^{৯৫}

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحِبِّي وَمُبْيِتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^(v)-৭৮

(লা ইলা-হা ইঞ্জান্না-হ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহল মূলকু ওয়ালাহল হাম্দু ইয়ুহ্যী ওয়াইযুমীতু ওয়াহুয়া ‘আলা কুণ্ডি শাই’ইন কাদীর)।

৭২-^(৬) “একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তারই এবং সকল প্রশংসা তাঁর। তিনিই জীবিত করেন এবং মৃত্যু দান করেন। আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান”।

মাগরিব ও ফজরের নামাযের পর উপরোক্ত যিকর ১০ বার করবে।^{৯৬}

^{৯৫} হাদীসে এসেছে, “যে ব্যক্তি প্রত্যেক সালাতের পরে এটি পড়বে, তাকে মৃত্যু ব্যতীত জাগ্নাতে প্রবেশে আর অন্য কিছু বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।” নাসাই, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ, নং ১০০; ইবনুস সুন্নী, নং ১২১। আর শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহল জানে ‘৫/৩৩৯ তে এবং সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা ২/৬৯৭, নং ৯৭২ তে সহীহ বলেছেন। আর আয়াতটি দেখুন, সূরা আল-বাকারাহ-২৫৫।

^{৯৬} তিরমিয়ী ৫/৫১৫, নং ৩৪৭৪; আহমাদ ৪/২২৭, নং ১৭৯৯০। হাদীসটির তাখরীজের জন্য আরও দেখুন, যাদুল মাআদ ১/৩০০।

۷۳- ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبِّلًا﴾^{۸۴}

(আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্তালুকা 'ইলমান না-ফিআন্ ওয়া রিয়কান তায়িবান ওয়া 'আমালান মুতাকাবালান)।

৭৩-^(৮) “হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিযিক এবং কবুলযোগ্য আমল প্রার্থনা করি।”

এটি ফজর নামাযের সালাম ফিরানোর পর পড়বে।^{۹۷}

২৬. ইসতিখারার সালাতের দো'আ

জাবের ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে প্রত্যেক কাজেই ইসতিখারা (তথা কল্যাণ কামনার নামায ও দো'আ) শিক্ষা দিতেন, যেরূপ আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেন, যখন তোমাদের কেউ কোনো কাজ করার ইচ্ছা করে, তখন সে যেনো ফরয সালাত ব্যতীত দুই রাক্তাত নফল নামায পড়ে, অতঃপর যেন বলে,

۷۴- ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ

⁹⁷ ইবন মাজাহ, নং ৯২৫; নাসাই, তাঁর আমালুল ইয়াওমি ওয়াল্লাহিলাহ গ্রন্থে, হাদীস নং ১০২। আরও দেখুন, সহীহ ইবন মাজাহ, ১/১৫২; মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০/১১১। তাছাড়া অচিরেই ৯৫ নং হাদীসেও আসবে।

مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِيرُ وَلَا أَقْدِيرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ - وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ - خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: عَاجِلَهُ وَآجِلَهُ فَأَقْدُرُهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: عَاجِلَهُ وَآجِلَهُ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ».

(ଆଜ୍ଞା-ହୁମ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରୀ ଆସତାଖୀରୁକା ବିଂଇଲମିକା ଓଯା ଆତାକଦିରୁକା ବିକୁଦରାତିକା ଓଯା ଆସ୍ତାଲୁକା ମିଳ ଫାଦଲିକାଲ ଆୟମ, ଫାଇନାକା ତାକଦିର ଓୟାଲା ଆକଦିର, ଓୟା ତା'ଲାମୁ ଓୟାଲା ଆ'ଲାମୁ, ଓୟା ଆନତା 'ଆଜ୍ଞାମୂଳ ଗୁଯୁବ, ଆଜ୍ଞା-ହୁମ୍ମା ଇନ କୁନତା ତା'ଲାମୁ ଆଜ୍ଞା ହା-ଯାଲ ଆମରା (ମନେ ମନେ ପ୍ରୟୋଜନ ଉପ୍ଲେଖ କରନ୍ତ) ଖାଇରନ ଲୀ ଫୌ ଦୀନି ଓୟା ମା'ଆ-ଶୀ ଓୟା 'ଆ-କିବାତି ଆମରୀ, (ଅଥବା ବଲେଛେନ) 'ଆଜିଲିହାଇ ଓ ଆଜିଲିହାଇ, ଫାକଦୁରହ ଲୀ, ଓୟା ଇଯାସପିରହ ଲୀ, ଛୁମ୍ମା ବା-ରିକ ଲୀ ଫୌହି, ଓୟାଇନ କୁନତା ତା'ଲାମୁ ଆଜ୍ଞା ହା-ଯାଲ ଆମରା (ମନେ ମନେ ପ୍ରୟୋଜନ ଉପ୍ଲେଖ କରନ୍ତ) ଶାରରନ ଲୀ ଫୌ ଦୀନୀ ଓୟା ମା'ଆ-ଶୀ ଓୟା 'ଆ-କିବାତି ଆମରୀ, (ଅଥବା ବଲେଛେନ) 'ଆଜିଲିହାଇ ଓ ଆଜିଲିହାଇ, ଫାସରିଫହ 'ଆଜ୍ଞା ଓୟାସରିଫନ୍ତି 'ଆନହ, ଓୟାକଦୁର ଲିଯାଲ-ଖାଇରା ହାଇସୁ କା-ନା, ସୁମ୍ମା ଆରଦିନୀ ବିହ) ।

৭৪- “হে আল্লাহ! আমি আপনার জ্ঞানের সাহায্যে আপনার নিকট
কল্যাণ কামনা করছি। আপনার কুদরতের সাহায্যে আপনার নিকট শক্তি
কামনা করছি এবং আপনার মহান অনুগ্রহের প্রার্থনা করছি। কেননা
আপনিই শক্তিধর, আমি শক্তিহীন। আপনি জ্ঞানবান, আমি জ্ঞানহীন
এবং আপনি গায়েবী বিষয় সম্পর্কে মহাজ্ঞানী। হে আল্লাহ! এই কাজটি
(এখানে উদ্দিষ্ট কাজ বা বিষয়টি মনে মনে উল্লেখ করবে) আপনার জ্ঞান
অনুযায়ী যদি আমার দীন, আমার জীবিকা এবং আমার কাজের
পরিণতির দিক দিয়ে, (অথবা বলেছেন) ইহকাল ও পরকালের জন্য
কল্যাণকর হয়, তবে তা আমার জন্য নির্ধারিত করুন এবং তাকে
আমার জন্য সহজলভ্য করে দিন, তারপর তাতে আমার জন্য বরকত
দান করুন। আর এই কাজটি আপনার জ্ঞান অনুযায়ী যদি আমার দীন,
আমার জীবিকা এবং আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়ে, (অথবা
বলেছেন) ইহকাল ও পরকালের জন্য ক্ষতিকর হয়, তবে আপনি
আমাকে তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখুন এবং যেখানেই কল্যাণ থাকুক
আমার জন্য সেই কল্যাণ নির্ধারিত করে দিন। অতঃপর তাতেই আমাকে
সন্তুষ্ট রাখুন।”^{৯৮}

আর যে ব্যক্তি স্থানের কাছে কল্যাণ চাইবে, মুমিনদের সাথে পরামর্শ
করবে এবং যে কোনো কাজ করার আগে খোঁজ-খবর নিয়ে করবে, সে
কখনো অনুতপ্ত হবে না। কেননা, আল্লাহ সুবহানাল্ল ওয়া তা'আলা
বলেন,

⁹⁸ বুখারী, ৭/১৬২, নং ১১৬২।

﴿وَشَاءُرُّهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَّ مَتْ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾

“আর আপনি কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন, তারপর আপনি কোনো দৃঢ় সংকল্প হলে আল্লাহর উপর নির্ভর করুন।”^{৯৯}

২৭. সকাল ও বিকালের যিক্রিয়া

কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা, আর সালাত ও সালাম পেশ করছি, এমন নবীর জন্য যার পরে আর কোনো নবী নেই।^{১০০} অতঃপর,

৭৫-^(১) আয়াতুল কুরসী:

﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيْمُومُ﴾^(১)-৭৫

^{৯৯} সূরা আলে-ইমরান: ১৫৯।

¹⁰⁰ আনাস রাদিয়াল্লাহ ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি হাদীসটিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফু‘ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, “কোনো গোষ্ঠী যারা যিক্র করছে, তাদের সাথে ফজরের সালাতের পরে সূর্য উঠা পর্যন্ত সময় বসা আমার কাছে ইসমাইলের বংশধরদের চার জন্য দাস মুক্তির থেকেও বেশি প্রিয়। অনুরূপভাবে কোনো গোষ্ঠী যারা যিক্র করছে, তাদের সাথে আসরের সালাতের পরে সূর্য ডুবা পর্যন্ত সময় বসা আমার কাছে চার জন্য দাস মুক্তির থেকেও বেশি প্রিয়।” আবু দাউদ, নং ৩৬৬৭। আর শাইখ আলবানী, সহীহ আবি দাউদ ২/৬৯৮ তে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

لَا تَأْخُذْهُ سِنَةٌ وَلَا نُوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا
الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا
يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ إِلَّا مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا مَا شَاءَ وَسَعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضُ وَلَا يَعْوِدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٥٥﴾

(আল্লাহ লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল কাইয়ামু লা তা'বুয়ুহ
সিনাতুঁও ওয়ালা নাউম। লাতু মা-ফিসসামা-ওয়া-তি ওয়ামা ফিল আরদ্বি।
মান যাঙ্গায়ী ইয়াশফা-উ 'ইনদাতু ইল্লা বিহ্যনিহী। ইয়া'লামু মা বাইনা
আইদীহিম ওয়ামা খালফাহম। ওয়ালা ইয়ুহীতুনা বিশাইইম মিন্ই ইলমিহী
ইল্লা বিমা শাআ। ওয়াসিতা কুরসিয়ুভুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্ব।
ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফযুহমা ওয়া হুয়াল 'আলিয়ুল 'আয়ীম।)

“আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্ত্বার
ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না, নিন্দ্রাও নয়।
আসমানসমূহে যা রয়েছে ও যমীনে যা রয়েছে সবই তাঁর। কে সে, যে
তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও
পিছনে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন। আর যা তিনি ইচ্ছে করেন তা
ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুকেই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না।
তাঁর 'কুরসী' আসমানসমূহ ও যমীনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে; আর এ
দুটোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনি সুউচ্চ

৭৬-^(২) সূরা ইখলাস, সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস (তিনবার করে পাঠ করবে):¹⁰²

۷۶- (۱۰) **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ أَلَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُواً أَحَدٌ ۝**

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম (কুল হওয়াজ্জা-হ আহাদ। আজ্জাহস্ত সামাদ। লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ। ওয়া লাম ইয়াকুজ্জাহ কুফুওয়ান আহাদ)।

¹⁰¹ সূরা আল-বাকারাহ, ২৫৫। যে ব্যক্তি সকালে তা বলবে সে বিকাল হওয়া পর্যন্ত জিন শয়তান থেকে আজ্জাহর আশ্রয়ে থাকবে, আর যে ব্যক্তি বিকালে তা বলবে সে সকাল হওয়া পর্যন্ত জিন শয়তান থেকে আজ্জাহর আশ্রয়ে থাকবে। হাদীসটি হাকিম সংকলন করেছেন, ১/৫৬২। আর শাইখ আলবানী একে সহীহত তারগীব ওয়াত-তারহীবে সহীহ বলেছেন ১/২৭৩। আর তিনি একে নাসাঈ, তাবারানীর দিকে সম্পর্কযুক্ত করেছেন এবং বলেছেন, তাবারানীর সনদ ‘জাইয়েদ’ বা ভালো।

¹⁰² হাদীসে এসেছে, রাসূল বললেন, যে ব্যক্তি সকাল ও বিকালে ‘কুল হওয়াজ্জা-হ আহাদ’ (সূরা ইখলাস), ‘সূরা ফালাক’ ও ‘সূরা নাস’ তিনবার করে বলবে, এটাই আপনার সবকিছুর জন্য যথেষ্ট হবে। আবু দাউদ ৪/৩২২, নং ৫০৮২; তিরমিয়ী ৫/৫৬৭, নং ৩৫৭৫। আরও দেখুন, সহীহত তিরমিয়ী, ৩/১৮২।

রহমান, রহীম আল্লাহর নামে। ‘বলুন, তিনি আল্লাহ, এক-অবিতীয়। আল্লাহ হচ্ছেন ‘সামাদ’ (তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী)। তিনি কাউকেও জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নি। আর তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।’

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ① مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
 ② وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ③ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ④ وَمِنْ شَرِّ
 حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ⑤

বিসামিল্লাহির রাহমানির রাহীম (কুল আউয়ু বিরাবিল ফালাক। মিন শাররি মা খালাক। ওয়া মিন শাররি গা-সিক্রিন ইয়া ওয়াকাব। ওয়া মিন শাররিন নাফফা-সা-তি ফিল উকাদ। ওয়া মিন শাররি হা-সিদিন ইয়া হাসাদ)।

রহমান, রহীম আল্লাহর নামে। ‘বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি উষার রবের। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে। ‘আর অনিষ্ট হতে রাতের অন্ধকারের, যখন তা গভীর হয়। আর অনিষ্ট হতে সমস্ত নারীদের, যারা গিরায় ফুঁক দেয়। আর অনিষ্ট হতে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে।’

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ① مَلِكِ النَّاسِ ② إِلَهِ النَّاسِ ③ مِنْ شَرِّ أَلْوَسْوَاسِ ④ الْحَنَّاسِ ⑤ الَّذِي يُوْسُوسُ فِي صُدُورِ ⑥ النَّاسِ ⑦ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ⑧﴾

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম (কুল ‘আউয়ু বিরাবিন্না-স, মালিকিন্না-সি, ইলা-হিন্নাসি, মিন শাররিল ওয়াসওয়া-সিল খান্না-স, আল্লায় ইউওয়াসউইসু ফী সুদুরিন না-সি, মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্না-স,)।

রহমান, রহীম আল্লাহর নামে। “বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের রবের, মানুষের অধিপতির, মানুষের ইলাহের কাছে, আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে; যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জিনের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে।”

۷۷- ﴿أَصْبَحَتِ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْكَنَكَ خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسْلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ﴾

(ଆসବାହନା ଓଯା ଆସବାହାଲ ମୁଲକୁ ଲିଙ୍ଗାହି¹⁰³ ଓଯାଲହାମଦୁ ଲିଙ୍ଗାହି, ଲା ଇଲା-ହା ଇଙ୍ଗାଙ୍ଗା-ହ ଓଯାହଦାହ ଲା ଶାରୀକା ଲାହ, ଲାହଲ ମୁଲକୁ ଓଯା ଲାହଲ ହାମଦୁ, ଓଯାହୟା ଆଲା କୁଙ୍ଗି ଶାଇ'ଇନ କାଦିର । ରବି ଆସାଲୁକା ଖାଇରା ମା ଫୀ ହା-ଯାଲ ଇଯାଉମି ଓଯା ଶାରରି ମା ବା'ଦାହ¹⁰⁴, ଓଯା ଆ'ଉୟ ବିକା ମିନ ଶାରରି ମା ଫୀ ହା-ଯାଲ ଇଯାଉମି ଓଯା ଶାରରି ମା ବା'ଦାହ¹⁰⁴ ରବି ଆଉୟ ବିକା ମିନ ମିନାଲ କାସାଲି ଓଯା ସୂହିଲ-କିବାରି । ରବିବ ଆ'ଉୟ ବିକା ମିନ 'ଆଯାବିନ ଫିଙ୍ଗା-ରି ଓଯା ଆଯାବିନ ଫିଲ କ୍ରାବରି) ।

୭୭-^(୩) “ଆମରା ସକାଳେ ଉପନୀତ ହେଁଛି, ଅନୁରପ ଯାବତୀୟ ରାଜତ୍ୱ ଓ ସକାଳେ ଉପନୀତ ହେଁଛେ, ଆଙ୍ଗାହର ଜନ୍ୟ । ସମୁଦୟ ପ୍ରଶଂସା ଆଙ୍ଗାହର ଜନ୍ୟ ।

¹⁰³ ବିକାଳେ ବଲବେ,

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ اللَّهُ

(ଆମସାଇନା ଓଯା ଆମସାଲ ମୁଲକୁ ଲିଙ୍ଗାହ) ଅର୍ଥାଏ “ଆମରା ଆଙ୍ଗାହର ଜନ୍ୟ ବିକାଳେ ଉପନୀତ ହେଁଛି, ଆର ସକଳ ରାଜତ୍ୱ ଓ ତାଁରଇ ଅଧିନେ ବିକାଳେ ଉପନୀତ ହେଁଛେ ।”

¹⁰⁴ ଆର ଯଥନ ବିକାଳ ହବେ, ତଥନ ବଲବେ,

رَبُّ أَسْلَكَ خَيْرًا مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرًا مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٍّ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَشَرٍّ مَا بَعْدَهَا.

(ରାବି ଆସାଲୁକା ଖାଇରା ମା ଫୀ ହାଯିଙ୍ଗାଇଲାତି ଓ ଖାଇରା ମା ବା'ଦାହ, ଓଯା ଆ'ଉୟ ବିକା ମିନ ଶାରରି ମା ଫୀ ହାଯିଲ ଲାଇଲାତି, ଓଯା ଶାରରି ମା ବା'ଦାହ) “ହେ ରବ, ଆମି ଆପନାର କାଛେ ଏ ରାତେର ମାରୋ ଓ ଏର ପରେ ଯେ କଲ୍ୟାଣ ରଯେଛେ, ତା ଥେକେ ଆଶ୍ରଯ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି । ଆର ଏ ରାତ ଓ ଏର ପରେ ଯେ ଅକଲ୍ୟାଣ ରଯେଛେ, ତା ଥେକେ ଆଶ୍ରଯ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ।”

একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই।
রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসাও তাঁর, আর তিনি সকল কিছুর উপর
ক্ষমতাবান।

হে রব! এই দিনের মাঝে এবং এর পরে যা কিছু কল্যাণ আছে আমি
আপনার নিকট তা প্রার্থনা করি। আর এই দিনের মাঝে এবং এর পরে
যা কিছু অকল্যাণ আছে, তা থেকে আমি আপনার আশ্রয় চাই।

হে রব! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই অলসতা ও খারাপ বার্ধক্য
থেকে। হে রব! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই জাহানামে আযাব
হওয়া থেকে এবং কবরে আযাব হওয়া থেকে।”¹⁰⁵

۷۸- ﴿اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَصْبَحْنَا، وَإِنَّكَ أَمْسَيْنَا، وَإِنَّكَ نَحْيِنَا، وَإِنَّكَ نَمُوتُ
وَإِلَيْكَ النُّشُورُ﴾^(۴)

(আল্লা-হুম্মা বিকা আসবাহ্না ওয়াবিকা আমসাইনা ওয়াবিকা নাহইয়া,
ওয়াবিকা নামৃতু ওয়া ইলাইকাল নুশুর)¹⁰⁶।

¹⁰⁵ মুসলিম, ৪/২০৮৮, নং ২৭২৩।

¹⁰⁶ আর বিকাল হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَمْسَيْنَا، وَإِنَّكَ أَصْبَحْنَا، وَإِنَّكَ نَحْيِنَا، وَإِنَّكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ الْمُصِيرُ.
(আল্লা-হুম্মা বিকা আমসাইনা ওয়াবিকা আসবাহ্না ওয়াবিকা নাহইয়া ওয়াবিকা
নামৃতু ওয়া ইলাইকাল মাসীর।)

“হে আল্লাহ! আমরা আপনার জন্য বিকালে উপনীত হয়েছি এবং আপনারই
জন্য আমরা সকালে উপনীত হয়েছি। আর আপনার দ্বারা আমরা জীবিত

৭৮-^(৮) “হে আল্লাহ! আমরা আপনার জন্য সকালে উপনীত হয়েছি এবং আপনারই জন্য আমরা বিকালে উপনীত হয়েছি। আর আপনার দ্বারা আমরা জীবিত থাকি, আপনার দ্বারাই আমরা মারা যাব; আর আপনার দিকেই উপ্থিত হব।”^{১০৭}

৭৯-^(৯) [সায়িদুল ইসতিগফার:]

৭৯-^(৯) ﴿اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا أُسْتَطِعُتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبُ إِلَّا أَنْتَ﴾

(আল্লা-হুম্মা আনতা রবী লা ইলা-হা ইল্লা আনতা খলাকৃতানী ওয়া আনা ‘আব্দুকা, ওয়া আনা ‘আলা ‘আহদিকা ওয়া ওয়া ‘দিকা মাত্তাড়া’তু, আ-উয়ু বিকা মিন শারারি মা সানা’তু, আবুট^{১০৮} লাকা বিনি‘মাতিকা ‘আলাইয়া, ওয়া আবুট বিয়াস্বী, ফাগফির লী, ফাইলাহু লা ইয়াগফিরুয় যুনুবা’ ইল্লা আনতা)।

“হে আল্লাহ! আপনি আমার রব, আপনি ছাড়া আর কোনো হক ইলাহ নেই। আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আপনার বান্দা। আর

থাকি, আপনার দ্বারাই আমরা মারা যাব; আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হব।”

¹⁰⁷ তিরমিয়ী, ৫/৪৬৬, নং ৩৩৯। আরও দেখুন, সহিত্ত তিরমিয়ী, ৩/১৪২।

¹⁰⁸ অর্থাৎ আমি স্মীকার করছি ও মেনে নিচ্ছি।

আমি আমার সাধ্য মতো আপনার (তাওহীদের) অঙ্গীকার ও (জান্মাতের) প্রতিশ্রুতির উপর রয়েছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে আপনার আশ্রয় চাই। আপনি আমাকে আপনার যে নিয়ামত দিয়েছেন তা আমি স্বীকার করছি, আর আমি স্বীকার করছি আমার অপরাধ। অতএব আপনি আমাকে মাফ করুন। নিশ্চয় আপনি ছাড়া আর কেউ গুনাহসমূহ মাফ করে না।”¹⁰⁹

(۶) ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ، وَأُشْهِدُ حَمْلَةَ عَرْشِكَ، وَمَلَائِكَتِكَ، وَجَمِيعَ خَلْقِكَ، أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ﴾ (৪ বার)

(আল্লাহ-হুম্মা ইন্নী আসবাহ্তু-¹¹⁰ উশহিদুকা ওয়া উশহিদু হামালাতা ‘আরশিকা ওয়া মালা-ইকাতিকা ওয়া জামী‘আ খালকিকা, আল্লাকা আনতাল্লা-হ লা ইলা-হা ইন্না আনতা ওয়াহ্দাকা লা শারীকা লাকা, ওয়া আল্লা মুহাম্মাদান আবুকা ওয়া রাসূলুকা) [৪ বার]

৮০-(৬) “হে আল্লাহ! আমি সকালে উপনীত হয়েছি। আপনাকে আমি সাক্ষী রাখছি, আরও সাক্ষী রাখছি আপনার ‘আরশ বহনকারীদেরকে,

¹⁰⁹ “যে ব্যক্তি সকালবেলা অথবা সন্ধ্যাবেলা এটি (‘সায়িদুল ইসতিগফার’) অর্থ বুঝে দৃঢ় বিশ্বাসসহকারে পড়বে, সে ঐ দিন রাতে বা দিনে মারা গেলে অবশ্যই জান্মাতে যাবে।” বুখারী, ৭/১৫০, নং ৬৩০৬।

¹¹⁰ আর যখন বিকাল হবে, তখন বলবে, (اللَّهُمَّ إِنِّي أَمْسَيْتُ) আল্লাহ-হুম্মা ইন্নি আমসাইতু) অর্থাৎ, “হে আল্লাহ আমি বিকালে উপনীত হয়েছি”।

আপনার ফেরেশতাগণকে ও আপনার সকল সৃষ্টিকে, (এর উপর) যে—
নিশ্চয় আপনিই আল্লাহ, একমাত্র আপনি ছাড়া আর কোনো হক ইলাহ
নেই, আপনার কোনো শরীক নেই; আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম আপনার বান্দা ও রাসূল।” (৪ বার) ১১১

﴿اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَهُدَكَ لَا
شَرِيكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ﴾ ৮১

(আল্লা-হুম্মা মা আসবাহা বী ১১২ মিন নিমাতিন আউ বিআহাদিন মিন
খালকিকা ফামিনকা ওয়াহ্দাকা লা শারীকা লাকা, ফালাকাল হাম্দু
ওয়ালাকাশ শুক্রতু) ।

৮১-(৭) “হে আল্লাহ! যে নেয়ামত আমার সাথে সকালে উপনীত হয়েছে,
অথবা আপনার সৃষ্টির অন্য কারও সাথে; এসব নেয়ামত কেবলমাত্র

¹¹¹ যে ব্যক্তি সকালে অথবা বিকালে তা চারবার বলবে, আল্লাহ তাকে
জাহানামের আগুন থেকে মুক্ত করবেন। আবু দাউদ ৪/৩১৭, নং ৫০৭১;
বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, নং ১২০১; নাসাই, ‘আমালুল ইয়াওমি ওয়াল
লাইলাহ, নং ৯; ইবনুস সুন্নী, নং ৭০। সম্মানিত শাহিথ আবদুল আয়ীয ইবন
বায রাহেমাহল্লাহ তাঁর তুহফাতুল আখিয়ার গ্রন্থের পৃ. ২৩ এ নাসাই ও আবু
দাউদের সনদকে হাসান বলেছেন।

¹¹² আর বিকাল হলে বলবে, (আল্লা-হুম্মা মা আমসা বী মিন
নিমাতিন...) অর্থাৎ “হে আল্লাহ! যে নেয়ামত আমার সাথে বিকালে উপনীত
হয়েছে...।”

আপনার নিকট থেকেই; আপনার কোনো শরীক নেই। সুতরাং সকল প্রশংসা আপনারই। আর সকল কৃতজ্ঞতা আপনারই প্রাপ্য।”¹¹³

«اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَالْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»^{(৩) (৩ বার)}

(আল্লাহ-হস্মা ‘আ-ফিলী ফী বাদানী, আল্লাহ-হস্মা ‘আ-ফিলী ফী সাম’স্ট আল্লাহ-হস্মা ‘আ-ফিলী ফী বাসারী, লা ইলাহা হা ইল্লা আনতা, আল্লাহ-হস্মা ইল্লী আ’উয়ু বিকা মিনাল কুফরি ওয়াল-ফাকরি ওয়া আ’উয়ু বিকা মিন ‘আয়া-বিল কাবরি, লা ইলাহা ইল্লা আন্তা) / (৩ বার)

৮২-^(৮) “হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপত্তা দিন আমার শরীরে। হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপত্তা দিন আমার শ্রবণশক্তিতে। হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপত্তা দিন আমার দৃষ্টিশক্তিতে। আপনি ছাড় কোনো হক ইলাহ

¹¹³ যে ব্যক্তি সকালবেলা উপরোক্ত দো’আ পাঠ করলো সে যেনো সেই দিনের শুকরিয়া আদায় করলো। আর যে ব্যক্তি বিকালবেলা এ দো’আ পাঠ করলো সে যেনো রাতের শুকরিয়া আদায় করলো”। হাদীসটি সংকলন করেছেন, আবু দাউদ ৪/৩১৮, নং ৫০৭৫; নাসাই, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, নং ৭; ইবনুস সুন্নী, নং ৪১; ইবন হিক্বান, (মাওয়ারিদ) নং ২৩৬১। আর শাইখ ইবন বায তাঁর তুহফাতুল আখইয়ার পৃ. ২৪ এ এর সনদকে হাসান বলেছেন।

নেই। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই কুফরি ও দারিদ্র্য থেকে। আর আমি আপনার আশ্রয় চাই কবরের আয়াব থেকে। আপনি ছাড়া আর কোনো হক ইলাহ নেই।”¹¹⁴ (৩ বার)

﴿ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ ﴾^১-৮৩
الْعَظِيمُ^২ (৭ বার)

(হাসবিয়াল্লাহ-হ লা ইলা-হা ইল্লা হুয়া, ‘আলাইহি তাওয়াকালতু, ওয়াহুয়া
রবুল ‘আরশিল ‘আযীম) (৭ বার)

৮৩-^(৩) “আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া আর কোনো হক
ইলাহ নেই। আমি তাঁর উপরই ভরসা করি। আর তিনি মহান আরশের
রবুল”¹¹⁵ (৭ বার)

¹¹⁴ আবু দাউদ ৪/৩২৪, নং ৫০৯২; আহমাদ ৫/৮২, নং ২০৪৩০; নাসাই,
আমালুল ইয়াওমি ওয়াল্লাইলাহ, নং ২২; ইবনুস সুন্নী, নং ৬৯; বুখারী, আল-
আদাবুল মুফরাদ, নং ৭০১। আর শাইখ আল্লামা ইবন বায রাহিমাল্লাহ
‘তুহফাতুল আখইয়ার’ গ্রন্থের পৃ. ২৬ এ এর সনদকে হাসান বলেছেন।

¹¹⁵ যে ব্যক্তি দো‘আটি সকালবেলা সাতবার এবং বিকালবেলা সাতবার বলবে
তার দুনিয়া ও আখেরাতের সকল চিন্তাভাবনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হবেন।
ইবনুস সুন্নী, নং ৭১, মারফু‘ সনদে; আবু দাউদ ৪/৩২১; মাওকুফ সনদে, নং
৫০৮১। আর শাইখ শু‘আইব ও আব্দুল কাদের আরনাউত এর সনদকে
সহীহ বলেছেন। দেখুন, যাদুল মা‘আদ ২/৩৭৬।

۸۴- ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايِ وَأَهْلِي، وَمَا لِي. اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي. اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَائِلِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي﴾.

(আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল ‘আফওয়া ওয়াল- ‘আ-ফিয়াতা ফিদুনইয়া ওয়াল আ-থিরাতি / আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল ‘আফওয়া ওয়াল-‘আ-ফিয়াতা ফী দীনী ওয়াদুনইয়াইয়া, ওয়া আহলী ওয়া মা-লী, আল্লা-হুম্মাসতুর ‘আওরা-তী ওয়া আ-মিন রাও‘আ-তি / আল্লা-হুম্মাহফায়নী মিস্বাইনি ইয়াদাইয়া ওয়া মিন খালফী ওয়া ‘আন ইয়ামীনী ওয়া শিমা-লী ওয়া মিন ফাওকী / ওয়া আ‘উয়ু বি‘আয়ামাতিকা আন উগতা-লা মিন তাহতী)।

৮৪-^(۱۰) “হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা এবং নিরাপত্তা চাচ্ছি আমার দীন, দুনিয়া, পরিবার ও অর্থ-সম্পদের। হে আল্লাহ! আপনি আমার গোপন ক্রটিসমূহ ঢেকে রাখুন, আমার উদ্বিগ্নকে রূপান্তরিত করুন নিরাপত্তায়। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হেফ্যাত করুন আমার সামনের দিক থেকে, আমার পিছনের দিক থেকে, আমার ডান দিক থেকে, আমার বাম দিক থেকে এবং আমার

উপরের দিক থেকে। আর আপনার মহত্বের অসিলায় আশ্রয় চাই আমার
নীচ থেকে হঠাৎ আক্রান্ত হওয়া থেকে” ।¹¹⁶

٨٥- ﴿اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ
كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ أَشْهُدُ أَنَّ لِإِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ
شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّ كَلِبٍ وَأَنْ أَقْتَرَفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ﴾^(۱۱)

(আল্লাহ-হম্মা আ-লিমাল গাইবি ওয়াশ্শাহা-দাতি ফা-ত্তিরাস সামা-ওয়া-
তি ওয়াল আরদি, রববা কুঞ্জি শাই'ইন ওয়া মালীকাহ, আশহাদু আল-লা-
ইলা-হা ইল্লা আনতা, আ'উয়ু বিকা মিন শাররি নাফ্সী ওয়া মিন
শাররিশ শাইত্তা-নি ওয়াশিরকিহী/ওয়াশারাকিহী ওয়া আন আকতারিফা
'আলা নাফ্সী সূওআন আউ আজুররাহু ইলা মুসলিম)।

৮৫-^(۱۱) “হে আল্লাহ! হে গায়েব ও উপস্থিতের জ্ঞানী, হে আসমানসমূহ
ও যমীনের স্বষ্টি, হে সব কিছুর রব ও মালিক! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,
আপনি ছাড়া আর কোনো হক ইলাহ নেই। আমি আপনার কাছে আশ্রয়
চাই আমার আত্মার অনিষ্ট থেকে, শয়তানের অনিষ্টতা থেকে ও তার

¹¹⁶ আবু দাউদ, নং ৫০৭৪; ইবন মাজাহ, নং ৩৮৭১। আরও দেখুন, সহীহ
ইবন মাজাহ ২/৩৩২।

শিক্র বা তার ফাঁদ থেকে, আমার নিজের উপর কোনো অনিষ্ট করা, অথবা কোনো মুসলিমের দিকে তা টেনে নেওয়া থেকে।”¹¹⁷

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا يَصُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾^(১১) ৮৬
(৩ বার)

(বিস্মিল্লাহ-তিল্লায়ী লা ইয়াবুররহ মা’আ ইস্মিহী শাইউল ফিল্ল আরদ্বি ওয়ালা ফিস্স সামা-ই, ওয়াহহুয়াস্স সামী’উল আলীম)। (৩ বার)

৮৬-^(১২) “আল্লাহর নামে; যাঁর নামের সাথে আসমান ও যমীনে কোনো কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। আর তিনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী।”¹¹⁸ (৩ বার)

﴿رَضِيَتْ بِاللَّهِ رَبِّيًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينِيًّا وَمُحَمَّدَ نَبِيًّا﴾^(১৩) ৮৭
(৩ বার)

¹¹⁷ তিরমিয়ী, নং ৩৩৯২; আবু দাউদ, নং ৫০৬৭। আরও দেখুন, সহীহত তিরমিয়ী, ৩/১৪২।

¹¹⁸ যে ব্যক্তি সকালে তিনবার এবং বিকালে তিনবার এটি বলবে, কোনো কিছু তার ক্ষতি করতে পারবে না। আবু দাউদ, ৮/৩২৩, নং ৫০৮৮; তিরমিয়ী, ৫/৪৬৫, নং ৩৩৮৮; ইবন মাজাহ, নং ৩৮৬৯; আহমাদ, নং ৪৪৬। আরও দেখুন, সহীহ ইবন মাজাহ, ২/৩৩২। আর আল্লামা ইবন বায রাহিমাল্লাহ তাঁর ‘তুহফাতুল আখইয়ার’ গ্রন্থের ৩৯ পৃষ্ঠায় এটার সনদকে হাসান বলেছেন।

(রদ্বীতু বিল্লা-হি রবৰান, ওয়াবিল ইসলা-মি দীনান, ওয়াবি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামা নাবিয়ান)। (৩ বার)

৮৭-^(১৩) “আল্লাহকে রব, ইসলামকে দীন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নবীরপে গ্রহণ করে আমি সন্তুষ্ট।”^{১১৯} (৩ বার)

৮৮-^(১৪) **يَا حَمْزَى يَا قَيْوُمْ بِرَحْمَةِكَ أَسْتَغْيِثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِي**।

(ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুমু বিরহ্মাতিকা আসাগীসু, আসলিহ লী শানী কুল্লাহ, ওয়ালা তাকিলনী ইলা নাফসী ত্বারফাতা ‘আইন)।

৮৮-^(১৫) “হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী! আমি আপনার রহমতের অসীলায় আপনার কাছে উদ্ধার কামনা করি, আপনি আমার সার্বিক অবস্থা সংশোধন করে দিন, আর আমাকে আমার নিজের কাছে নিমেষের জন্যও সোপর্দ করবেন না।”^{১২০}

¹¹⁹ যে ব্যক্তি এ দো‘আ সকাল ও বিকাল তিনবার করে বলবে, আল্লাহর কাছে তার অধিকার হয়ে যায় তাকে কিয়ামাতের দিন সন্তুষ্ট করা। আহমাদ ৪/৩৩৭; নং ১৮৯৬৭; নাসাই, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল-লাইলাহ, নং ৪; ইবনুস সুন্নী, নং ৬৮; আবু দাউদ, ৪/৩১৮, নং ১৫৩১; তিরমিয়ী ৫/৪৬৫, নং ৩৩৮৯। আর ইবন বায রাহিমাল্লাহ ‘তুহফাতুল আখইয়ার’ এর ৩৯ পৃষ্ঠায় একে হাসান বলেছেন।

¹²⁰ হাকেম ১/৫৪৫, তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, আর যাহাবী তা সমর্থন করেছেন। আরও দেখুন, সহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ১/২৭৩।

٨٩- ﴿١٥﴾ ﴿أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ فَفُتَحْهُ, وَنَصْرَهُ, وَنُورَهُ, وَبَرَكَتْهُ, وَهُدَاهُ, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ﴾.

(আসবাহনা ওয়া আসবাহাল-মূলকু লিঙ্গা-হি রবিল 'আলামীন।¹²¹ আঞ্চা-হস্মা ইঞ্জি আসআলুকা খাইরা হায়াল ইয়াওমি¹²² ফাতহাহ ওয়া নাসরাহ ওয়া নুরাহ ওয়া বারাকাতাহ ওয়া হুদা-হ। ওয়া আ'উয়ু বিকা মিন শাররি মা ফীহি ওয়া শাররি মা বাদাহ।)

121 আর যখন বিকাল হবে, তখন বলবে,

أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين

(আমসাইনা ওয়া আমসাল মুলকু লিঙ্গাহি রাবিল 'আলামীন)

“আমরা বিকালে উপনীত হয়েছি, অনুরূপ যাবতীয় রাজত্বে বিকালে উপনীত হয়েছে সৃষ্টিকুলের রব আঞ্চাহ্র জন্য।”

122 আর যখন বিকাল হবে, তখন বলবে,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْلِّيْلَةِ: فَتْحَهَا, وَنَصْرَهَا, وَنُورَهَا, وَبَرَكَتْهَا, وَهُدَاهَا, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهَا, وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا.

(আঞ্চা-হস্মা ইঞ্জি আসআলুকা খাইরা হায়িহিল লাইলাতি: ফাতহাহা ওয়া নাসরাহা, ওয়া নুরাহা, ওয়া বারাকাতাহা, ওয়া হুদাহা, ওয়া আ'উয়ু বিকা মিন শাররি মা ফী-হা, ওয়া শাররি মা বাদাহা)

“হে আঞ্চাহ, আমি আপনার কাছে কামনা করি এই রাতের কল্যাণ: বিজয়, সাহায্য, নূর, রবকত ও হেদায়াত। আর আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই এ রাতের এবং এ রাতের পরের অকল্যাণ থেকে।”

৮৯-^(১৫) “আমরা সকালে উপনীত হয়েছি, অনুরূপ যাবতীয় রাজত্বও সকালে উপনীত হয়েছে সৃষ্টিকুলের রবর আল্লাহর জন্য। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কামনা করি এই দিনের কল্যাণ: বিজয়, সাহায্য, নূর, রবকত ও হেদয়াত। আর আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই এ দিনের এবং এ দিনের পরের অকল্যাণ থেকে।”^{১২৩}

৯-^(১৬) ﴿أَصْبَحَنَا عَلَىٰ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَعَلَىٰ كَلِمَةِ الْإِحْلَاصِ وَعَلَىٰ دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مِلَّةِ أَبِيهِنَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾.

(আসবাহনা ‘আলা ফিতুরাতিল ইসলাম^{১২৪} ওয়া আলা কালিমাতিল ইখলাসি ওয়া আলা দ্বিনি নাবিয়িনা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া আলা মিল্লাতি আবীনা ইবরা-হীমা হানীফাম মুসলিমা ও ওয়ামা কা-না মিনাল মুশারিকীন)।

৯০-^(১৭) “আমরা সকালে উপনীত হয়েছি ইসলামের ফিতুরাতের উপর, নিষ্ঠাপূর্ণ বাণী (তাওহীদ) এর উপর, আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

¹²³ আবু দাউদ ৪/৩২২, নং ৫০৮৪; আর শু’আইব ও আবদুল কাদের আরানাউত যাদুল মাআদের সম্পাদনায় ২/৩৭৩ এর সনদকে হাসান বলেছেন।

¹²⁴ যখন বিকাল হবে, তখন বলবে,

أمسينا على فطرة الإسلام.....

(আমসাইনা ‘আলা ফিতুরাতিল ইসলাম...)

“আমরা বিকালে উপনীত হয়েছি ইসলামের ফিতুরাতের উপর”।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বীনের উপর, আর আমাদের পিতা ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম-এর মিল্লাতের উপর—যিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম এবং যিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না”।^{১২৫}

(১০০ বার) ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ﴾^{১১}

(সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী)। (১০০ বার)

৯১-^(১৭) “আমি আল্লাহর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি।”
(১০০ বার) ^{১২৬}

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, لَهُ الْحُكْمُ وَلَهُ الْحَمْدُ, وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^{১৮}
(১০ বার) ^{১১}

অথবা (অলসতা লাগলে ১ বার)

¹²⁵ আহমাদ 3/৮০৬, ৮০৭, নং ১৫৩৬০ ও নং ১৫৫৬৩; ইবনুস সুন্নী, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল-লাইলাহ, নং ৩৪। আরও দেখুন, সহীভুল জামে'উ ৪/২০৯।

¹²⁶ যে ব্যক্তি তা সকালে একশত বার ও বিকালে একশত বার বলবে, কিয়ামতের দিন তার চেয়ে বেশি উৎকৃষ্ট কিছু কেউ নিয়ে আসতে পারবে না, তবে সে ব্যক্তি যে তার মত বলবে, বা তার চেয়ে বেশি আমল করবে।
মুসলিম ৪/২০৭১, নং ২৬৯২।

(লা ইলা-হা ইন্নাল্লাহ ওয়াহ্দাহ লা শারীকা লাহ, লাহল মুলকু, ওয়া লাহল হামদু, ওয়া হুয়া 'আলা কুণ্ডি শাই'ইন কাদীর)। (১০ বার) অথবা (অলসতা লাগলে ১ বার)

৯২-^(১৮) “একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর, আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।”

(১০ বার)^{১২৭} অথবা (অলসতা লাগলে ১ বার)^{১২৮}

৯৩-^(১৯) ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحِجْمُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

(লা ইলা-হা ইন্নাল্লাহ ওয়াহ্দাহ লা শারীকা লাহ, লাহল মুলকু, ওয়া লাহল হামদু, ওয়া হুয়া 'আলা কুণ্ডি শাই'ইন কাদীর)।

৯৩-^(১৯) “একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর, আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।” (সকালবেলা ১০০ বার বলবে)^{১২৯}

¹²⁷ নাসাই, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল-লাইলাহ, নং ২৪। আরও দেখুন, সহীহত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/২৭২; ইবন বায, তুহফাতুল আখইয়ার পৃ. ৮৮। এর ফয়েলতের ব্যাপারে আরও দেখুন, পৃ. হাদীস নং ২৫৫।

¹²⁸ আবু দাউদ, নং ৫০৭৭; ইবন মাজাহ, নং ৩৭৯৮; আহমাদ নং ৮৭১৯। আরও দেখুন, সহীহত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/২৭০; সহীহ আবি দাউদ ৩/৯৫৭; সহীহ ইবন মাজাহ ২/৩০১ ও যাদুল মাওআদ ২/৩৭৭।

(٩٤) ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدُ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةُ عَرْشِهِ وَمِدَادُ كَلِمَاتِهِ﴾ (৩ বার)।

(সুব্হা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী 'আদাদা খালক্ষিহী, ওয়া রিদা নাফসিহী, ওয়া যিনাতা 'আরশিহী, ওয়া মিদা-দা কালিমা-তিহী)। (৩ বার)

৯৪-^(১০) “আমি আল্লাহর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি— তাঁর সৃষ্টি বস্তুসমূহের সংখ্যার সমান, তাঁর নিজের সন্তোষের সমান, তাঁর আরশের ওজনের সমান ও তাঁর বাণীসমূহ লেখার কালি পরিমাণ (অগণিত অসংখ্য)”।¹³⁰ (৩ বার)

(১০) ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَلِيًّا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبِّلًا﴾

(সকালবেলা বলবে)

(আল্লা-হুম্মা ইন্নি আসআলুকা ইলমান নাফে'আন ওয়া রিয়্কান তাইয়েবান ওয়া 'আমালান মুতাকাবালান) (সকালবেলা বলবে)

¹²⁹ যে ব্যক্তি দিনে একশত বার বলবে, সেটা তার জন্য দশটি দাসমুক্তির অনুরূপ হবে, তার জন্য একশত সাওয়াব লিখা হবে, সে দিন বিকাল পর্যন্ত সেটা তার জন্য শয়তান থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে বিবেচিত হবে; আর কেউ তার মত কিছু নিয়ে আসতে পারবে না, হাঁ, সে ব্যক্তি ব্যতীত যে তার চেয়েও বেশি আমল করবে। বুখারী, 8/৯৫, নং ৩২৯৩; মুসলিম, 8/২০৭১, নং ২৬৯১।

¹³⁰ মুসলিম 8/২০৯০, নং ২৭২৬।

৯৫-^(১) “হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিযিক
এবং কবুলযোগ্য আমল প্রার্থনা করি।” (সকালবেলা বলবে)।^{১০১}

۹۶-^(۲) ﴿أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ﴾.

(আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতুরু ইলাইহি)।

৯৬-^(২) “আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর নিকটই
তাওবা করছি”। (প্রতি দিন ১০০ বার)।^{১০২}

۹۷-^(۳) ﴿أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾.

(বিকালে ৩ বার)

(আ’উয়ু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-স্মাতি মিন শাররি মা খালাকা)।
(বিকালে ৩ বার)

৯৭-^(৩) “আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমাসমূহের ওসিলায় আমি তাঁর নিকট
তাঁর সৃষ্টির ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাই।”^{১০৩} (বিকালে ৩ বার)

¹³¹ হাদীসটি সংকলন করেছেন, ইবনুস সুনী, নং ৫৪; ইবন মাজাহ, নং ৯২৫।
আর আব্দুল কাদের ও শু’আইব আল-আরনাউত যাদুল মা’আদের সম্পাদনায়
২/৩৭৫; এর সনদকে হাসান বলেছেন। আর পূর্ব ৭৩ নং এ ও তা গত
হয়েছে।

¹³² বুখারী (ফাতহুল বারীসহ) ১১/১০১, নং ৬৩০৭; মুসলিম ৪/২০৭৫, নং
২৭০২।

۹۸- ﴿اللَّهُمَّ صَلِّ وَسِّلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ﴾^(۲۴)

[সকাল-বিকাল ১০ বার করে]

(আল্লাহ-হস্মা সাল্লি ওয়াসাল্লিম ‘আলা নাবিয়িনা মুহাম্মাদ) [সকাল-বিকাল ১০ বার করে]

৯৮-^(۲۸) “হে আল্লাহ! আপনি সালাত ও সালাম পেশ করুন আমাদের নবী মুহাম্মাদের উপর।” [সকাল-বিকাল ১০ বার করে]^{۱۳۸}

৩২. স্বামোর ধিক্রসমূহ

৯৯-^(۱) দুই হাতের তালু একত্রে মিলিয়ে নিম্নোক্ত সূরাগুলো পড়ে তাতে ফুঁ দিবে:

^{۱۳۳} যে কেউ বিকাল বেলা এ দো‘আটি তিনবার বলবে, সে রাতে কোনো বিষধর প্রাণী তার ক্ষতি করতে পারবে না। আহমাদ ২/২৯০, নং ৭৮৯৮; নাসাই, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, নং ৫৯০; ইবনুস সুন্নী, নং ৬৮; আরও দেখুন, সহীহত তিরমিয়ী ৩/১৮৭; সহীহ ইবন মাজাহ ২/২৬৬; তুহফাতুল আখইয়ার লি ইবন বায, পৃ. ৪৫।

^{۱۳۴} ‘যে কেউ সকাল বেলা আমার উপর দশবার দরুদ পাঠ করবে এবং বিকাল বেলা দশবার দরুদ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ দ্বারা সৌভাগ্যবান হবে।’ তাবরানী হাদীসটি দু’ সনদে সংকলন করেন, যার একটি উত্তম। দেখুন, মাজমা‘উয় যাওয়ায়েদ ১০/১২০; সহীহত তারগীব ওয়াত তারহীব ১/২৭৩।

۱۹- ﴿۱﴾ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۲﴾ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ أَللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ۝

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম (কুল হওয়াল্লাহ আহাদ। আল্লাহস্সামাদ। লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ। ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ),

রহমান, রহীম আল্লাহর নামে। “বলুন, তিনি আল্লাহহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহহ হচ্ছেন ‘সামাদ’ (তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী)। তিনি কাউকেও জন্ম দেন নি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নি। আর তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ ۝ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম (কুল আ’উয়ু বিরবিল ফালাক। মিন শাররি মা খালাক। ওয়া মিন শাররি গা-সিদ্বিন ইয়া ওয়াক্বাব। ওয়া মিন শাররিন নাফফা-সা-তি ফিল ‘উকাদ। ওয়া মিন শাররি হা-সিদিন ইয়া হাসাদ),

রহমান, রহীম আল্লাহর নামে। “বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি উষার রবের। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে। ‘আর অনিষ্ট হতে রাতের অন্ধকারের, যখন তা গভীর হয়। আর অনিষ্ট হতে সমস্ত নারীদের, যারা গিরায় ফুঁক দেয়। আর অনিষ্ট হতে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে।”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِكِ النَّاسِ ۝
إِلَهِ النَّاسِ ۝ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ
النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম (কুল ‘আউয়ু বিরাবিন্না-স, মালিকিন্না-সি, ইলা-হিন্নাসি, মিন শাররিল ওয়াসওয়া-সিল খান্না-স, আল্লায়ি ইউওয়াসউইসু ফী সুদুরিন না-সি, মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্না-স।)

রহমান, রহীম আল্লাহর নামে। “বলুন, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের রবের, মানুষের অধিপতির, মানুষের ইলাহের কাছে, আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে; যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জিনের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে।”

তারপর দুই হাতের তালু দ্বারা দেহের ঘতোটা অংশ সম্বন্ধে মাসেহ করবে। মাসেহ আরম্ভ করবে তার মাথা, মুখমণ্ডল ও দেহের সামনের দিক থেকে। (এভাবে ৩ বার করবে।) ১৩৫

۱۰۰- ﴿۱﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّومُۚ لَا تَأْخُذْنَا سَيِّئَةًۖ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِۚ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْۖ وَمَا خَلْفَهُمْۖ وَلَا يُجِيظُونَۚ بِشَيْءٍۚ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا مَا شَاءَۚ وَسَعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَۚ وَلَا يَئُودُهَا حِفْظُهَاۚ وَهُوَ الْعَلِيُّۚ الْعَظِيمُ^{۲۵۵}

(আঞ্চা-হ লা ইলা-হা ইঞ্জা হওয়াল হাইয়ুল কাইয়ামু লা তা'খুহু সিনাতুঁও ওয়ালা নাউম। লাহু মা-ফিসসামা-ওয়া-তি ওয়ামা ফিল আরবি। মান যাঞ্চায়ী ইয়াশফা'ট ইনদাহু ইঞ্জা বিইয়নহী। ইয়া'লামু মা বাইনা আইদীহিম ওয়ামা খালফাহম। ওয়ালা ইয়ুহীতুনা বিশাইইম মিন্ই ইলমিহী ইঞ্জা বিমা শাআ। ওয়াসি'আ কুরসিয়ুভুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরব। ওয়ালা ইয়াউদুহু হিফযুহমা ওয়া হওয়াল 'আলিয়ুল 'আয়ীম।)

১০০-^(১) “আঞ্চাহ, তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্ত্বার ধারক। তাঁকে তন্দ্রাও স্পর্শ করতে পারে না, নিন্দাও নয়। আসমানসমূহে যা রয়েছে ও যমীনে যা রয়েছে সবই তাঁর। কে সে, যে

¹³⁵ বুখারী, (ফাতহল বারীসহ) ৯/৬২, নং ৫০১৭; মুসলিম ৪/১৭২৩, নং ২১৯২।

তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পিছনে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন। আর যা তিনি ইচ্ছে করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুকেই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না। তাঁর ‘কুরসী’ আসমানসমূহ ও যমীনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে; আর এ দুটোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনি সুউচ্চ সুমহান।”¹³⁶ ১০৬

١٠١ ﴿١٠١﴾ أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ أَمَنَ بِاللَّهِ
وَمَلِئَكَتِهِ وَكُنْتِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا
وَأَطْعَنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿١٠٢﴾ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا
وُسْعَهَا أَهْمَانَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤْخِذْنَا إِن
نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفْ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا
وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفَّارِينَ ﴿١٠٣﴾

¹³⁶ সূরা আল-বাকারাহ-২৫৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ‘যে কেউ যখন রাতে আপন বিছানায় যাবে এবং ‘আয়াতুল কুরসী’ পড়বে, তখন সে রাতের পুরো সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য হেফায়তকারী থাকবে; আর সকাল হওয়া পর্যন্ত শয়তান তার নিকটেও আসতে পারবে না’। বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ), 8/৪৮৭, নং ২৩১১।

(ଆ-ମାନାର ରାସୂଲୁ ବିମା ଉନ୍ୟିଲା ଇଲାଇହି ମିର ରବିହି ଓସାଲ ମୁ'ମିନୁନ । କୁଞ୍ଜନ ଆ-ମାନା ବିଜ୍ଞା-ହି ଓସା ମାଲା-ଇକାତିହି ଓସାକୁତୁବିହି ଓସା ରଙ୍ଗୁଲିହ, ଲା ନୁଫାରାରିକୁ ବାହିନା ଆହାଦିମ ମିର ରଙ୍ଗୁଲିହ, ଓସା କାଲୁ ସାମି'ନା ଓସା ଆତା'ନା ଗୁଫରା-ନାକା ରବନା ଓସା ଇଲାଇକାଲ ମାସୀର । ଲା ଇୟକାଞ୍ଜିଫୁଙ୍ଗାହୁ ନାଫ୍ସାନ ଇଞ୍ଜା ଉସ'ଆହା ଲାହା ମା କାସାବାତ ଓସା ଆଲାଇହା ମାଭାସାବାତ ରବନା ଲା ତୁଆଧିଯନା ଇନ ନାସୀନା ଆଓ ଆଖ୍ତା'ନା । ରବନା ଓସାଲା ତାହମିଲ 'ଆଲାଇନା ଇସରାନ କାମା ହମାଲତାହୁ 'ଆଲାଙ୍ଗାୟିନା ମିନ କାବଲିନା । ରବନା ଓସାଲା ତୁହାସ୍ମିଲନା ମା-ଲା ଢା-କାତା ଲାନା ବିହି । ଓସା'ଫୁ ଆନ୍ତା ଓସାଗଫିର ଲାନା ଓସାରହାମନା ଆନତା ମାଓଲା-ନା ଫନସୁରନା 'ଆଲାଲ କ୍ରାଟମିଲ କାଫିରିନ) ।

101-⁽³⁾ “ରାସୂଲ ତାର ପ୍ରଭୁର ପକ୍ଷ ଥେକେ ଯା ତାର କାହେ ନାଯିଲ କରା ହେଁବେ ତାର ଉପର ଈମାନ ଏନେହେନ ଏବଂ ମୁମିନଗଣଙ୍କ । ପ୍ରତ୍ୟେକେଇ ଈମାନ ଏନେହେ ଆଙ୍ଗାହୁ ଉପର, ତାଁର ଫେରେଶ୍ଵାଗଣ, ତାଁର କିତାବସମ୍ମହ ଏବଂ ତାଁର ରାସୂଲଗଣେର ଉପର । ଆମରା ତାଁର ରାସୂଲଗଣେର କାରାତ ମଧ୍ୟେ ତାରତମ୍ୟ କରି ନା । ଆର ତାରା ବଲେ, ଆମରା ଶୁଣେଛି ଓ ମେନେ ନିଯେଛି । ହେ ଆମାଦେର ରବ! ଆପନାର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏବଂ ଆପନାର ଦିକେଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନଶ୍ଵଳ । ଆଙ୍ଗାହୁ କାରୋ ଉପର ଏମନ କୋନ ଦୟିତ୍ବ ଚାପିଯେ ଦେନ ନା ଯା ତାର ସାଧ୍ୟାତୀତ । ସେ ଭଲ ଯା ଉପାର୍ଜନ କରେ ତାର ପ୍ରତିଫଳ ତାରଇ, ଆର ମନ୍ଦ ଯା କାମାଇ କରେ ତାର ପ୍ରତିଫଳ ତାର ଉପରଇ ବର୍ତ୍ତାୟ । ‘ହେ ଆମାଦେର ରବ! ଯଦି ଆମରା ବିଶ୍ୱାସ ହଇ ଅଥବା ଭୁଲ କରି ତବେ ଆପଣି ଆମାଦେରକେ ପାକଡ଼ାଓ କରବେନ ନା । ହେ ଆମାଦେର ରବ! ଆମାଦେର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀଗଣେର ଉପର ଯେମନ ବୋବା ଚାପିଯେ ଦିଯେଛିଲେନ ଆମାଦେର ଉପର ତେମନ ବୋବା ଚାପିଯେ

দিবেন না। হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না যার সামর্থ আমাদের নেই। আর আপনি আমাদের পাপ মোচন করুন, আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি দয়া করুন, আপনিই আমাদের অভিভাবক। অতএব কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করুন।”^{১৩৭}

١٠٩- (٤) ﴿بِاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ، وَبِكَ أَرْفَعْهُ، فَإِنْ أَمْسِكْتَ نَفْسِيْ، فَأَرْجِمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا، بِمَا تَحْفَظْ بِهِ عِبَادُكَ الصَّالِحِينَ﴾

(বিইসমিকা)^{১৩৮} রবী ওয়াদা'তু জাস্বী, ওয়া বিকা আরফা'উহ, ফাইন আমসাত্তা নাফসী ফারহামহা, ওয়াইন আরসালতাহা ফাহফায়হা বিমা

¹³⁷ সূরা আল-বাকারা ২৮৫-২৮৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: যে ব্যক্তি রাতের বেলা সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত পড়বে, তা তার জন্য যথেষ্ট হবে। বুখারী, ফাতহুল বারীসহ, ৯/৯৪, ৪০০৮; মুসলিম ১/৫৫৪, নং ৪০৭।

¹³⁸ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: ‘তোমাদের কোনো ব্যক্তি তার বিছানা ত্যাগ করলো, আবার ঘুমাতে ফিরে এলো সে যেনেো তার চাদর বা লুঙ্গির আঁচল দিয়ে তিনবার বিছানাটি বেড়ে নেয়। আর যেন সে বিসমিল্লাহ পড়ে, (আল্লাহর নাম নেয়); কেননা সে জানে না যে, তার চলে যাবার পর এতে কী পতিত হয়েছে। তারপর সে যখন শোয়, তখন যেনেো এ দো'আটি বলে। (হাদীসে বর্ণিত صفة إزاره শব্দের অর্থ হচ্ছে, চাদরের পাশ্বদিকস্থ অংশ। এর জন্য দেখুন, নিহায়া ফী গারিবিল হাদীস ওয়াল আসার’ ‘صنف’।)

তাহ্ফায় বিহী 'ইবা-দাকাস সা-লিহীন)।

১০২-^(৪) “আমার রব! আপনার নামে আমি আমার পার্শ্বদেশ রেখেছি (শুয়েছি) এবং আপনারই নাম নিয়ে আমি তা উঠাবো। যদি আপনি (যুমন্ত অবস্থায়) আমার প্রাণ আটকে রাখেন, তবে আপনি তাকে দয়া করুন। আর যদি আপনি তা ফেরত পাঠিয়ে দেন, তাহলে আপনি তার হেফায়ত করুন যেভাবে আপনি আপনার সৎকর্মশীল বান্দাগণকে হেফায়ত করে থাকেন।”^{১৩৯}

১০৩-^(৫) ﴿اللَّهُمَّ إِنَّكَ حَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، لَكَ مَمْتَهَا وَمَحْيَاها، إِنْ أَحْيِيهَا فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمْتَهَا فَاغْفِرْ لَهَا. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ﴾

(আল্লাহ-হুম্মা ইন্নাকা খালাতা নাফসী ওয়া আন্তা তাওয়াফুফাহা। লাকা মামা-তুহা ওয়া মাহাইয়া-হা। ইন্ন আহাইয়াইতাহা ফাহ্ফায়হা ওয়াইন আমাতাহা ফাগফির লাহা। আল্লাহ-হুম্মা ইন্নী আস্তালুকাল 'আ-ফিয়াতা)।

১০৩-^(৫) “হে আল্লাহ! নিশ্চয় আপনি আমার আত্মাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনি তার মৃত্যু ঘটাবেন। তার মৃত্যু ও তার জীবন আপনার মালিকানায়। যদি তাকে বাঁচিয়ে রাখেন তাহলে আপনি তার হেফায়ত

¹³⁹ বুখারী, ফাতহুল বারীসহ ১১/১২৬, নং ৬৩২০; মুসলিম ৮/২০৮৪, নং ২৭১৪।

করুন, আর যদি তার মৃত্যু ঘটান তবে তাকে মাফ করে দিন। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে নিরাপত্তা চাই।”^{১৪০}

۱۰۴- ﴿اللَّهُمَّ قَنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ﴾

(আল্লা-হুম্মা কিন্তু ‘আয়া-বাকা ইয়াওমা তাব’আছু ‘ইবা-দাকা)।

১০৪-^(৬) “হে আল্লাহ! ^{১৪১} আমাকে আপনার আয়াব থেকে রক্ষা করুন, যেদিন আপনি আপনার বান্দাদেরকে পুনর্জীবিত করবেন।”^{১৪২}

۱۰۵- ﴿بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا﴾

(বিস্মিকাল্লা-হুম্মা আমৃত ওয়া আহইয়া)।

১০৫-^(৭) “হে আল্লাহ! আপনার নাম নিয়েই আমি মরছি (ঘুমাচ্ছি) এবং আপনার নাম নিয়েই জীবিত (জাগ্রত) হবো।”^{১৪৩}

۱۰۶- ﴿سُبْحَانَ اللَّهِكُ (ثَلَاثَةِ ثَلَاثَةِ) وَالْحَمْدُ لِلَّهِكُ (ثَلَاثَةِ ثَلَاثَةِ) وَاللَّهُ أَكْبَرُ (أَرْبَعُو ثَلَاثَةِ)﴾

¹⁴⁰ মুসলিম ৮/২০৮৩, নং ২৭১২; আহমাদ, তাঁর শব্দে ২/৭৯, নং ৫৫০২।

¹⁴¹ “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘুমানোর ইচ্ছা করতেন তখন তাঁর ডান হাত তাঁর গালের নীচে রাখতেন, তারপর এ দো‘আটি বলতেন।”

¹⁴² আবু দাউদ, শব্দ তাঁরই, ৮/৩১১, নং ৫০৪৫; তিরমিয়ী, নং ৩৩৯৮; আরও দেখুন, সহীহত তিরমিয়ী, ৩/১৪৩; সহীহ আবী দাউদ, ৩/২৪০।

¹⁴³ বুখারী, (ফাতহল বারীসহ) ১১/১১৩, নং ৬৩২৪; মুসলিম ৮/২০৮৩, নং ২৭১১।

(সুবহা-নাল্লাহ, (৩৩ বার) আলহামদুলিল্লাহ-হ (৩৩ বার) আল্লাহ-হ আকবার
(৩৪ বার)-)

১০৬-^(৩) আল্লাহ অতি-পবিত্র (৩৩ বার), সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য
(৩৩ বার), আল্লাহ অতি-মহান (৩৪ বার)।^{১৪৪}

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالْيَقِنُ الْحَقُّ وَالنَّوْءُ، وَمُنْزَلُ التَّوْرَاةِ
وَالْإِنْجِيلِ، وَالْفُرْقَانِ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ، أَنْتَ آخِذُ بِنَا صِيَّبَتِهِ،
اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ
شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ
شَيْءٌ، أَقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ۔

(আল্লাহ-হস্মা রববাস্ সামা-ওয়া-তিস্ সাব-ই ওয়া রববাল 'আরশিল
'আযীম, রববনা ওয়া রববা কুল্লি শাই'ইন, ফা-লিকাল হাবি ওয়ান-
নাওয়া, ওয়া মুনয়লাত্-তাওরা-তি ওয়াল ইনজীলি ওয়াল ফুরক্কা-ন,

¹⁴⁴ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী এবং ফতেমাকে বলেন:
আমি কি তোমাদেরকে এমন কিছু বলে দিবো না যা তোমাদের জন্য খাদেম
অপেক্ষাও উত্তম হবে? যখন তোমরা তোমাদের বিছানায় যাবে, তখন তোমরা
দু'জনে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ, এবং ৩৪ বার
বলবে, যা তা খাদেম অপেক্ষাও তোমাদের জন্য উত্তম হবে'। বুখারী,
(ফাতহল বারীসহ) ৭/৭১, নং ৩৭০৫; মুসলিম ৪/২০৯১, নং ২৭২৬।

আ'উয়ু বিকা মিন শাররি কুল্লি শাই'ইন্স আনতা আ-খিযুম-বিনা-সিয়াতিহি। আল্লা-হস্মা আনতাল আউওয়ালু ফালাইসা কাবলাকা শাইউন। ওয়া আনতাল আ-খিরু ফালাইসা বাদাকা শাইউন। ওয়া আনতায যা-হিরু ফালাইসা ফাওকাকা শাইউন। ওয়া আনতাল বা-ত্তিনু ফালাইসা দূনাকা শাইউন। ইকবি 'আল্লাদ্দ-দাইনা ওয়া আগনিনা মিনাল ফাকরি)।

১০৭-^(৯) হে আল্লাহ! হে সপ্ত আকাশের রব, যমিনের রব, মহান 'আরশের রব, আমাদের রব ও প্রত্যেক বস্ত্র রব, হে শস্য-বীজ ও আঁটি বিদীর্ণকারী, হে তাওরাত, ইনজীল ও কুরআন নাখিলকারী, আমি প্রত্যেক এমন বস্ত্র অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, যার (মাথার) অগ্রভাগ আপনি ধরে রেখেছেন (নিয়ন্ত্রণ করছেন)। হে আল্লাহ! আপনিই প্রথম, আপনার পূর্বে কিছুই ছিল না; আপনি সর্বশেষ, আপনার পরে কোনো কিছু থাকবে না; আপনি সব কিছুর উপরে, আপনার উপরে কিছুই নেই; আপনি সর্বনিকটে, আপনার চেয়ে নিকটবর্তী কিছু নেই, আপনি আমাদের সমস্ত ঝণ পরিশোধ করে দিন এবং আমাদেরকে অভাবগ্রস্ততা থেকে অভাবমুক্ত করুন।”¹⁴⁵

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الرَّبِّ الْعَظِيمِ أَطْعَمْنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَأَوْأَنَا فَكَمْ مِمْنَ لَا
كَافِي لَهُ وَلَا مُؤْوِي^(১০) ।

(আলহামদু লিল্লাহ-হিল্লায়ী আত'আমানা, ওয়া সাক্কা-না, ওয়া কাফ্তা-না, ওয়া আ-ওয়ানা, ফাকাম্ মিস্যান লা কা-ফিয়া লাহু, ওয়ালা মু'উইয়া)।

¹⁴⁵ মুসলিম ৮/২০৮৪, নং ২৭১৩।

১০৮-^(১০) “সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে আহার করিয়েছেন, পান করিয়েছেন, আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন। কেননা, এমন বহু লোক আছে যাদের প্রয়োজনপূর্ণকারী কেউ নেই এবং যাদের আশ্রয়দানকারীও কেউ নেই।”^{১৪৬}

১০৯-^(১১) ﴿اللَّهُمَّ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ
كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي
وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَهُ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجْرِهُ إِلَيْ
مُسْلِمٍ﴾

(আল্লা-হুম্মা ‘আ-লিমাল গাইবি ওয়াশ শাহা-দাতি, ফা-ত্তিরাস সামা-
ওয়া-তি ওয়াল আরদি, রাববা কুল্লি শাই-ইন ওয়া মালীকাহ, আশহাদু
আল্লা ইলা-হা ইল্লা আনতা, আ-উয়ু বিকা মিন শাররি নাফসী, ওয়ামিন
শাররিশ শাইত্তা-নী ওয়াশিরাকিহী/ওয়াশারাকিহী, ওয়া আন আকতারিফা
‘আলা নাফসী সু’আন আউ আজুররাহ ইলা মুসলিম)

১০৯-^(১১) “হে আল্লাহ! হে গায়েব ও উপস্থিতের জ্ঞানী, হে আসমানসমূহ
ও যমীনের স্থষ্টা, হে সব কিছুর রব ও মালিক! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,
আপনি ছাড়া আর কোনো হক ইলাহ নেই। আমি আপনার কাছে আশ্রয়
চাই আমার আত্মার অনিষ্ট থেকে, শয়তানের অনিষ্টতা থেকে ও তার

¹⁴⁶ মুসলিম ৮/২০৮৫, নং ২৭১৫।

শির্ক বা তার ফাঁদ থেকে, আমার নিজের উপর কোনো অনিষ্ট করা, অথবা কোনো মুসলিমের দিকে তা টেনে নেওয়া থেকে।”¹⁴⁷

১১০-^(১২) আলিফ লাম মীম তানযীলায সাজদাহ ও তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক’ সূরাদ্বয় পড়বে।¹⁴⁸

১১১-^(১৩) ﴿اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَوَّصَّتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَجَهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَأَجْأَتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأً وَلَا مَنْجَأً مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، أَمْنَتُ بِكَتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ﴾

(আল্লা-হস্মা আস্লামতু নাফ্সী ইলাইকা, ওয়া ফাউওয়াদ্বতু আমরী ইলাইকা, ওয়া ওয়াজাহতু ওয়াজহিয়া ইলাইকা, ওয়াআলজা’তু যাহ্রী ইলাইকা, রাগবাতান ওয়া রাহবাতান ইলাইকা, লা মালজা’আ ওয়ালা মান্জা’ মিনকা ইল্লা ইলাইকা, আ-মানতু বিকিতা-বিকাল্লাযী আনযালতা ওয়াবিনা-বিয়িকাল্লাযী আরসালতা)।

¹⁴⁷ আবু দাউদ, ৪/৩১৭, নং ৫০৬৭; তিরমিয়ী, নং ৩৬২৯; আরও দেখুন, সহীভূত তিরমিয়ী, ৩/১৪২।

¹⁴⁸ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম সূরা সাজদা এবং সূরা মুলক না পড়ে ঘূমাতেন না। তিরমিয়ী, নং ৩৪০৮; নাসাই, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, নং ৭০৭। আরও দেখুন, সহীভূল জামে’ ৪/২৫৫।

১১১-^(১৩) “হে আল্লাহ! ^{১৪৯} আমি নিজেকে আপনার কাছে সঁপে দিলাম। আমার যাবতীয় বিষয় আপনার কাছেই সোপর্দ করলাম, আমার চেহারা আপনার দিকেই ফিরলাম, আর আমার পৃষ্ঠদেশকে আপনার দিকেই ন্যস্ত করলাম; আপনার প্রতি অনুরাগী হয়ে এবং আপনার ভয়ে ভীত হয়ে। একমাত্র আপনার নিকট ছাড়া আপনার (পাকড়াও) থেকে বাঁচার কোনো আশ্রয়স্থল নেই এবং কোনো মুক্তির উপায় নেই। আমি ঈমান এনেছি আপনার নায়িলকৃত কিতাবের উপর এবং আপনার প্রেরিত নবীর উপর।”^{১৫০}

২৯. রাতে যখন পার্শ্ব পরিবর্তন করে তখন পড়ার দো'আ

— ۱۱۹ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا**
الْعَزِيزُ الْعَفَّارُ۔

¹⁴⁹ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন তুমি বিছানা গ্রহণ করবে, তখন নামায়ের মত ওয়ু করবে, তারপর তোমার ডান পার্শ্বদেশে শুয়ে পড়বে। তারপর বল, আল-হাদীস।

¹⁵⁰ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে এ দো'আটি শিক্ষা দিলেন, তাকে বলেন: যদি তুম এ রাতে মারা যাও তবে ‘ফিতরাত’ তথা দীন ইসলামের উপর মারা গেলে। বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ১১/১১৩, নং ৬৩১৩; মুসলিম ৪/২০৮১, নং ২৭১০।

(ଲା) ଇଲା-ହା ଇଲାଲ୍ଲା-ହଲ ଓଯାହିଦୁଲ କାହହାରୁ ରବୁସ୍ ସାମା-ଓଯା-ତି ଓଯାଲ-ଆରାଦି ଓଯାମା ବାଇନାହମାଲ-‘ଆୟୀୟଲ ଗାଫଫାର) ।

୧୧୨- “ମହାପ୍ରତାପଶାଲୀ ଏକ ଆଜ୍ଞାହ ଛାଡ଼ା ଆର କୋନୋ ହକ ଇଲାହ ନେଇ । (ତିନି) ଆସମାନସମ୍ମୁହ, ଯମୀନ ଏବଂ ଏ ଦୁ’ଯେର ମଧ୍ୟାସ୍ଥିତ ସବକିଛୁର ରବ, ପ୍ରବଲପରାକ୍ରମଶାଲୀ, ପରମ କ୍ଷମାଶୀଳ ।”¹⁵¹

୩୦. ଘୁମନ୍ତ ଅବସ୍ଥାଯ ଭଯ ଏବଂ ଏକାକିତ୍ତେର ଅସ୍ତିତ୍ବେ ପଡ଼ାର ଦୋଷା
 ୧୧୩- **أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الْتَّامَّاتِ مِنْ غَصَبٍ وَّعَقَابٍ وَشَرِّ عَبَادٍ**
وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ ॥

(ଆ’ଟ୍ଯୁ ବିକାଲିମା-ତିଲାହିଭା-ସ୍ମାତି ମିନ୍ ଗାଦାବିହି ଓଯା ଇକା-ବିହି ଓଯା ଶାରାରି ଇବା-ଦିହି ଓଯାମିନ ହାମାଯା-ତିଶ୍ଶାଯା-ତ୍ତୀନି ଓଯା ଆନ ଇଯାହଦୁରନ) ।

¹⁵¹ ଆୟେଶୀ ରାଦିଯାଲ୍ଲାହୁ ଆନହା ବଲେନ, ରାସ୍ତୁଲୁଲ୍ଲାହ ସାଲ୍ଲାଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ଓଯାସାଲ୍ଲାମ ରାତେ ସଖନ ବିଛାନାୟ ପାର୍ଶ୍ଵ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରତେନ ତଖନ ତା ବଲତେନ । ହାଦୀସଟି ସଂକଳନ କରେଛେନ, ହାକେମ ଏବଂ ତିନି ତା ସହିହ ବଲେଛେନ, ଆର ଇମାମ ଯାହାବୀ ତାକେ ସମର୍ଥନ କରେଛେନ, ୧/୫୪୦; ନାସାଇ, ଆମାଲୁଲ ଇଯାଓମି ଓଯାଲ୍ଲାଇଲା, ନଂ ୨୦୨; ଇବନୁସ ସୁନ୍ନି, ନଂ ୭୫୭ । ଆରଓ ଦେଖୁନ, ସହିଭୁଲ ଜାମେ’ ୪/୨୧୩ ।

১১৩- “আমি আশ্রয় চাই আল্লাহর পরিপূর্ণ কালামসমূহের অসীলায় তাঁর ক্রোধ থেকে, তাঁর শান্তি থেকে, তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট থেকে, শয়তানদের কুমন্ত্রণা থেকে এবং তাদের উপস্থিতি থেকে।”¹⁵²

৩১. খারাপ স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্ন দেখে যা করবে

১১৪- ^(১) “তার বাম দিকে হাঙ্কা থুতু ফেলবে।” (৩ বার)¹⁵³

^(২) “শয়তান থেকে এবং যা দেখেছে তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে প্রার্থনা করবে।” (৩ বার)¹⁵⁴

^(৩) “কাউকে এ ব্যাপারে কিছু বলবে না।”¹⁵⁵

^(৪) “অতঃপর যে পার্শ্বে সে ঘূর্মিয়েছিল তা পরিবর্তন করবে।”¹⁵⁶

১১৫- ^(৫) “যদি ইচ্ছা করে তবে উঠে সালাত আদায় করবে।”¹⁵⁷

¹⁵² আবু দাউদ ৮/১২, নং ৩৮৯৩; তিরমিয়ী, নং ৩৫২৮। আরও দেখুন, সহীহত তিরমিয়ী ৩/১৭১।

¹⁵³ মুসলিম, ৮/১৭৭২, নং ২২৬১।

¹⁵⁴ মুসলিম, ৮/১৭৭২, ১৭৭৩, নং ২২৬১, ২২৬২।

¹⁵⁵ মুসলিম, ৮/১৭৭২, নং ২২৬১ ও নং ২২৬৩।

¹⁵⁶ মুসলিম, ৮/১৭৭৩, নং ২২৬১।

¹⁵⁷ মুসলিম ৮/১৭৭৩, নং ২২৬৩।

৩২. বিত্রের কুনুতের দোশ্বা

۱۱۶- (۱) ﴿اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيهِنَّ هَدْيَتَ وَعَافِنِي فِيهِنَّ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيهِنَّ
تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيهِنَّ أَعْظَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا
يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذَلُّ مَنْ وَالْيُتَ وَلَا يَعْزُزُ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارِكْتَ رَبَّنَا
وَتَعَالَيْتَ﴾

(আল্লাহ-হৃস্মাইদিনী ফীমান হাদাইতা ওয়া ‘আ-ফিনী ফীমান ‘আ-ফাইতা ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওয়াল্লাইতা ওয়াবা-রিক লী ফীমা ‘আ-ত্বাইতা ওয়াকিনী শাররা মা কাদাইতা ফাইন্নাকা তাকুদ্বী ওয়ালা ইউল্বুদ্বা ‘আলাইকা / ইন্নাহ লা ইয়াযিন্নু মাও ওয়া-লাইতা, [ওয়ালা ইয়া-ইযু মান ‘আ-দাইতা,] তাবা-রক্তা রক্বানা ওয়া তা‘আ-লাইতা)।

১১৬- (۲) “হে আল্লাহ! আপনি যাদেরকে হেদায়াত করেছেন তাদের মধ্যে আমাকেও হেদায়াত দিন, আপনি যাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন তাদের মধ্যে আমাকেও নিরাপত্তা দিন, আপনি যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছেন, তাদের মধ্যে আমার অভিভাবকত্বও গ্রহণ করুন, আপনি আমাকে যা দিয়েছেন তাতে বরকত দিন। আপনি যা ফয়সালা করেছেন তার অকল্যাণ থেকে আমাকে রক্ষা করুন। কারণ আপনিই চুড়ান্ত ফয়সালা দেন, আপনার বিপরীতে ফয়সালা দেওয়া হয় না। আপনি যার সাথে বন্ধুত্ব করেছেন সে অবশ্যই অপমানিত হয় না [এবং আপনি যার

সাথে শক্রতা করেছেন সে সম্মানিত হয় না।] আপনি বরকতপূর্ণ হে আমাদের রব! আর আপনি সুউচ্চ-সুমহান”^{১৫৮}।

۱۱۷ ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخْطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقوَبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أُحِصِّنَ شَيْئاً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَتَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ﴾^(১)

(আল্লাহ-হস্মা ইন্নী আউয়ুবিরিদ্বা-কা মিন সাখাত্তিকা, ওয়া বিমু’আ-ফা-তিকা মিন উকুবাতিকা, ওয়া আউয়ু বিকা মিনকা, লা উহ্সী সানা-আন আলাইকা, আনতা’ কামা আসনাইতা ‘আলা নাফসিকা)।

১১৭-(২) “হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে অসন্তুষ্টি থেকে, আর আপনার নিরাপত্তার মাধ্যমে আপনার শান্তি থেকে আশ্রয় চাই। আর আমি আপনার নিকটে আপনার (পাকড়াও) থেকে আশ্রয় চাই। আমি আপনার প্রশংসা গুনতে সক্ষম নই; আপনি সেরুপই, যেরুপ প্রশংসা আপনি নিজের জন্য করেছেন।”^{১৫৯}

¹⁵⁸ সুনান গ্রন্থকারগণ, আহমাদ, দারামী ও বাইহাকী এ হাদীসটি সংকলন করেছেন। আবু দাউদ, নং ১৪২৫; তিরমিয়ী, নং ৪৬৪; নাসাই, নং ১৭৪৪; ইবন মাজাহ, নং ১১৭৮; আহমাদ, নং ১৭১৮; দারামী, নং ১৫৯২; হাকিম, ৩/১৭২; বাইহাকী, ২/২০৯। আর দু’ ব্রাকেটের মাঝখানের অংশ বাইহাকীর। আরও দেখুন, সহীভুত তিরমিয়ী ১/১৪৪, সহীহ ইবন মাজাহ, ১/১৯৪; ইরওয়াউল গালীল, লিল আলবানী, ২/১৭২।

¹⁵⁹ সুনান গ্রন্থকারগণ ও আহমাদ হাদীসটি সংকলন করেছেন। আবু দাউদ, নং ১৪২৭; তিরমিয়ী, নং ৩৫৬৬; নাসাই, নং ১৭৪৬; ইবন মাজাহ, নং ১১৭৯;

۱۱۸- (۲) ﴿اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَإِلَيْكَ نُصَلِّی وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَی وَنَحْفِدُ،
نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَی عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحُقٌ. اللَّهُمَّ إِنَّا
نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُنْتَهِی عَلَيْكَ الْخَيْرُ، وَلَا نَكُفُرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ،
وَنَخْصُصُ لَكَ، وَنَخْلُعُ مَنْ يَكْفُرُكَ﴾.

(আল্লা-হস্মা ইয়াকা না'বুদু, ওয়ালাকা নুসাল্লী, ওনাসজ্জাদু, ওয়া ইলাইকা
নাস'আ, ওয়া নাহফিদু, নারজু রাহ্মাতাকা, ওয়া নাখশা 'আয়া-বাকা, ইন্না
'আয়া-বাকা বিলকাফিরীনা মুলহাকু। আল্লা-হস্মা ইন্না নাসতা'ঙ্গুকা ওয়া
নাসতাগফিরুকা, ওয়া নুসন্নী 'আলাইকাল খাইরা, ওয়ালা- নাকফুরুকা,
ওয়ানু'মিনু বিকা, ওয়া নাখব্বাউ লাকা, ওয়ানাখলা'উ মাই ইয়াকফুরুকা।)

۱۱۸- (۳) “হে আল্লাহ! আমরা আপনারই ইবাদত করি; আপনার জন্যই
সালাত আদায় করি ও সিজদা করি; আমরা আপনার দিকেই দৌড়াই
এবং দ্রুত অগ্রসর হই; আমরা আপনার করুণা লাভের আকাঙ্ক্ষা করি
এবং আপনার শান্তিকে ভয় করি। নিশ্চয় আপনার শান্তি কাফেরদেরকে
পাবে।”

“হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা আপনার কাছে সাহায্য চাই, আপনার কাছে
ক্ষমা চাই, আপনার উত্তম প্রশংসা করি, আপনার সাথে কুফরি করি না,

আহমাদ, নং ৭৫১। আরও দেখুন, সহীহত তিরমিয়ী, ৩/১৮০; সহীহ ইবন
মাজাহ, ১/১৯৪, আল-ইরওয়া, ২/১৭৫।

আপনার উপর ঈমান আনি, আপনার প্রতি অনুগত হই, আর যে
আপনার সাথে কুফরি করে আমরা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি।”^{১৬০}

৩৩. বিত্রের নামায থেকে সালাম ফিরানোর পরের যিকৃ

«سُبْحَانَ الْهَمَّةِ الْقُلُوبِ» - ۱۱۹

(সুবহা-নাল মালিকিল কুদুস)

১১৯- “কতই না পবিত্র-মহান সেই মহাপবিত্র বাদশা!”

তিনবার বলতেন; তৃতীয়বারে উচ্চস্থরে টেনে টেনে পড়ে বলতেন,

«رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ»

([রাবিল মালা-ইকাতি ওয়ার-রহ])।

“[যিনি ফেরেশতা ও রহ -এর রব।]”^{১৬১}

¹⁶⁰ হাদীসটি বায়হাকী তাঁর ‘আস-সুনানুল কবরা’ গ্রন্থে সংকলন করেছেন এবং
তার সনদ বিশুদ্ধ বলেছেন, ২/২১১। আর শাইখ আলবানী ইরওয়াউল গালীল
এর ২/১৭০ এ বলেন, ‘এর সনদ বিশুদ্ধ। আর তা উমর রা. থেকে মওকুফ
হাদীসে বর্ণিত।

¹⁶¹ নাসাই, ৩/২৮৮, নং ১৭৩৪; দারা কুতনী, ২/৩১ ও অন্যান্যগণ। আর দুই
ব্রাকেটের মাঝখানের অংশ দারা কুতনীতে ২/৩১, নং ২ বেশি বর্ণিত। যার

৩৪. দুঃখ ও দুশ্চিন্তার সময় পড়ার দোশআ

۱۲۰- (۱) ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمْتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ،
مَا أَصِيلُ فِي حُكْمِكَ، عَدْلُ فِي قَضَاؤِكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمِّيَتَ
بِهِ نَفْسِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ
اسْتَأْتَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي،
وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي﴾.

(আল্লাহ-হস্মা ইন্নামি ‘আবদুকা ইবনু ‘আবদিকা ইবনু আমাতিকা, না-সিয়াতী বিয়াদিকা, মা-ব্রিন ফিয়া হুকমুকা, ‘আদলুন ফিয়া কাদ্বা-যুকা, আসআনুকা বিকুণ্ঠি ইসমিন্ হুয়া লাকা সাম্মাইতা বিহি নাফসাকা, আও আনযালতাহ ফী কিতা-বিকা আও ‘আল্লামতাহ আহাদাম-মিন খালকিকা আও ইস্তাসারতা বিহী ফী ‘ইলমিল গাইবি ‘ইন্দাকা, আন্ তাজ-আলাল কুরআ-না রবী‘আ কালবী, ওয়া নূরা সাদ্রী, ওয়া জালা‘আ হ্যনী ওয়া যাহা-বা হাস্মী)।

১২০-^(১) “হে আল্লাহ! আমি আপনার বান্দা, আপনারই এক বান্দার পুত্র এবং আপনার এক বাঁদীর পুত্র। আমার কপাল (নিয়ন্ত্রণ) আপনার হাতে;

সনদ বিশুদ্ধ। আরও দেখুন, শু‘আইব আল-আরনাউত ও আবদুল কাদের আল-আরনাউত এর ‘যাদুল মা‘আদ’ গ্রন্থের সম্পাদনা ১/৩৩৭।

আমার উপর আপনার নির্দেশ কার্যকর; আমার ব্যাপারে আপনার ফয়সালা ন্যায়পূর্ণ। আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি আপনার প্রতিটি নামের উসীলায়; যে নাম আপনি নিজের জন্য নিজে রেখেছেন অথবা আপনার আপনার আপনি আপনার কিতাবে নাযিল করেছেন অথবা আপনার সৃষ্টজীবের কাউকেও শিখিয়েছেন অথবা নিজ গায়েবী জ্ঞানে নিজের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছেন—আপনি কুরআনকে বানিয়ে দিন আমার হৃদয়ের প্রশান্তি, আমার বক্ষের জ্যোতি, আমার দুঃখের অপসারণকারী এবং দুশ্চিন্তা দূরকারী।”¹⁶²

۱۶۱- ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ﴾

(আজ্ঞা-হস্তা ইনি আউয়ু বিকা মিনাল হাস্মি ওয়াল হায়ানি, ওয়াল ‘আজাযি ওয়াল কাসালি, ওয়াল বুখলি ওয়াল জুবনি, ওয়া দালা-ইদ দ্বাইনে ওয়া গালাবাতির রিজা-লি)

¹⁶² আহমাদ ১/৩৯১, নং ৩৭১২। আর শাইখ আলবানী তাঁর সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ গ্রন্থে ১/৩৩৭ একে সহীহ বলেছেন।

১২১-^(১) “হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার আশ্রায় নিছি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ থেকে, অপারগতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে, খণ্ডের ভার ও মানুষদের দমন-পীড়ন থেকে।”^{১৬৩}

৩৫. দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির দো'আ

১২২-^(১) ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ
الْعَرْشِ الْكَرِيمِ﴾.

(লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ-ৰুল ‘আয়ীমুল হালীম, লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ-ৰুল রবুল ‘আরশিল ‘আয়ীম, লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ-ৰুল রবুস সামা-ওয়া-তি ওয়া রবুল আরবি ওয়া রবুল ‘আরশিল কারীম)।

১২২-^(১) “আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই, তিনি মহান ও সহিষ্ণু।
‘আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই, তিনি মহান আরশের রব।

¹⁶³ বুখারী, ৭/১৫৮, নং ২৮৯৩; সেখানে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দো'আটি বেশি বেশি করতেন। আরও দেখুন, বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ১১/১৭৩; আরও দেখুন যা পৃষ্ঠায় ১৩৭ নং এ বর্ণিত হবে।

আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই, তিনি আসমানসমূহের রব, যমীনের রব এবং সম্মানিত আরশের রব।”^{১৬৪}

«اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكْلِنِي إِلَى نَفْسِي طُرْفَةَ عَيْنٍ،
وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ». ^(১৬৩)

(আল্লা-হুম্মা রহমাতাকা আরজু ফালা তাকিলনী ইলা নাফসী ত্বারফাতা আইন, ওয়া আসলিহ লী শানি কুল্লাহ, লা ইলা-হা ইল্লা আনতা)।

১২৩-^(১) “হে আল্লাহ! আমি আপনার রহমতেরই আশা করি। তাই আপনি এক নিমেষের জন্যও আমাকে আমার নিজের কাছে সোপর্দ করবেন না। আপনি আমার সার্বিক বিষয়াদি সংশোধন করে দিন। আপনি ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই।”^{১৬৫}

«لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ». ^(১৬৪)

(লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনায-যা-লিমীন)।

¹⁶⁴ বুখারী, (ফাতহল বারীসহ) ৭/১৫৪, নং ৬৩৪৫; মুসলিম ৮/২০৯২, নং ২৭৩০।

¹⁶⁵ আবু দাউদ, ৪/৩২৪, নং ৫০৯০; আহমাদ ৫/৮২, নং ২০৪৩০। আর শাইখ আলবানী সহীহ আবি দাউদ গ্রন্তে ৩/৯৫৯ এটাকে হাসান হাদীস বলেছেন।

১২৪-^(৩) “আপনি ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই, আপনি পবিত্র-মহান, নিশ্চয় আমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত।”^{১৬৬}

﴿اللَّهُ اللَّهُ رَبِّيْ لَا شَرِيكَ لِّيْ شَيْئًا﴾^(৪)- ১৫

(আল্লাহ আল্লাহ, রববী, লা উশরিকু বিহী শাই'আন)।

১২৫-^(৮) “আল্লাহ! আল্লাহ! (তিনি) আমার রবব! আমি তাঁর সাথে কোনো কিছু শরীক করি না।”^{১৬৭}

৩৬. শক্র এবং শক্তির ব্যক্তির সাক্ষাতকালে দো'আ

﴿اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ﴾^(৫)- ১৬

(আল্লা-হুম্মা ইন্না নাজ্ঞালুকা ফী নুহুরিহিম ওয়া নাউয়ু বিকা মিন শুরুরিহিম)।

১২৬-^(১) “হে আল্লাহ! আমরা আপনাকে তাদের গলদেশে রাখছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।”^{১৬৮}

¹⁶⁶ তিরমিয়ী ৫/৫২৯, নং ৩৫০৫; হাকেম এবং তিনি একে সহীহ বলেছেন, যাহাবী সেটা সমর্থন করেছেন, ১/৫০৫। আরও দেখুন, সহীহত তিরমিয়ী, ৩/১৬৮।

¹⁶⁷ হাদীসটি সংকলন করেছেন, আবুদাউদ, ২/৮৭, নং ১৫২৫; ইবন মাজাহ, নং ৩৮৮২। আরও দেখুন, সহীহ ইবন মাজাহ, ২/৩৩৫।

۱۶۷- (۲) ﴿اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضْدِي، وَأَنْتَ نَصِيرِي، بِكَ أَحُولُ وَبِكَ أَصُولُ، وَبِكَ أُقَاتِلُ﴾.

(ଆଜିନ୍ଦ୍ରମା ଆନତା ଆଦୁଦୀ, ଓୟା ଆନତା ନାସୀରୀ, ବିକା ଆହୁଲୁ, ଓୟା ବିକା ଆସୁଲୁ, ଓୟା ବିକା ଉରା-ତିଲୁ) ।

۱۶۸- (۲) “ହେ ଆଜ୍ଞାହ! ଆପନି ଆମାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆପନି ଆମାର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ; ଆପନାରଇ ସାହାୟ୍ୟ ଆମି ବିଚରଣ କରି, ଆପନାରଇ ସାହାୟ୍ୟ ଆମି ଆକ୍ରମନ କରି ଏବଂ ଆପନାରଇ ସାହାୟ୍ୟ ଆମି ଯୁଦ୍ଧ କରି ।”^{۱۶۹}

۱۶۸- (۳) ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ﴾.

(ହସବୁନାଜ୍ଞା-ହ ଓୟା ନିମାଲ ଓୟାକିଲ) ।

۱۶۹- (۳) “ଆଜ୍ଞାହଇ ଆମାଦେର ଜନ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ, ଆର ତିନି କତହି ନା ଉତ୍ତମ କର୍ମବିଧାୟକ” ।^{۱۷۰}

୩୭. ଶାସକେର ଅଭ୍ୟାସରେ ଭୟ କରଲେ ପଡ଼ାର ଦୋଃଆ

¹⁶⁸ ଆବୁ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱାରା ୨/୮୯, ନଂ ୧୫୩୭; ଆର ହାକେମ ହାଦୀସଟିକେ ସହିହ ବଲେଛେ ଏବଂ ଇମାମ ଯାହାବୀ ଏକେ ସମର୍ଥନ କରେଛେ ୨/୧୪୨ ।

¹⁶⁹ ଆବୁ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱାରା ୩/୪୨, ନଂ ୨୬୩୨; ତିରମିଯୀ ୫/୫୭୨, ନଂ ୩୫୮୪ । ଆର ଓ ଦେଖୁନ, ସହିତ ତିରମିଯୀ, ୩/୧୮୩ ।

¹⁷⁰ ବୁଖାରୀ ୫/୧୭୨, ନଂ ୪୫୬୩ ।

١٢٩- (١) ﴿اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ كُنْ لِي جَارًا مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَأَخْرَابِي مِنْ خَلَائِقَكَ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيَّ أَحَدُ مِنْهُمْ أَوْ يُطْغِي عَزَّ جَارِكَ وَجَلَّ نَنَاؤُكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ﴾.

(আল্লা-হুম্মা রববাস্ সামা-ওয়া-তিস সাব-ঙ্গী, ওয়া রববাল 'আরশিল 'আযীম। কুন লী জারান মিন ফুলানিবনি ফুলানিন, ওয়া আহয়াবিহী মিন খালায়েকিকা, আঁই ইয়াফরুত্তা 'আলাইয়া আহাদুম মিনহুম আও ইয়াত্তগা, আয়া জা-রুকা, ওয়া জাল্লা সানা-উকা, ওয়া লা ইলা-হা ইল্লা আনতা)।

১২৯- (১) “হে আল্লাহ, সাত আসমানের রবব! মহান আরশের রবব! আপনার সৃষ্টিকুলের মধ্য থেকে অমুকের পুত্র অমুকের বিপক্ষে এবং তার বাহিনীর বিরুদ্ধে আপনি আমার আশ্রয়দানকারী হোন; যাতে তাদের কেউ আমার উপর দ্রুত আক্রমণ বা সীমালজ্বন করতে না পারে। আপনার আশ্রিত তো শক্তিশালী, আপনার প্রশংসা তো অতি মহান। আর আপনি ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই।”^{১৭১}

১৩০- (২) ﴿اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَعْزُّ مِنْ خَلْقِهِ جَمِيعًا اللَّهُ أَعْزِزُهُمَا أَخَافُ وَأَحْذَرُ أَعُوذُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمُبِisِكُ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ أَنْ يَقْعُنَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فُلَانٍ وَجُنُودِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ﴾.

¹⁷¹ বুখারী, আল-আদাব আল-মুফরাদ, নং ৭১২। আর শাইখ আলবানী সহীহ আল-আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে, নং ৫৪৫, একে সহীহ বলেছেন।

مِنْ الْجِنِّ وَالإِنْسِ، اللَّهُمَّ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّهِمْ، جَلَّ ثَناؤكَ وَعَزَّ
جَازِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ۔ (৩ বার)

(আল্লাহ-হু আকবার, আল্লাহ-হু আ‘আয়ু মিন খালকিহী জামী‘আন। আল্লাহ-হু
আ‘আয়ু মিস্মা আখা-ফু ওয়া আহযারু। আউযু বিল্লাহিল্লায়ী লা ইলা-হা
ইল্লা হওয়াল মুমসিকুস্স সামা-ওয়া-তিস সাব-স্টি, আন ইয়াকানা আলাল
আরদ্বি ইল্লা বিইয়নিহী, মিন শাররি ‘আবদিকা ফুলা-নিন, ওয়া জুনুদিহী
ওয়া আতবা‘ইহী ওয়া আশইয়া‘ইহী মিনাল জিন্নি ওয়াল ইনসি। আল্লাহ-
হুস্মা কুন লী জা-রান মিন শাররিহিম, জাল্লা সানা-উকা ওয়া ‘আয্যা জা-
রুকা ওয়াতাবা-রকাসমুকা ওয়া লা ইলা-হা গাইরুকা।) (৩ বার)

১৩০-^(২) “আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ তাঁর সমস্ত সৃষ্টি থেকে
মহামর্যাদাবান। আমি যা থেকে ভীত ও শক্তি তার চেয়ে আল্লাহ
মহাপরাক্রমশালী। আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, যিনি ছাড়া আর
কোনো হক ইলাহ নেই, যিনি সাত আসমানের ধারণকারী, তার অনুমতি
ব্যতীত পৃথিবীর উপর পতিত হওয়া থেকে— (আশ্রয় চাই) তাঁর অমুক
বান্দা, তার সৈন্য-সামন্ত, তার অনুসারী ও তার অনুগামী জিন ও
ইনসানের অনিষ্ট থেকে। হে আল্লাহ! তাদের ক্ষতি থেকে আপনি আমার
জন্য আশ্রয়দানকারী হোন। আপনার গুণগান অতি মহান, আপনার

আশ্রিত প্রবল শক্তিশালী, আপনার নাম অতি বরকতময়। আর আপনি ছাড়া কোনো হৰু ইলাহ নেই।”¹⁷² (৩ বার)

৩৮. শক্তির উপর বদ-দোআ

— ۱۳۱ —
اللَّهُمَّ مُنِزِّلُ الْكِتَابِ، سَرِيعُ الْحِسَابِ، اهْزِمُ الْأَخْزَابَ، اللَّهُمَّ
اهْزِمْهُمْ وَزَلِّهُمْ ॥

(আল্লাহ-হস্মা মুন্যিলাল কিতা-বি সারী-আল হিসা-বি ইহযিমিল আহযা-
ব। আল্লাহ-হস্মা হযিমহম ওয়া যালযিলহম।)

১৩১- “হে আল্লাহ, কিতাব নাযিলকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী! আপনি
শক্তিবাহিনীকে পরাভূত করুন। হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে পরাজিত
করুন এবং তাদের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করে দিন।”¹⁷³

৩৯. কোনো সম্প্রদায়কে ভয় করলে যা বলবে

— ۱۳۲ —
اللَّهُمَّ اُفِّي بِهِمْ بِمَا شِئْتَ ॥

¹⁷² বুখারী, আল-আদাব আল-মুফরাদ, নং ৭০৮। আর শাইখ আলবানী সহীহ
আল-আদাবুল মুফরাদ গ্রন্থে, নং ৫৪৬, একে সহীহ বলেছেন।

¹⁷³ মুসলিম, ৩/১৩৬২, নং ১৭৪২।

(আল্লাহ-হস্মাকফিলীহিম বিমা শিতা)।

১৩২- “হে আল্লাহ! আপনি যা ইচ্ছে তা দ্বারাই এদের মোকাবিলায় আমার জন্য যথেষ্ট হোন।”^{১৭৪}

৪০. ঈমানের মধ্যে সন্দেহে পতিত ব্যক্তির দো'আ

১৩৩-^(১) আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করবে (‘আউয়ু বিল্লাহ’ বলবে)।^{১৭৫}

^(২) যে সন্দেহে নিপতিত হয়েছে তা দূর করবে।^{১৭৬}

১৩৪- ^(৩) বলবে,

آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ[॥]

(আ-মানতু বিল্লাহি ওয়া রসুলিহি)

“আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের উপর ঈমান আনলাম।”^{১৭৭}

১৩৫-^(৪) আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী পড়বে,

¹⁷⁴ মুসলিম ৮/২৩০০, নং ৩০০৫।

¹⁷⁵ বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ৬/৩৩৬, নং ৩২৭৬; মুসলিম ১/১২০, নং ১৩৪।

¹⁷⁶ বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ৬/৩৩৬, নং ৩২৭৬; মুসলিম ১/১২০, ১৩৪।

¹⁷⁷ মুসলিম ১/১১৯-১২০, নং ১৩৪।

»**هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ**«

(হয়াল আউয়ালু ওয়াল আ-ধিরু ওয়ায়া-হিরু ওয়াল-বা-ত্তিনু ওয়া হয়া বিকুল্লি শাই'ইন 'আলীম)।

“তিনিই সর্বপ্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই সকলের উপরে, তিনিই সকলের নিকটে এবং তিনি সব কিছু সম্পর্কে সর্বজ্ঞ।”¹⁷⁸

৪১. ঝণ মুক্তির জন্য দো'আ

(১) **اللَّهُمَّ اكْفُنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكِ عَمَّنْ سَوَّاكَ**।¹³⁶

(আল্লা-হস্মাকফিনী বিহালা-লিকা 'আন হারা-মিকা ওয়া আগনিনী বিফাদলিকা 'আস্মান সিওয়া-ক)।

১৩৬-^(১) “হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আপনার হালাল দ্বারা পরিতৃষ্ণ করে আপনার হারাম থেকে ফিরিয়ে রাখুন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা আপনি ছাড়া অন্য সকলের থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী করে দিন।”¹⁷⁹

(২) **اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجَزِ وَالْكَسْلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُنُونِ وَضَلَّعِ الدَّيْنِ وَغَلَبةِ الرِّجَالِ**।¹³⁷

¹⁷⁸ সূরা হাদীদ-৩, আবু দাউদ ৪/৩২৯, নং ৫১১০। আর শাইখ আলবানী সহীহ আবি দাউদ ৩/৯৬২ একে হাসান বলেছেন।

¹⁷⁹ তিরমিয়ী ৫/৫৬০, নং ৩৫৬৩। আরও দেখুন, সহীভুত তিরমিয়ী, ৩/১৮০।

(আল্লাহ-হস্মা ইন্নী আ‘উযু বিকা মিনাল হাস্মি ওয়াল হায়ানি, ওয়া আ‘উযু বিকা মিনাল-আজফি ওয়াল-কাসালি, ওয়া আ‘উযু বিকা মিনাল-বুখলি ওয়াল-জুবনি, ওয়া আ‘উযু বিকা মিন দ্বালাণিদাইনি ওয়া গালাবাতির রিজা-ল)।

১৩৭-^(১) “হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার আশ্রয় নিচ্ছি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ থেকে, অপারগতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে, ঋণের ভার ও মানুষদের দমন-পীড়ন থেকে।”^{১৮০}

৪২. সালাতে ও কেরাআতে শয়তানের কুমক্ষণায় পতিত ব্যক্তির দো‘আ

۱۳۸- *أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ*.

১৩৮- (আ‘উযু বিল্লা-হি মিনাশ শাইঢানির রাজীম)

“বিতাড়িত শয়তান থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় নিচ্ছি।”

অতঃপর বাম দিকে তিনবার থুতু ফেলবে^{১৮১}।

¹⁸⁰ বুখারী, ৭/১৫৮, নং ২৮৯৩। তাছাড়া পূর্বে পৃষ্ঠায় ১২১ নং এ গত হয়েছে।

¹⁸¹ মুসলিম ৪/১৭২৯, ২২০৩। সেখানে এসেছে, উসমান ইবনুল ‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! শয়তান আমার ও আমার নামাযের মাঝে অনুপ্রবেশ করে এবং কিরাআতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সেটা বলার নির্দেশ দেন, তিনি সেটা করার পর আল্লাহ তাঁকে সেটা থেকে মুক্ত করেন।

৪৩. কঠিন কাজে পতিত ব্যক্তির দোঁআ

— ۱۳۹ —
 ﴿اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا﴾

(আল্লাহ-হস্মা লা সাহ্লা ইল্লা মা জা'আলতাহ সাহ্লান, ওয়া আনতা তাজ্বালুল হাযনা ইয়া শি'তা সাহ্লান)।

১৩৯- “হে আল্লাহ! আপনি যা সহজ করেছেন তা ছাড়া কোনো কিছুই সহজ নয়। আর যখন আপনি ইচ্ছা করেন তখন কঠিনকেও সহজ করে দেন।”^{১৮২}

৪৪. পাপ করে ফেললে যা বলবে এবং যা করবে

১৪০- “যদি কোনো বান্দা কোনো পাপ কাজ করে ফেলে, অতঃপর সে উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে এবং দাঁড়িয়ে যায় ও দু রাক'আত

¹⁸² সহীহ ইবন হিবান ২৪২৭, (মাওয়ারিদ); ইবনুস সুন্নী, নং ৩৫১। আর হাফেয (ইবন হাজার) বলেন, এটি সহীহ হাদীস। তাছাড়া আবদুল কাদের আরনাউত ইমাম নওয়াবীর আয়কার গ্রন্থের তাখরীজে পৃ. ১০৬, একে সহীহ বলে মত প্রকাশ করেছেন।

সালাত আদায় করে, তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেবেন।”¹⁸³

৪৫. শয়তান ও তার কুমক্ষণা দূর করার দো'আ

১৪১-^(১) ‘তার থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে’¹⁸⁴ (অর্থাৎ ‘আ'উয়ু বিল্লাহ’ পড়বে)।

১৪২-^(২) ‘আযান দিবে।’¹⁸⁵

১৪৩-^(৩) ‘যিক্র করবে এবং কুরআন পড়বে।’¹⁸⁶

¹⁸³ আবু দাউদ ২/৮৬, ১৫২১; তিরমিয়ী ২/২৫৭, নং ৪০৬; আর শাইখ আলবানী সহীহ আবি দাউদে ১/২৮৩ একে সহীহ বলে ঘত প্রকাশ করেছেন।

¹⁸⁴ আবু দাউদ ১/২০৩, ইবন মাজাহ ১/২৬৫, নং ৮০৭। আর পূর্বে ৩১ নং হাদীসে এর তাখরীজ চলে গেছে। আরও দেখুন, সূরা আল-মুমিনুন এর ৯৭-৯৮।

¹⁸⁵ মুসলিম ১/২৯১; নং ৩৮৯; বুখারী, ১/১৫১, নং ৬০৮।

¹⁸⁶ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তোমরা তোমাদের ঘরসমূহ করে পরিণত করুন না। নিচয় শয়তান এই ঘর থেকে পলায়ন করে যেখানে সূরা বাকারাহ পাঠ করা হয়।” মুসলিম ১/৫৩৯, হাদীস নং ৭৮০। তাছাড়া আরও যা শয়তানকে তাড়িয়ে দেয় তা হচ্ছে, সকাল বিকালের যিক্রসমূহ, ঘুমের যিক্র, জাগ্রত হওয়ার যিক্র, ঘরে প্রবেশের ও ঘর থেকে বের হওয়ার যিক্রসমূহ, মসজিদে প্রবেশের ও মসজিদ থেকে বের হওয়ার

৪৬. যখন অনাকাঞ্জিত কিছু ঘটে, বা যা করতে চায় তাতে বাধাপ্রাপ্ত
হয়, তখন পড়ার দোআ

١٤٤ . ﴿قَدْرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ﴾

(কাদারজ্জাহ-হ, ওয়ামা শা-আ ফা'আলা)

১৪৪- “এটি আল্লাহর ফয়সালা, আর তিনি যা ইচ্ছা করেছেন।”^{১৪৭}

যিক্রসমূহ, ইত্যাদী শরী'আতসম্মত যিক্রসমূহ। যেমন, ঘুমের সময় আয়াতুল কুরসী, সূরা আল-বাকারার সর্বশেষ দু'টি আয়াত। তাছাড়া যে ব্যক্তি “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহ্দাল্ল লা শারীকা লাল্ল, লাল্ল মুলকু ওয়া লাল্ল হামদু, ওয়াহ্যা 'আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর” একশতবার পড়বে, সেটা তার জন্য সে দিনটির জন্য পুরোপুরিই হেফাযতের কাজ দিবে। তদ্রূপ আযান দিলেও শয়তান পলায়ন করে।

^{১৪৭} হাদীসে এসেছে, “শক্তিশালী স্ট্রান্ডার আল্লাহর নিকট উত্তম ও প্রিয় দুর্বল স্ট্রান্ডারের চেয়ে। আর তাদের (স্ট্রান্ডারদের) প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তোমার যা কাজে লাগবে সেটা করার ব্যাপারে সচেষ্ট হও আর আল্লাহর সাহায্য চাও, অপারগ হয়ে যেও না। আর যদি তোমার কোনো অনাকাঞ্জিত বিষয় উদয় হয়, তখন বলো না যে, 'যদি আমি এরকম করতাম তাহলে তা এই এই হতো', বরং বলো, “এটা আল্লাহর ফয়সালা, আর তিনি যা ইচ্ছে করেছেন।” কেননা, 'যদি' শয়তানের কাজের সূচনা করে দেয়।

মুসলিম, ৪/২০৫২, নং ২৬৬৪।

৪৭. সন্তান লাভকারীকে অভিনন্দন ও তার জবাব

١٤٥ - **بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ لَكَ، وَشَكَرْتَ الْوَاهِبِ، وَبَلَغَ أَشْدَدَهُ، وَرُزِقْتَ بِرَبِّهِ[॥]**

(বা-রাকান্না-হু লাকা ফিল মাউহুবি লাক, ওয়া শাকারতাল ওয়া-হিবা, ওয়া বালাগা আশুদ্দাহু, ওয়া রংযিতা বিররাহু)।

১৪৫- “আল্লাহ আপনাকে যা দিয়েছেন তাতে আপনার জন্য বরকত দান করুন, সন্তান দানকারীর শুকরিয়া আদায় করুন, সন্তানটি পরিপূর্ণ বয়সে পদার্পণ করুক এবং তার সম্বুদ্ধার প্রাণ্ত হোন।”^{১৮৮}

অভিনন্দনের জবাবে বলবে

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ، وَجَزَّاكَ اللَّهُ خَيْرًا، وَرَزَقَكَ اللَّهُ مِثْلَهُ، وَأَجْزَلَ ثَوَابَكَ[॥]

(বা-রাকান্না-হু লাকা ওয়া বা-রাকা ‘আলাইকা, ওয়া জায়া-কান্না-হু থাইরান, ওয়া রায়াকাকান্না-হু মিসলাহু ওয়া আজয়ালা সাওয়া-বাকা)।

188 এটি হাসান বসরী রাহিমান্নাহর বাণী হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। দেখুন, তুহফাতুল মাওদূদ লি ইবনিল কাইয়েম, পৃ. ২০; তিনি একে ইবনুল মুনফির এর আল-আওসাত গ্রন্থের দিকে সম্পর্কযুক্ত করেছেন।

“আল্লাহ আপনাকে বরকত দান করুন, আর আপনার উপর বরকত নাফিল করুন। আল্লাহ আপনাকে উভয় প্রতিদান দিন, আর আপনাকেও অনুরূপ দান করুন এবং আপনার সওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধি করুন।”¹⁸⁹

৪৮. যা দ্বারা শিশুদের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়

১৪৬- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা-এর জন্য এই বলে (আল্লাহর) আশ্রয় প্রার্থনা করতেন-

—۱۴۶ *أَعِزُّ كُمَا بِكُلِّهَاٰتِ اللَّهِ التَّامَّةٌ مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَا مَّةٌ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ
لَّا مَّةٌ*

(উইয়ুকুমা বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-স্মাতি মিন কুলি শাইতানি ওয়া হা-স্মাহ, ওয়ামিন কুলি আইনিল্লা-স্মাহ)।

“আমি তোমাদের দু’জনকে আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমাসমূহের আশ্রয়ে নিছি যাবতীয় শয়তান ও বিষধর জন্ত থেকে এবং যাবতীয় ক্ষতিকর চক্ষু (বদনযর) থেকে।”¹⁹⁰

¹⁸⁹ এটি ইমাম নাওয়াবী তার আল-আয়কার গ্রন্থে পৃ. ৩৪৯ উল্লেখ করেছেন। আরও দেখুন, সহীত্তল আয়কার লিন নাওয়াবী, সলীম আল-হিলালী, ২/৭১৩। আর এর বিস্তারিত তাখরীজ দেখার জন্য গ্রন্থকারের ‘আয়-যিকর’ ওয়াদ দো‘আ ওয়াল ‘ইলাজ বির রুক্কা’ গ্রন্থটি দেখুন, পৃ. ১/৮১৬।

৪৯. রোগী দেখতে গিয়ে তার জন্য দো'আ

(۱۴۷) ﴿لَا يَأْتِي سُكُونٌ إِلَّا بِأَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾

(লা বা'সা তুহুরুন ইন শা-আল্লাহ-হ)।

১৪৭-^(১) “কোনো ক্ষতি নেই, আল্লাহ যদি চান তো (রোগটি গুনাহ থেকে) পবিত্রকারী হবে।”^{১৯১}

(سَأَلَ اللَّهُ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ) ^(২) ۱۴۸

(আসআলুল্লাহ-হাল ‘আফীম, রববাল ‘আরশিল ‘আফীম, আই ইয়াশফিয়াকা)। (সাতবার)

১৪৮-^(২) “আমি মহান আল্লাহর কাছে চাচ্ছি, যিনি মহান আরশের রব, তিনি যেন আপনাকে রোগমুক্তি প্রদান করেন।”^{১৯২} (সাতবার)

¹⁹⁰ বুখারী ৪/১১৯, নং ৩৩৭১; ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীস থেকে।

¹⁹¹ বুখারী (ফাতহুল বারীসহ) ১০/১১৮, নং ৩৬১৬।

¹⁹² নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কেউ মৃত্যু আসন্ন নয় এমন কোনো রোগীকে দেখতে গেলে, সে তার সামনে এই দো'আ সাতবার পাঠ করবে, এর ফলে আল্লাহ তাকে (মৃত্যু আসন্ন না হলে) রোগমুক্ত করবেন। এ দো'আ সাতবার পড়বে। তিরমিয়ী, নং ২০৮৩; আবু দাউদ, নং ৩১০৬। আরও দেখুন, ২/২১০; সহীহুল জামে' ৫/১৮০।

৫০. রোগী দেখতে ঘাওয়ার ফর্মালত

১৪৯- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন কোনো লোক তার মুসলিম ভাইকে দেখতে যায়, তখন সে না বসা পর্যন্ত যেন জান্নাতে ফল আহরণে বিচরণ করতে থাকে। অতঃপর যখন সে (রোগীর পাশে) বসে, (আল্লাহর) রহমত তাকে ঢেকে ফেলে। সময়টা যদি সকাল বেলা হয় তবে সন্তুর হাজার ফেরেশতা তার জন্য ক্ষমা ও কল্যাণের দো'আ করতে থাকে বিকাল হওয়া পর্যন্ত। আর যতি সময়টা বিকাল বেলা হয় তবে সন্তুর হাজার ফেরেশতা তার জন্য রহমতের দো'আ করতে থাকে সকাল হওয়া পর্যন্ত।”^{১৯৩}

৫১. জীবনের আশা ছেড়ে দেওয়া রোগীর দো'আ

১৫০- (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَأَرْحَمْنِي، وَأَكْفِنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى).^(১)

(আল্লা-হুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়া আলহিকনী বির রফীকিল আ'লা)।

¹⁹³ তিরমিয়ী, নং ১৬৯; ইবন মাজাহ, নং ১৪৪২; আহমাদ, নং ৯৭৫। আরও দেখুন, সহীহ ইবন মাজাহ ১/২৪৮; সহীহত তিরমিয়ী, ১/২৮৬। তাছাড়া শাইখ আহমাদ শাকেরও হাদীসটি বিশুদ্ধ বলেছেন।

১৫০-^(১) “হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন এবং আমাকে সর্বোচ্চ বন্ধুর সঙ্গ পাইয়ে দিন।”^{১৯৪}

১৫১-^(২) “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত্যুর সময় তাঁর দু'হাত পানিতে প্রবেশ করিয়ে তা দিয়ে তাঁর চেহারা মুছছিলেন এবং বলছিলেন,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرٌ^{১৯৫}

(লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ, ইন্না লিল মাওতি সাকারা-তিন)

“আল্লাহ ব্যতীত কোনো হক ইলাহ নেই, নিশ্য মৃত্যুর রয়েছে বিভিন্ন প্রকার ভয়াবহ কষ্ট।”^{১৯৫}

১৫২-^(৩) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ^{১৯৬} لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ^{১৯৭} لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ^{১৯৮} لَا شَرِيكَ لَهُ^{১৯৯} لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ^{২০০} وَلَهُ الْحَمْدُ^{২০১} لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَهُ^{২০২} الْحُكْمُ^{২০৩} وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ^{২০৪}

(লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহ, লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহ লা শারীকা লাহ, লা ইলা-হা

¹⁹⁴ বুখারী ৭/১০, নং ৪৪৩৫; মুসলিম ৪/১৮৯৩, নং ২৪৪৪।

¹⁹⁵ বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ), ৮/১৪৪, নং ৪৪৪৯; তবে হাদীসে মিসওয়াকের উল্লেখও এসেছে।

ইঁলান্না-হ লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু, লা ইলা-হা ইঁলান্না-হ ওয়ালা
হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইঁলা বিল্লা-হ)

১৫২-^(৩) “আল্লাহ ব্যতীত কোনো হক ইলাহ নেই, আল্লাহ মহান।
একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কোনো হক ইলাহ নেই। একমাত্র আল্লাহ
ব্যতীত কোনো হক ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই। আল্লাহ
ব্যতীত কোনো হক ইলাহ নেই, যাবতীয় রাজত্ব তাঁরই, তার জন্যই
সকল প্রশংসা, আল্লাহ ব্যতীত কোনো হক ইলাহ নেই, আল্লাহর সাহায্য
ছাড়া (পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার) কোনো উপায় এবং (সৎকাজ
করার) কোনো শক্তি নেই।”¹⁹⁶

৫২. মরণাপন্ন ব্যক্তিকে তালকীন (কালেমা স্মরণ করিয়ে দেওয়া)

১৫৩- “যার শেষ কথা হবে-

اللَّهُ أَكْبَرُ
.اللَّهُ أَكْبَرُ

(লা ইলা-হা ইঁলান্না-হ)

196 হাদীসটি ইমাম তিরমিয়ী সংকলন করেছেন, নং ৩৪৩০; ইবন মাজাহ, নং
৩৭৯৪; আর শাইখ আলবানী একে সহীহ বলেছেন। দেখুন, সহীহত তিরমিয়ী
৩/১৫২; সহীহ ইবন মাজাহ ২/৩১৭।

‘আল্লাহ ব্যতীত কোনো হক ইলাহ নেই’— সে জান্মাতে প্রবেশ করবে।”¹⁹⁷

৫৩. কোনো মুসিবতে পতিত ব্যক্তির দোআ

— ১৫৪— **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُونَ. اللَّهُمَّ أَجْرُنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلُفْ لِي خَيْرًاً مِنْهَا** ॥

(ইন্না লিল্লাহ-হি ওয়া ইন্না ইলাহ-ই রাজি-উন। আল্লাহ-হস্মা আজুরনী ফী মুসীবাতী ওয়াখলুফ লী খাইরাম মিনহা)।

১৫৪- “আমরা তো আল্লাহরই। আর নিশ্চয় আমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! আমাকে আমার বিপদে সওয়াব দিন এবং আমার জন্য তার চেয়েও উত্তম কিছু স্তলাভিষিক্ত করে দিন।”¹⁹⁸

৫৪. মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করানোর দোআ

— ১৫৫— **اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِفُلَانِ (بِاسْمِهِ) وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيَّينَ، وَأَخْلُفْ لَهُ فِي عَقِبِيَّ فِي الْغَابِرِيَّينَ، وَأَغْفِرْ لَكَ أَوْلَهُ**

¹⁹⁷ আবু দাউদ ৩/১৯০, নং ৩১৬; আরও দেখুন, সহীল জামে' ৫/৮৩২।

¹⁹⁸ মুসলিম ২/৬৩২, নং ৯১৮।

يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَأَفْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوْرُ لَهُ فِيهِ۔

(আল্লাহ-হস্তাগফির লি ফুলা-নিন (মৃতের নাম বলবে) ওয়ারফা' দারাজাতাহ ফিল মাহদিয়ান, ওয়াখনুফহ ফী আকিবিহী ফিল গা-বিরীন, ওয়াগফির লানা ওয়ালাহ ইয়া রববাল আ-লামীন। ওয়াফসাহ লাহ ফী কাবরিহী ওয়া নাউইর লাহ ফী-হি)।

১৫৫- “হে আল্লাহ! আপনি অমুককে (মৃত ব্যক্তির নাম ধরে) ক্ষমা করুন; যারা হেদায়াত লাভ করেছে, তাদের মাঝে তার মর্যাদা উঁচু করে দিন; যারা রয়ে গেছে তাদের মাঝে তার বংশধরদের ক্ষেত্রে আপনি তার প্রতিনিধি হোন। হে সৃষ্টিকুলের রব! আমাদের ও তার গুনাহ মাফ করে দিন। তার জন্য তার কবরকে প্রশস্ত করে দিন এবং তার জন্য তা আলোকময় করে দিন।”¹⁹⁹

৫৫. মৃত ব্যক্তির জন্য জানায়ার সালাতে দো'আ

১৫৬- (١) اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَاعْفِ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزْلَهُ،
وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا
نَقَّيْتَ الشَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْرِلْهُ دَارَ أَحْيَأً مِنْ دَارِهِ،
وَأَهْلَأَ حَيْرَأً مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجَأَ حَيْرَأً مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ

¹⁹⁹ মুসলিম ২/৬৩৪, নং ৯২০।

مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ [وَعَذَابِ النَّارِ].

(আল্লাহ-হস্মাগফির লাহু, ওয়ারহামহু, ওয়া ‘আ-ফিহি, ওয়া’ফু ‘আনহু, ওয়া আকরিম নুযুলাহু, ওয়াওয়াসসি‘ মুদখালাহু, ওয়াগসিলহু বিলমা-য়ি ওয়াস্সালজি ওয়ালবারাদি, ওয়ানাক্কিহি মিনাল খাতা-ইয়া কামা নাক্কাইতাস সাওবাল আবইয়াদা মিনাদদানাসি, ওয়া আবদিলহু দা-রান খাইরাম মিন দা-রিহি, ওয়া আহলান খাইরাম মিন আহলিহি, ওয়া যাওজান খাইরাম মিন যাওজিহি, ওয়া আদখিলহুল জান্নাতা, ওয়া আগ্যিহু মিন ‘আয়া-বিল ক্রাবরি [ওয়া ‘আয়াবিন্না-র])।

১৫৬-^(১) “হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন, তাকে দয়া করুন, তাকে পূর্ণ নিরাপত্তায় রাখুন, তাকে মাফ করে দিন, তার মেহমানদারীকে মর্যাদাপূর্ণ করুন, তার প্রবেশস্থান কবরকে প্রশস্ত করে দিন। আর আপনি তাকে ধৌত করুন পানি, বরফ ও শিলা দিয়ে, আপনি তাকে গুনাহ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার করুন যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিষ্কার করেছেন। আর তাকে তার ঘরের পরিবর্তে উত্তম ঘর, তার পরিবারের বদলে উত্তম পরিবার ও তার জোড়ের (স্ত্রী/স্বামীর) চেয়ে উত্তম জোড় প্রদান করুন। আর আপনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান এবং তাকে কবরের আযাব [ও জাহানামের আযাব] থেকে রক্ষা করুন”^{২০০}।

١٥٧-^(২) اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيْنَا وَمَيِّتَنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا

²⁰⁰ মুসলিম ২/৬৬৩, নং ৯৬৩।

وَكَبِيرٍ نَا وَأَنْشَأَنَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَ الْأَعْمَاءِ عَلَى إِلِّيْسَلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَ الْأَوَّلَيْتَهُ عَلَى إِلِّيْمَانِ اللَّهُمَّ لَا تُحِرِّمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلْنَا بَعْدَهُ^{۲۰۱}

(আল্লাহ-হুম্মাগফির লিহায়িনা ওয়া মায়িতিনা ওয়া শা-হিদিনা ওয়া গা-য়িবিনা ওয়া সগীরিনা ওয়া কাবীরিনা ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসা-না। আল্লাহ-হুম্মা মান আহ্�ইয়াইতাহ মিন্না ফা'আহয়িহি 'আলাল-ইসলাম। ওয়ামান তাওয়াফুফাইতাহ মিন্না ফাতাওয়াফফাহ 'আলাল স্মান। আল্লাহ-হুম্মা লা তাহরিমনা আজরাহ ওয়ালা তুদ্বিল্লানা বা'দাহ)।

১৫৭-^(২) “হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত ও অনুপস্থিত, ছোট ও বড় এবং নর ও নারীদেরকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের মধ্যে যাদের আপনি জীবিত রাখবেন তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখুন এবং যাদেরকে মৃত্যু দান করবেন তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করুন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তার (মৃত্যুতে ধৈয়ধারণের) সওয়াব থেকে বঞ্চিত করবেন না এবং তার (মৃত্যুর) পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করবেন না।”^{২০১}

১৫৮-^(৩) اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانَ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهْ مِنْ فِتْنَةِ الْقُبْرِ

²⁰¹ আবু দাউদ, নং ৩২০১; তিরমিয়ী, নং ১০২৪; নাসাই, নং ১৯৮৫; ইবন মাজাহ, ১/৮৮০, নং ১৪৯৮; আহমাদ ২/৩৬৮, নং ৮৮০৯। আরও দেখুন, সহীহ ইবন মাজাহ ১/২৫১।

وَعَذَابَ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔

(আল্লা-হুম্মা ইন্না ফুলানাবনা ফুলা-নিন ফী যিম্মাতিকা, ওয়া হাবলি জিওয়ারিকা, ফাকিহি মিন ফিতনাতিল কাবরি ওয়া আয়া-বিন না-রি, ওয়া আনতা আহন্তুল ওয়াফাই ওয়াল হাক্ক, ফাগাফির লাহু ওয়ারহামহু, ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহীম)।

১৫৮-^(৩) “হে আল্লাহ, অমুকের পুত্র অমুক আপনার যিম্মাদারীতে, আপনার প্রতিবেশিত্বের নিরাপত্তায়; সুতরাং আপনি তাকে কবরের পরীক্ষা থেকে এবং জাহানামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। আর আপনি প্রতিশ্রূতি পূর্ণকারী এবং প্রকৃত সত্যের অধিকারী। অতএব, আপনি তাকে ক্ষমা করুন এবং তার উপর দয়া করুন। নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, দয়ালু।”^{২০২}

١٥٩-^(৪) ﴿اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ أَمْتَكَ احْتَاجُ إِلَيْ رَحْمَتِكَ، وَأَنْتَ غَنِّيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، إِنَّ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي حَسَنَاتِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَوَّزْ عَنْهُ.﴾

(আল্লা-হুম্মা ‘আবদুকা, ওয়াবনু আমাতিকা, এহতাজা ইলা রাহমাতিকা, ওয়া আনতা গানিয়ুন ‘আন ‘আয়া-বিহি, ইন কা-না মুহসিনান ফাযিদ ফী হাসানা-তিহি, ওয়া ইনকা-না মুসীআন ফা তাজা-ওয়ায় ‘আনহু)

²⁰² ইবন মাজাহ, নং ১৪৯৯। দেখুন, সহীহ ইবন মাজাহ ১/২৫১। তাছাড়া হাদীসটি আবু দাউদও বর্ণনা করেছেন, ৩/২১১, নং ৩২০২।

১৫৯-^(৪) “হে আল্লাহ, আপনার এক দাস, আর এক দাসীর পুত্র, আপনার অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী, আপনি তাকে শান্তি দেওয়া থেকে অমুখাপেক্ষী। যদি সে নেককার বান্দা হয়, তবে তার সওয়াব আরও বাড়িয়ে দিন, আর যদি বদকার বান্দা হয়, তবে তার অপরাধকর্ম এড়িয়ে যান।”^{২০৩}

৫৬. নাবালক শিশুদের জন্য জানায়ার সালাতে দো'আ

(^(৫) اللَّهُمَّ أَعِذُّكُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ۔ ১৬-

(আল্লা-হুম্মা আ'য়িহ্ব মিন আয়া-বিল কাবরি)

১৬০-^(১) “হে আল্লাহ! এ শিশুকে কবরের আয়াব থেকে রক্ষা করুন।”^{২০৪}

²⁰³ হাদীসটি সংকলণ করেন, হাকেম তাঁর মুস্তাদরাকে এবং সহীহ বলেছেন, ১/৩৫৯; আর যাহাবী সেটা সমর্থন করেছেন। আরও দেখুন, আলবানী, আহকামুল জানায়ে, পৃ. ১২৫।

²⁰⁴ সাঁচ্দ ইবনুল মুসাইয়েব বলেন, আমি আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর পিছনে একটি শিশুর জানায়ার সালাত আদায় করেছি, যে শিশু কখনও কোনো গুনাহ করে নি, তখন আমি তাকে (উপরোক্ত দো'আটি) বলতে শুনলাম.....। হাদীসটি ইমাম মালেক তার মুওয়াত্তা গ্রন্থে সংকলন করেন, ১/২৮৮; ইবন আবী শাইবাহ তার মুসান্নাফ গ্রন্থে, ৩/২১৭; বাইহাকী, ৪/৯।

আর যদি নিম্নোক্ত দো'আটি পড়া হয় তবে তাও উত্তম:

«اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فَرَطًا وَدُخْرًا لِلَّهِ الَّذِي هُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنِّي وَشَفِيعًا مُجَاهِدًا، اللَّهُمَّ تَقْرِبْنِي بِمَا مَوَازِينَهُمَا، وَأَعْظِمْنِي بِمَا أَجُورَهُمَا، وَأَلْحِقْنِي بِصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ، وَاجْعَلْنِي فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَقِيهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيمِ، وَأَبْدِلْنِي دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِي، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَسْلَافِنَا، وَأَفْرِطْنَا، وَمَنْ سَبَقَنَا بِالْإِيمَانِ».

(আল্লাহ-হৃস্মাজ-আলহু ফারাত্তান ওয়া যুখরান লিওয়লিদায়হি, ওয়াশাফী'আন মুজাবান। আল্লাহ-হৃস্মা সাক্ষিল বিহী মাওয়াযীনাহমা, ওয়াআ'যিম বিহী উজুরাহমা, ওয়া আলহিকহু বিসা-লিহিল মু'মিনীন, ওয়াজ-আলহু ফী কাফা-লাতি ইবরাহীমা, ওয়াক্রিহি বিরাহমাতিকা 'আয়া-বাল জাহীম, ওয়া আবদিলহু দা-রান খাইরান মিন দা-রিহি, ওয়া আহলান খায়রান মিন আহলিহি, আল্লাহ-হৃস্মাগফির লি'আসলাফিনা ওয়া আফরাত্তিনা ওয়া মান সাবাক্কানা বিল স্ট্রৈমান।)

“হে আল্লাহ, তাকে তার পিতা-মাতার জন্য অগ্রগামী প্রতিনিধি বা সওয়াব ও স্যত্ত্বে গচ্ছিত সওয়াব হিসেবে কবুল করুন। আর তাকে এমন শাফা'আতকারী বানান, যার শাফা'আত কবুল হয়। হে আল্লাহ, এ শিশুর দ্বারা তার পিতা মাতার ওজনসমূহ আরও ভারী করে দিন। আর

আর শাইখ শু'আইব আল-আরনাউত শারহস সুন্নাহ লিল বাগভীর তাহকীকে ৫/৩৫৭, এটার সনদকে সহীহ বলেছেন।

এর দ্বারা তাদের দু'জনের সওয়াব আরও বাড়িয়ে দিন। আর তাকে নেককারদের সঙ্গী-সাথী বানান এবং তাকে ইবরাহীম আলাইহিসসালামের যিম্মায় রাখুন। আর আপনার রহমতের অসীলায় তাকে জাহানামের শান্তি থেকে রক্ষা করুন। তাকে তার এ বাসস্থানের পরিবর্তে উত্তম বাসস্থান প্রদান করুন, এখানকার পরিবার-পরিজনের পরিবর্তে উত্তম পরিবার-পরিজন প্রদান করুন। হে আল্লাহ, আমাদের পূর্ববর্তী নর-নারী ও নাবালক অগ্রগামী সন্তান-সন্ততিদের মাফ করুন এবং যারা ঈমান সহকারে আমাদের পূর্বে মারা গেছে তাদেরকেও।”^{২০৫}

(اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا، وَسَلَفًا، وَأَجْرًا۔ ۱۶۱)

(আল্লা-হুম্মাজ-আলহ লানা ফারাত্তান ওয়া সালাফান ওয়া আজরান)

১৬১-^(২) “হে আল্লাহ, আমাদের জন্য তাকে অগ্রগামী প্রতিনিধি, অগ্রিম পৃণ্য এবং সওয়াব হিসেবে নির্ধারণ করে দিন।”^{২০৬}

²⁰⁵ দেখুন, আল-মুগনী, লি ইবন কুদামা, ৩/৪১৬; আরও দেখুন, আদ-দুরুসুল মুহিম্মাহ লি ‘আম্মাতিল উম্মাহ, লিশ শাইখ আবদিল আয়ীয ইবন আদিল্লাহ ইবন বায, রাহেমাতুল্লাহ, পৃ. ১৫।

²⁰⁶ হাসান বসরী রাহেমাতুল্লাহ যখন ছোট শিশুদের জানায়া পড়তেন তখন তার উপর সূরা ফাতেহা পড়তেন এবং উপরোক্ত দো'আ বলতেন। হাদীসটি ইমাম বাগভী তার শারহস সুন্নাহ ৫/৩৫৭ এ বর্ণনা করেছেন। আরও বর্ণনা করেছেন, আবুর রায়াক তার মুসান্নাফে, নং ৬৫ ৮৮। তাছাড়া ইমাম বুখারী, কিতাবুল জানায়ে এর, ৬৫, বাবু কিরাআতি ফাতিহাতিল কিতাব

৫৭. শোকার্তদের সামনা দেওয়ার দো'আ

۱۶۱- ﴿إِنَّ اللَّهَ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجْلٍ مُّسَمٍّ... فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ﴾

(ইন্না লিল্লাহ-হি মা আখ্যায়া, ওয়ালাহ মা আ'তা, ওয়া কুল্লু শাই'ইন ইন্দাহ বিআজালিম মুসাম্মা, ফালতাসবির ওয়াল তাহতাসিব)

১৬২- “নিশ্চয় যা নিয়ে গেছেন আল্লাহ্ তা তাঁরই, আর যা কিছু প্রদান করেছেন তাও তাঁর। তাঁর কাছে সব কিছুর একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। কাজেই সবর করা এবং সওয়াবের আশা করা উচিত।”^{২০৭}

আর নিম্নোক্ত দো'আটি পড়াও ভালো:

﴿أَعْظَمُ اللَّهُ أَجْرُكَ، وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ، وَغَفَرَ لِمَيِّتَكَ﴾

(আ'যামাল্লাহ্ আজরাকা, ওয়া আহসানা 'আয়া-'আকা, ওয়াগাফারা লিমাইয়িতিকা)

“আল্লাহ আপনার সওয়াব বর্ধিত করুন, আপনার (শোকার্ত মনে) সুন্দর ধৈর্য ধরার তাওফীক দিন, আর আপনার মৃতকে ক্ষমা করে দিন।”^{২০৮}

আলাল জানাযাত ২/১১৩; ১৩৩৫ নং হাদীসের পূর্বে এটাকে তালীক বা সনদ ব্যতীত বর্ণনা করেছেন।

²⁰⁷ বুখারী, ২/৮০, নং ১২৮৪; মুসলিম, ২/৬৩৬, নং ৯২৩।

৫৮. মৃতকে কবরে প্রবেশ করানোর দো'আ

۱۶۳- **بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ۔**

(বিসমিল্লাহ-হি ওয়া আলা সুন্নাতি রাসুলিল্লাহ-হি)।

১৬৩- “আল্লাহর নামে এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়মে।”^{২০৯}

৫৯. মৃতকে দাফন করার পর দো'আ

۱۶۴- **اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ۔**

(আল্লাহ-হুম্মাগফির লাহ, আল্লাহ-হুম্মাস সাববিতহ)।

১৬৪- “হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ! আপনি তাকে (প্রশ়্নোভরের সময়) স্থির রাখুন।”^{২১০}

²⁰⁸ আল-আয়কার লিন নাওয়াওয়ী, পৃ. ১২৬।

²⁰⁹ আবু দাউদ ৩/৩১৪, নং ৩২১৫ সহীহ সনদে; অনুরূপভাবে আহমাদ, নং ৫২৩৪; আর ৪৮১২ এর শব্দ হচ্ছে, ‘বিসমিল্লাহ ওয়া আলা মিল্লাতি রাসুলিল্লাহ’ অর্থাৎ ‘আল্লাহর নামে এবং রাসুলুল্লাহর মিল্লাতের উপর।’ তার সনদও বিশুদ্ধ।

৬০. কবর যিয়ারতের দো'আ

١٦٥- ﴿السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَأَحْقُونَ، وَيَرِحْمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ﴾
 أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ^{۲۱۰}.

(আস্সালা-মু আলাইকুম আহলাদ্বিয়ারি মিনাল মুমিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা, ওয়াইন্না ইনশা-আল্লা-হ বিকুম লা-হিকুনা, ওয়া ইয়ারহামুন্নাহল মুসতাকদিমীনা মিন্না ওয়াল মুসতাখিরীনা, নাসআলুন্নাহ লানা ওয়ালাকুমুল 'আ-ফিয়াহ)।

১৬৫- “হে গৃহসমূহের অধিবাসী মুমিন ও মুসলিমগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আর নিশ্চয় আমরা ইনশাআল্লাহ আপনাদের সাথে মিলিত হবো। [আল্লাহ আমাদের পুরবতৌদের এবং পরবতৌদের প্রতি

²¹⁰ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর কবরের পাশে দাঁড়াতেন এবং বলতেন, ‘তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, আর তার জন্য দৃঢ়তা চাও। কেননা এখনই তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে’। আবুদাউদ ৩/৩১৫, নং ৩২২৩; হাকেম এবং তিনি একে সহীহ বলেছেন, আর যাহাবী সমর্থন করেছেন, ১/৩৭০।

দয়া করুন।] আমি আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করি।”^{২১১}

৬১. বায়ু প্রবাহিত হলে পড়ার দোআ

۱۶۶- ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا﴾^(۱)

(আল্লা-হস্মা ইন্মী আসআলুকা খাইরাহা ও আ’উয়ু বিকা মিন শাররিহা)।

১৬৬-^(۱) “হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এর কল্যাণ চাই। আর আমি আপনার নিকট এর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই।”^{২১২}

۱۶۷- ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ﴾^(۲)

²¹¹ মুসলিম ২/৬৭১, নং ৯৭৫; ইবন মাজাহ, ১/৮৯৪, আর শব্দ তাঁরই, নং ১৫৪৭; বুরাইদা রাদিয়াল্লাহ ‘আনহু থেকে। আর দু ব্রাকেটের মাঝখানের অংশ আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীস থেকে, যা সংকলন করেছেন, মুসলিম, ২/৬৭১, নং ৯৭৫।

²¹² আবু দাউদ ৮/৩২৬, নং ৫০৯৯; ইবন মাজাহ ২/১২২৮, নং ৩৭২৭। আরও দেখুন, সহীহ ইবন মাজাহ ২/৩০৫।

(আল্লা-হম্মা ইন্নী আস'আলুকা খাইরাহা ওয়া খা
ইরা মা-ফীহা ওয়া খাইরা মা উরসিলাত বিহী। ওয়া আ'উয় বিকা মিন
শাররিহা, ওয়া শাররি মা-ফীহা, ওয়া শাররি মা উরসিলাত বিহী)।

১৬৭-^(২) “হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি এর কল্যাণ,
এর মধ্যকার কল্যাণ এবং যা এর সাথে প্রেরিত হয়েছে তার কল্যাণ।
আর আমি আপনার আশ্রয় চাই এর অনিষ্ট থেকে, এর ভেতরে নিহিত
অনিষ্ট থেকে এবং যা এর সাথে প্রেরিত হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে।”^{২১৩}

৬২. মেঘের গর্জন শুনলে পড়ার দো'আ

— ١٦٨ . **سُبْحَانَ اللَّهِيْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ**

(সুবহা-নাল্লায়ী ইউসাবিহুর -রাত্রি বিহামদিহি ওয়াল-মালা-ইকাতু মিন
খীফাতিহি)।

১৬৮- “পবিত্র-মহান সেই সত্তা, রাত্রি ফেরেশ্বা যাঁর মহিমা ও পবিত্রতা
ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে, আর ফেরেশ্বাগণও তা-ই করে যাঁর
ভয়ে।”^{২১৪}

²¹³ মুসলিম, আর শব্দ তাঁরই, ২/৬১৬, নং ৮৯৯; বুখারী, ৪/৭৬, নং ৩২০৬ ও
৪৮২৯।

²¹⁴ “আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহমা মেঘের গর্জন শুনলে কথা
বলা বন্ধ করে দিতেন এবং এই দো'আ পড়তেন...। মুওয়াত্তা ইমাম মালেক

৬৩. বৃষ্টি চাওয়ার কিছু দো'আ

۱۶۹- (۱) ﴿اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا مَرِيْئًا، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍ، عَاجِلًا غَيْرُ آجِلٍ﴾.

(আল্লাহ-হুম্মা আসকিনা গাইসান মুগীসান মারীয়ান মারীআন না-ফিআন গাইরা দ্বারারিন 'আ-জিলান গাইরা আ-জিলিন)।

১৬৯-^(۱) “হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন বৃষ্টির পানি দান করুন যা সাহায্যকারী, সুপেয়, উর্বরকারী; কল্যাণকর, ক্ষতিকর নয়; শীত্বহী, বিলম্বে নয়।”^{২৫}

۱۷۰- (۲) ﴿اللَّهُمَّ أَغْنِنَا، اللَّهُمَّ أَغْنِنَا، اللَّهُمَّ أَغْنِنَا﴾.

(আল্লাহ-হুম্মা আগিসনা, আল্লাহ-হুম্মা আগিসনা, আল্লাহ-হুম্মা আগিসনা)।

১৭০-^(۲) “হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দিন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দিন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দিন।”^{২৬}

২/৯৯২। আর আলবানী তাঁর সহীহল কালেমিত তাইয়েব গঢ়ে পৃ. ১৫৭, বলেন, “এর সনদটি মওকুফ সহীহ”।

২¹⁵ আবু দাউদ, ১/৩০৩, নং ১১৭১। আর শাহিখ আলবানী সহীহ আবি দাউদে একে সহীহ বলেছেন, ১/২১৬।

২¹⁶ বুখারী ১/২২৪, নং ১০১৮; মুসলিম ২/৬১৩, নং ৮৯৭।

۱۷۱- (۲) ﴿اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ﴾

الْمَبْيَثُ .

(আল্লা-হুম্মাসকি ইবা-দাকা ওয়া বাহা-ইমাকা ওয়ানশুর রহমাতাকা ওয়া
আহয়ি বালাদাকাল মায়িতা) ।

۱۷۱- (۳) “হে আল্লাহ! আপনি আপনার বান্দাগণকে ও জীব- জন্মগুলোকে
পানি পান করান, আর আপনার রহমত বিস্তৃত করুন এবং আপনার মৃত
শহরকে সজীব করুন।”^{۲۱۷}

৬৪. বৃষ্টি দেখলে দো'আ

۱۷۲- (۴) ﴿اللَّهُمَّ صَبِّبَاً تَافِعًا﴾

(আল্লা-হুম্মা সায়িবান নাফি'আন) ।

۱۷۲- “হে আল্লাহ! মুষলধারায় উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ করুন।”^{۲۱۸}

৬৫. বৃষ্টি বর্ষণের পর যিকর

۱۷۳- (۵) ﴿مُطِرْ نَابِقَصْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ﴾

²¹⁷ আবু দাউদ ১/৩০৫, নং ১১৭৮। আর শাইখ আলবানী তাঁর সহীহ আবি
দাউদে একে হাসান বলেছেন, ১/২১৮।

²¹⁸ বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ২/৫১৮, নং ১০৩২।

(মুত্তিরনা বিফাদলিল্লা-হি ওয়া রহমাতি-হি)।

১৭৩- “আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ায় আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে।”^{২১৯}

৬৬. অতিবৃষ্টি বন্ধের জন্য কিছু দোআ

১৭৪- ﴿اللَّهُمَّ حَوْا لِيَنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الْأَكَامِ وَالظَّرَابِ، وَبُطُونِ
الْأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ﴾.

(আল্লা-হস্মা হাওয়ালাইনা ওয়ালা ‘আলাইনা। আল্লা-হস্মা আলাল-আ-কা-
মি ওয়ায়িরা-বি ওয়াবুত্তনিল আওদিয়াতি ওয়ামানা-বিতিশ শাজারি)

১৭৫- “হে আল্লাহ! আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় (বর্ষণ করুন), আমাদের
উপর নয়। হে আল্লাহ! উঁচু ভূমিতে, পাহাড়ে, উপত্যকার কোলে ও
বনাঞ্চলে (বর্ষণ করুন)।”^{২২০}

৬৭. নতুন চাঁদ দেখে পড়ার দোআ

১৭৫- ﴿اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهْلِهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةَ
وَالْإِسْلَامُ، وَالثَّوْفِيقِ لِهَا تُحِبُّ رَبَّنَا وَتَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ﴾.

²¹⁹ বুখারী ১/২০৫, নং ৮৪৬; মুসলিম ১/৮৩, নং ৭১।

²²⁰ বুখারী ১/২২৪, নং ৯৩৩; মুসলিম ২/৬১৪, নং ৮৯৭।

(আল্লাহ আকবার, আল্লাহ-হস্মা' আহিল্লাহ 'আলাইনা বিলআমনি ওয়ালস্মানি ওয়াস্সালা-মাতি ওয়াল-ইসলা-মি, ওয়াত্তাওফীকি লিমা তুহিবু রববানা ওয়া তারদ্বা, রববুনা ওয়া রববুকাল্লাহ)

১৭৫- “আল্লাহ সবচেয়ে বড়। হে আল্লাহ! এই নতুন চাঁদকে আমাদের উপর উদিত করুন নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের সাথে; আর হে আমাদের রব! যা আপনি পছন্দ করেন এবং যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন তার প্রতি তাওফীক লাভের সাথে। আল্লাহ আমাদের রব এবং তোমার (চাঁদের) রব !”^{২২১}

৬৮. ইফতারের সময় রোয়াদারের দো'আ

۱۷۶- (۱) «ذَهَبَ الطَّهَّا وَابْتَلَتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُۚ»

(যাহাবায-যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল 'উরকু ওয়া সাবাতাল আজরু ইনশা-আল্লাহ-হ)

১৭৬-^(১) “পিপাসা মিটেছে, শিরাগুলো সিক্ক হয়েছে এবং আল্লাহ চান তো সওয়াব সাব্যস্ত হয়েছে।”^{২২২}

²²¹ তিরমিয়ী ৫/৫০৪, নং ৩৪৫১; আদ-দারিমী, শব্দ তাঁরই, ১/৩৩৬। আরও দেখুন, সহীহত তিরমিয়ী, ৩/১৫৭।

²²² হাদীসটি সংকলন করেছেন আবু দাউদ ২/৩০৬, নং ২৩৫৯ ও অন্যান্য। আরও দেখুন, সহীহুল জামে' ৪/২০৯।

۱۷۷- (۲) ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي﴾.

(আল্লাহ-হস্তা ইংলী আসআলুকা বিরহ্মাতিকাল্লাতী ওয়াসি'আত কুল্লা শাই'ইন আন তাগফিরা লী)।

১৭৭- (۲) “হে আল্লাহ! আপনার যে রহমত সকল কিছু পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে তার উসীলায় আবেদন করি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।”^{۲۲۳}

৬৯. খাওয়ার পূর্বে দো'আ

১৭৮- (۱) “যখন তোমাদের কেউ আহার শুরু করে তখন সে যেনো বলে,

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾

(বিসমিল্লাহ)

“আল্লাহর নামে।” আর শুরুতে বলতে ভুলে গেলে যেন বলে,

﴿بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ﴾

(বিসমিল্লাহি ফী আওয়ালিহী ওয়া আখিরিহী)।

“এর শুরু ও শেষ আল্লাহর নামে।”^{۲۲۴}

২২৩ হাদীসটি সংকলন করেছেন, ইবন মাজাহ ১/৫৫৭, নং ১৭৫৩; যা মূলত আবদুল্লাহ ইবন আমর রাদিয়াল্লাহ আনহুমার দো'আ। আর হাফেয ইবন হাজার তাঁর তাখরীজুল আয়কারে এটার সনদকে হাসান বলেছেন। শরহুল আয়কার, ৮/৩৪২।

১৭৯-^(২) “যাকে আল্লাহ কোনো খাবার খাওয়ায় সে যেন বলে,

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِنَا خَيْرًا مِنْهُ۔

(আল্লা-হুম্মা বারিক লানা ফীহি ওয়া আত-ইমনা খাইরাম-মিনহু)।

“হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এই খাদ্যে বরকত দিন এবং এর চেয়েও উত্তম খাদ্য আহার করান।”

আর আল্লাহ কাউকে দুধ পান করালে সে যেন বলে:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ۔

(আল্লা-হুম্মা বারিক লানা ফীহি ওয়াযিদনা মিনহু)।

“হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এই খাদ্যে বরকত দিন এবং আমাদেরকে তা থেকে আরও বেশি দিন।”^{২২৫}

৭০. আহার শেষ করার পর দো'আ

۱۸۰-^(১) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَنَنِي هَذَا، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ عَيْرِ حُولٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٌ.

²²⁴ হাদিসটি সংকলন করেছেন আবু দাউদ ৩/৩৪৭, নং ৩৭৬৭; তিরমিয়ী, ৮/২৮৮, নং ১৮৫৮। আরও দেখুন, সহীহত তিরমিয়ী, ২/১৬৭।

²²⁵ তিরমিয়ী ৫/৫০৬, নং ৩৪৫৫। আরও দেখুন, সহীহত তিরমিয়ী, ৩/১৫৮।

(ଆଲହାମଦୁ ଲିଙ୍ଗା-ହିଙ୍ଗାଯୀ ଆତ'ଆମାନୀ ହା-ଯା ଓଯା ରାଯାକାନୀହି ମିନ ଗାଇରି ହାଉଲିମ ମିନ୍ନୀ ଓଯାଲା କୁଓଯାତିନ)।

୧୮୦-^(୧) “সକଳ ପ୍ରଶଂସା ଆଜ୍ଞାହର ଜନ୍ୟ, ଯିନି ଆମାକେ ଏ ଆହାର କରାଲେନ ଏବଂ ଏ ରିଯିକ ଦିଲେନ ଯାତେ ଛିଲ ନା ଆମାର ପକ୍ଷ ଥେକେ କୋନୋ ଉପାୟ, ଛିଲ ନା କୋନୋ ଶକ୍ତି-ସାମର୍ଥ୍ୟ।”^{୨୨୬}

୧୮୧-^(୨) ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَحْمَنْ رَحِيمٌ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ [مَكْفُីٰ وَلَا] مُؤَدِّعٌ، وَلَا مُسْتَغْنَىٰ عَنْهُ رَبُّنَا﴾.

(ଆଲହାମଦୁ ଲିଙ୍ଗା-ହି ହମଦାନ କାସୀରାନ ତାଯିବାନ ମୁବା-ରାକାନ ଫୀହି, ଗାଇରା ମାକଫିଯିନ ଓଯାଲା ମୁଯାଦା'ଇନ, ଓଯାଲା ମୁସତାଗନାନ 'ଆନନ୍ଦ ରବାନା)।

୧୮୨-^(୩) “ଆଜ୍ଞାହର ଜନ୍ୟଇ ସକଳ ପ୍ରଶଂସା; ଏମନ ପ୍ରଶଂସା ଯା ଅଟେଲ, ପବିତ୍ର ଓ ଯାତେ ରଯେଛେ ବରକତ; [ଯା ଯଥେଷ୍ଟ କରା ହ୍ୟ ନି], ଯା ବିଦାୟ ଦିତେ ପାରବ ନା, ଆର ଯା ଥେକେ ବିମୁଖ ହତେ ପାରବ ନା, ହେ ଆମାଦେର ରବର!”^{୨୨୭}

²²⁶ ହାଦୀସଟି ନାସାଈ ବ୍ୟତୀତ ସକଳ ସୁନାନ ଗ୍ରହକାରଗଣ ସଂକଳନ କରେଛେନ। ଆବୁ ଦାଉଦ, ନଂ ୪୦୨୫; ତିରମିଯୀ, ନଂ ୩୪୫୮; ଇବନ ମାଜାହ, ନଂ ୩୨୮୫। ଆରଓ ଦେଖୁନ, ସହିହତ ତିରମିଯୀ ୩/୧୯୯।

²²⁷ ବୁଖାରୀ ୬/୨୧୪, ହାଦୀସ ନଂ ୫୪୫୮; ତିରମିଯୀ, ଆର ଶବ୍ଦଟି ତାଁରଇ, ୫/୫୦୭, ନଂ ୩୪୫୬।

৭১. আহারের আয়োজনকারীর জন্য মেহমানের দো'আ

『اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ』 - ১৮১

(আল্লা-হুম্মা বা-রিক লাহুম ফীমা রায়াজলাহুম ওয়াগফির লাহুম ওয়ারহামহুম)।

১৮২- “হে আল্লাহ! আপনি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছেন তাতে তাদের জন্য বরকত দিন এবং তাদের গুনাহ মাফ করুন, আর তাদের প্রতি দয়া করুন।”^{২২৮}

৭২. দো'আর মাধ্যমে খাবার বা পানীয় চাওয়ার ইঙ্গিত করা

『اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمْنِي، وَأَسْقِ مَنْ سَقَانِي』 - ১৮৩

(আল্লা-হুম্মা আত্ত-ইম মান আত্ত-আমানী ওয়াসকি মান সাক্কা-নী)।

১৮৩- “হে আল্লাহ! যে আমাকে আহার করাবে আপনি তাদেরকে আহার করান এবং যে আমাকে পান করাবে আপনি তাদেরকে পান করান।”^{২২৯}

²²⁸ মুসলিম ৩/১৬১৫, নং ২০৪২।

²²⁹ মুসলিম ৩/১৬২৬, নং ২০৫৫।

৭৩. কোনো পরিবারের কাছে ইফতার করলে তাদের জন্য দোঁআ

۱۸۴ - **أَفْطَرَ عِنْدَ كُمْ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ۔**

(আফত্তারা ইন্দাকুমুস সা-ইমূন, ওয়া আকালা ত্বা'আ-মাকুমুল আবরা-রু, ওয়াসাল্লাত আলাইকুমুল মালা-ইকাহ)

১৮-৪- “আপনাদের কাছে রোযাদাররা ইফতার করুন, আপনাদের খাবার যেন সৎলোকেরা খায়, আর আপনাদের জন্য ফিরিশতারা ক্ষমা প্রার্থনা করুন।”^{২৩০}

৭৪. রোযাদারের নিকট যদি খাবার উপস্থিত হয়, আর সে রোয়া না ভাঙ্গে তখন তার দোঁআ করা

১৮-৫- “যদি কাউকে খাবারের দাওয়াত দেওয়া হয় সে যেন তাতে সাড়া দেয়; তারপর যদি সে রোযাদার হয়, তবে যেন সে তার (খাবার

^{২৩০} সুনান আবি দাউদ ৩/৩৬৭, নং ৩৮৫৬; ইবন মাজাহ ১/৫৫৬, নং ১৭৪৭; নাসাই, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, নং ২৯৬-২৯৮। আর সেখানে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার পরিবারের কাছে ইফতার করতেন তখন তা বলতেন। আর শাইখ আলবানী তাঁর সহীহ আবি দাউদে একে সহীহ বলেছেন, ২/৭৩০।

ওয়ালার) জন্য দো'আ করে, আর যদি রোয়া ভঙ্গকারী হয়, তবে যেন সে খায়।”^{২৩১}

৭৫. রোয়াদারকে কেউ গালি দিলে যা বলবে

—۱۸۶ **إِنِّي صَلَّمْتُمْ إِنِّي صَلَّمْتُمْ۔**

(ইন্নি সা'ইযুন, ইন্নি সা'ইযুন)

১৮৬- “নিশ্চয় আমি রোয়াদার, নিশ্চয় আমি রোয়াদার।”^{২৩২}

৭৬. ফলের কলি দেখলে পড়ার দো'আ

—۱۸۷ **اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِيَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدْنِنَا۔**

(আঞ্চা-হস্তা বা-রিক লানা ফী সামারিনা, ওয়াবা-রিক লানা ফী মাদীনাতিনা, ওয়াবা-রিক লানা ফী সাইনা, ওয়াবা-রিক লানা ফী মুদ্দিনা)

²³¹ মুসলিম, ২/১০৫৪, নং ১১৫০।

²³² বুখারী, (ফাতহল বারীসহ) ৮/১০৩, নং ১৮৯৪; মুসলিম, ২/৮০৬, নং ১১৫১।

১৮৭- “হে আল্লাহ, আপনি আমাদের ফল-ফলাদিতে বরকত দিন, আমাদের শহরে বরকত দিন, আমাদের সা‘ তথা বড় পরিমাপক যন্ত্রে বরকত দিন, আমাদের মুদ্দ তথা ছোট পরিমাপক যন্ত্রে বরকত দিন।”^{২৩৩}

৭৭. হাঁচির দোঁআ

১৮৮-^(১) তোমাদের কেউ হাঁচি দিলে বলবে,

الْحَمْدُ لِلَّهِ ॥

(আলহামদু লিল্লাহ-হি)

“সকল প্রশংসা আল্লাহর” এবং তার মুসলিম ভাই বা সাথী যেন অবশ্যই বলে,

يَرَبِّ حَمْكَ اللَّهُ ॥

(ইয়ারহামুকান্না-হ)

“আল্লাহ আপনাকে রহমত করুন”। যখন তাকে ইয়ারহামুকান্নাহ বলা হয়, তখন হাঁচিদাতা যেন তার উত্তরে বলে,

يَهْدِيْكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ ॥

(ইয়াহ্দীকুমুক্ত্বা-হ ওয়া ইউসলিহ বা-লাকুম)

²³³ মুসলিম, ২/১০০০, নং ১৩৭৩।

“আল্লাহ আপনাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করুন এবং আপনাদের অবস্থা
উন্নত করুন।”²³⁴

৭৮. কাফের ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বললে তার জবাবে যা
বলা হবে

۱۸۹- ﴿يَهْدِيْكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِّيْحُ بَالْكُمْ﴾^(১)

(ইয়াহদীকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহ বা-লাকুম)।

১৮৯- “আল্লাহ আপনাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করুন এবং আপনাদের
অবস্থা উন্নত করুন।”²³⁵

²³⁴ বুখারী ৭/১২৫, নং ৫৮৭০।

²³⁵ তিরমিয়ী ৫/৮২, নং ২৭৪১; আহমাদ ৮/৮০০, নং ১৯৫৮৬; আবু দাউদ,
৪/৩০৮, নং ৫০৪০। আরও দেখুন, সহীভুত তিরমিয়ী, ২/৩৫৪।

৭৯. নব বিবাহিতের জন্য দো'আ

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمِيعَ بَيْنَكُمَا فِي حَيْرٍ ॥ - ১৯.

(বা-রাকাঞ্জা-হু লাকা ওয়াবা-রাকা 'আলাইকা ওয়া জামা'আ' বাইনাকুমা ফী খাইরিন্ত) ।

১৯০- “আল্লাহ আপনার জন্য বরকতদান করুন, আপনার উপর বরকত নাযিল করুন এবং কল্যাণের সাথে আপনাদের উভয়কে একত্রিত করুন।”^{২৩৬}

৮০. বিবাহিত ব্যক্তির দো'আ এবং বাহন ত্রয়ের পর দো'আ

১৯১- “যখন তোমাদের কেউ কোনো মেয়েকে বিয়ে করে, অথবা কোনো খাদেম গ্রহণ করে, তখন যেন সে বলে,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حَيْرَهَا، وَحَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ، وَإِذَا شَتَرَيْ بَعِيرًا فَلْيَاخْذُ بِذِرْرَوْةِ سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ ॥ - ১৯১

²³⁶ হাদীসটি নাসাই ব্যতীত সকল সুনানগুলিতে সংকলন করেছেন। আবু দাউদ, নং ২১৩০; তিরমিয়ী, নং ১০৯১; ইবন মাজাহ, নং ১৯০৫; নাসাই, আমালুল ইয়াওয়ি ওয়াল-লাইলাহ, নং ২৫৯। আরও দেখুন, সহীল্লত তিরমিয়ী ১/৩১৬।

(আল্লা-হুম্মা ইন্নি আসআলুকা খাইরাহা ওয়া খাইরা মা জাবালতাহা
‘আলাইহি ওয়া আ’উয়ু বিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা জাবালতাহা
‘আলাইহি)

“হে আল্লাহ, আমি এর যত কল্যাণ রয়েছে এবং যত কল্যাণ তার
স্বভাবে আপনি দিয়েছেন তা চাই। আর এর যত অকল্যাণ রয়েছে এবং
যত অকল্যাণ ওর স্বভাব-চরিত্রে আপনি রেখেছেন তা থেকে আপনার
আশ্রয় চাই।”

“আর যখন কোনো উট তথা বাহন খরিদ করে, তখন যেন সে তার
কুঁজের সর্বোচ্চ স্থানে হাত রাখে এবং অনুরূপ বলে।^{২৩৭}

৮১. স্ত্রী-সহবাসের পুর্বের দো’আ

۱۹۸-**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ جَنِبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِبْ الشَّيْطَانَ مَا رَأَزَ قُتَنَا**।^{۲۳۸}

(বিসমিল্লাহি আল্লা-হুম্মা জান্নিবনাশ-শাইতানা ওয়া জান্নিবিশ-শাইতানা মা
রযাকতানা)।

²³⁷ আবু দাউদ-২/২৪৮, নং ২১৬০; ইবন মাজাহ ১/৬১৭, নং ১৯১৮। আরও
দেখুন, সহীহ ইবন মাজাহ, ১/৩২৪।

১৯২- “আল্লাহর নামে। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের থেকে শয়তানকে দূরে রাখুন এবং আমাদেরকে আপনি যে সন্তান দান করবেন তার থেকেও শয়তানকে দূরে রাখুন।”^{২৩৮}

৮২. ক্রোধ দমনের দো'আ

۱۹۳- **أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ**

(আ'উয়ু বিল্লাহি মিনাশ'-শাইত্তা-নির রাজীম)।

১৯৩- “আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই বিতাড়িত শয়তান থেকে।”^{২৩৯}

৮৩. বিপন্ন লোক দেখলে পড়ার দো'আ

۱۹۴- **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَنِي مَمَّا أُبْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ خَلْقِهِ تَفْضِيلًا**

(আলহামদু লিল্লা-হিল্লায়ী ‘আ-ফানী মিস্মাবতালা-কা বিহী, ওয়া ফাদালানী ‘আলা কাসীরিম মিস্মান খালাকা তাফদ্বীলা)।

²³⁸ বুখারী ৬/১৪১, নং ১৪১; মুসলিম ২/১০২৮, নং ১৪৩৪।

²³⁹ বুখারী ৭/৯৯, নং ৩২৮২; মুসলিম ৮/২০১৫, নং ২৬১০।

১৯৪- “সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আপনাকে যে পরীক্ষায় ফেলেছেন তা থেকে আমাকে নিরাপদ রেখেছেন এবং তার সৃষ্টির অনেকের উপরে আমাকে অধিক সম্মানিত করেছেন।”^{২৪০}

৮৪. মজলিসে যা বলতে হয়

“ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন, গণনা করে দেখা যেত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বৈঠক থেকে উঠে যাবার পূর্বে শতবার এই দো‘আ পড়তেনঃ

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الْغَفُورُ﴾^{১৯৫}

(রবিগফির লী ওয়াতুব ‘আলাইয়া, ইন্নাকা আনতাত তাউওয়া-বুল গাফুর)।

১৯৫- “হে আমার রব! আপনি আমাকে মাফ করুন এবং তাওবাহ করুল করুন; নিশ্চয় আপনিই তওবা করুলকারী ক্ষমাশীল।”^{২৪১}

^{২৪০} তিরমিয়ী ৫/৮৯৪, ৫/৮৯৩, নং ৩৪৩২। আরও দেখুন, সহীল্লত তিরমিয়ী, ৩/১৫৩।

^{২৪১} তিরমিয়ী, নং ৩৪৩৪; ইবন মাজাহ, নং ৩৮১৪। আরও দেখুন, সহীল্লত তিরমিয়ী, ৩/১৫৩; সহীল্ল ইবনি মাজাহ, ২/৩২১। আর শব্দটি তিরমিয়ীর।

৮৫. বৈঠকের কাফ্ফারা (ক্ষতিপূরণ)

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ । ۱۹۶

(সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুক্কা ওয়া আতুরু ইলাইকা)।

১৯৬- “হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রশংসা সহকারে আপনার পরিত্রাতা ঘোষণা করি। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি ছাড়া হক কোনো ইলাহ নেই। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং আপনার নিকট তওবা করি।”^{২৪২}

²⁴² হাদীসটি সুনান গ্রন্থকারগণ সবাই সংকলন করেছেন। আবু দাউদ, নং ৪৮৫৮; তিরমিয়ী, নং ৩৪৩৩; নাসাই, নং ১৩৪৪। আরও দেখুন, সহীল্লত তিরমিয়ী ৩/১৫৩। তাছাড়া এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোনো মজলিসে বসেছেন, অথবা কুরআন তেলাওয়াত করেছেন, অথবা সালাত আদায় করেছেন, তখনই একে কিছু বাকের মাধ্যমে সম্পন্ন করেছেন। ...। হাদীসটি নাসাই তাঁর আমালুল ইয়াওমি ওয়াল-লাইলাহ গ্রন্থে নং ৩০৮ এ বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে আহমাদ, ৬/৭৭, নং ২৪৪৮৬। আর ড. ফারাক হাম্মাদাহ, ইমাম নাসাই এর আমালুল ইয়াওমি ওয়াল-লাইলাহ গ্রন্থের তাহকীকের সময় এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। পৃ. ২৭৩।

৮৬. কেউ যদি বলে, ‘আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন’, তার জন্য দো‘আ

۔**وَلَكَ** ।^{۱۹۷}

(ওয়া লাকা)

১৯৭- “আর আপনাকেও ।”^{۲۸۳}

৮৭. কেউ আপনার সাথে সদাচারণ করলে তার জন্য দো‘আ

۔**جَزَّاكَ اللَّهُ خَيْرًا** ।^{۱۹۸}

(জায়া-কাল্লা-হ খাইরান) ।

১৯৮- “আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন ।”^{۲۸۴}

৮৮. আল্লাহ যা দ্বারা দাজ্জাল থেকে হেফায়ত করবেন

১৯৯- “যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশটি আয়াত মুখস্ত করবে, তাকে দাজ্জাল থেকে রক্ষা করা হবে ।”^{۲۸۵}

²⁴³ আহমাদ ৫/৮২, নং ২০৭৭৮; আন-নাসাই, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, পৃ. ২১৮, নং ৪২১। তাহকীক, ড. ফারাক হাম্মাদাহ।

²⁴⁴ তিরমিয়ী, হাদিস নং ২০৩৫। আরও দেখুন, সহীভুল জামে‘ ৬২৪৪; সহীভুত তিরমিয়ী, ২/২০০।

অনুরূপভাবে প্রতি নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর তার (দাজ্জালের) বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবার জন্য আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে।”^{২৪৬}

৮৯. যে ব্যক্তি বলবে, ‘আমি আপনাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি’—
তার জন্য দো’আ

۔-۸۰ ﴿أَحَبَّكَ الَّذِي أَحَبَّبْتَنِي لَهُ﴾

(আহাৰকাকাল্লায়ী আহ্বাবতানী লাহু)।

২০০- “যাঁর জন্য আপনি আমাকে ভালোবেসেছেন, তিনি আপনাকে ভালোবাসুন।”^{২৪৭}

৯০. আপনাকে কেউ তার সম্পদ দান করার জন্য পেশ করলে তার
জন্য দো’আ

²⁴⁵ মুসলিম ১/৫৫৫, নং ৮০৯; অন্য বর্ণনায় এসেছে, সূরা কাহাফের শেষাংশ, ১/৫৫৬, নং ৮০৯।

²⁴⁶ দেখুন, এ গ্রন্থের হাদীস নং ৫৫, ও হাদীস নং ৫৬, পৃ. ।

²⁴⁷ হাদীসটি সংকলন করেছেন, আবু দাউদ ৪/৩৩৩, নং ৫১২৫। আর শাইখ আলবানী একে সহীহ আবি দাউদে হাসান বলেছেন, ৩/৯৬৫।

٤٠١- ﴿بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ﴾.

(বা-রাকান্না-হ লাকা ফী আহলিকা ওয়া মা-লিকা)।

২০১- “আল্লাহ আপনার পরিবারে ও সম্পদে বরকত দান করুন।”^{২৪৮}

৯১. কেউ খণ্ড দিলে তা পরিশোধের সময় দোআ

৪০২- ﴿بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَرَاءُ السَّلْفِ الْجَنْدُ
وَالْأَدَاعُ﴾.

(বা-রাকান্না-হ লাকা ফী আহলিকা ওয়া মা-লিকা, ইন্নামা জায়া-উস
সালাফে আল-হামদু ওয়াল আদা-উ)

২০২- “আল্লাহ আপনার পরিবারে ও সম্পদে বরকত দান করুন।
খণ্ডের প্রতিদান তো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও (ঠিকভাবে) আদায়।”^{২৪৯}

৯২. শির্কের ভয়ে দোআ

^{২৪৮} বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) 8/২৮৮, হাদীস নং ২০৪৯।

^{২৪৯} হাদীসটি সংকলন করেছেন, নাসাই, তাঁর আমালুল ইয়াওমি ওয়াল-লাইলাহ
গ্রন্থে, পৃ. ৩০০; ইবন মাজাহ, ২/৮০৯, নং ২৪২৪। আরও দেখুন, সহীহ
ইবন মাজাহ, ২/৫৫।

۹۳۔ ﴿اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَأَعْلَمُ﴾۔

(আল্লাহ-হম্মা ইন্নী আ‘উয়ু বিকা আন উশরিকা বিকা ওয়া ‘আনা আ‘লামু ওয়া আন্তাগফিরুকা লিমা লা আ‘লামু)।

২০৩- “হে আল্লাহ! আমি জ্ঞাতসারে আপনার সাথে শির্ক করা থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই এবং অজ্ঞাতসারে (শির্ক) হয়ে গেলে তার জন্য ক্ষমা চাই।”²⁵⁰

৯৩. কেউ যদি বলে, ‘আল্লাহ আপনার উপর বরকত দিন’, তার জন্য দোঁআ

﴿وَفِيهِكَ بَارِكَ اللَّهُ﴾۔²⁵¹

(ওয়াফীকা বা-রাকাল্লা-হ)

২০৪- “আর আপনার মধ্যেও আল্লাহ বরকত দিন।”²⁵²

²⁵⁰ আহমাদ 8/803, নং ১৯৬০৬; ইমাম বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ, নং ৭১৬। আরও দেখুন, সহীহ আল জামে ৩/২৩৩; সহীহত তারগীব ওয়াত তারহীব লিল আলবানী, ১/১৯।

²⁵¹ হাদিসটি ইবনুস সুন্নী সংকলন করেছেন, পৃ. ১৩৮, নং ২৭৮। আরও দেখুন, ইবনুল কাইয়েমের আল-ওয়াবিলুস সাইয়েব, পৃ. ৩০৪। তাহকীক, বশীর মুহাম্মাদ উয়ুন।

৯৪. অশুভ লক্ষণ গ্রহণকে অপছন্দ করে দো'আ

۹۰۵- ﴿اللَّهُمَّ لَا تُطِيرْ إِلَّا طِيرْكَ، وَلَا حَيْرَ إِلَّا حَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ﴾ .

(আল্লাহ-হুম্মা লা ত্বাইরা ইঞ্জা ত্বাইরুকা ওয়ালা খাইরা ইঞ্জা খাইরুকা ওয়ালা ইলা-হা গাইরুকা) ।

২০৫- “হে আল্লাহ! আপনার পক্ষ থেকে অশুভ মঞ্চুর না হলে অশুভ বলে কিছু নেই। আপনার কল্যাণ ছাড়া কোনো কল্যাণ নেই। আর আপনি ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই।”²⁵²

৯৫. বাহনে আরোহণের দো'আ

۹۰۶- ﴿بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ .

²⁵² আহমাদ ২/২২০, নং ৭০৪৫; ইবনুস সুন্নী, হাদীস নং ২৯২। আর শাইখ আলবানী তাঁর সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহায় ৩/৫৪, নং ১০৬৫, একে সহীহ বলেছেন। তবে সুলক্ষণ নেওয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করতেন। সে জন্য যখন তিনি কোনো মানুষ থেকে কোনো ভালো বাক্য বা সুবচন শুনতেন, তখন সেটা তাঁর কাছে ভালো লাগত এবং বলতেন, “তোমার মুখ থেকে তোমার সুলক্ষণ গ্রহণ করেছি”। আবু দাউদ, নং ৩৭১৯; আহমাদ, নং ৯০৪০। আর শাইখ আলবানী তাঁর সিলসিলাতুস সহীহায় একে সহীহ বলেছেন, ২/৩৬৩; আবুশ শাইখ, আখলাকুন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম, পৃ. ২৭০।

إِنَّا إِلَيْ رَبِّنَا لَمْ نَقْلِبُونَ ﴿١﴾ إِنَّمَّا لَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِنَّمَّا لَهُ الْكَبْرُ إِنَّمَّا لَهُ الْكَبْرُ
 إِنَّمَّا لَهُ الْكَبْرُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمَتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ
 إِلَّا أَنْتَ ﴿٢﴾

(বিস্মিল্লাহ-র-র-হামে-র-ক-বুরু-হি, আলহামদু লিল্লাহ-হি, সুবহা-নাজ্জায়ী সাথখারা লানা হা-যা
 ওয়ায়া কুন্না লাহু মুকরিনীন। ওয়া ইন্না ইলা রবিনা লামুনকালিবুন,
 আলহামদুলিল্লাহ-হ, আলহামদুলিল্লাহ-হ, আলহামদুলিল্লাহ-হ, আল্লাহ-হ
 আকবার, আল্লাহ-হ আকবার, আল্লাহ-হ আকবার, সুবহা-নাকাজ্জাহ-হস্মা ইন্নী
 যালামতু নাফসী ফাগফির লী। ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয়্যনুবা ইল্লাহ
 আনতা)।

২০৬- “আল্লাহর নামে; আর সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। পবিত্র মহান
 সেই সত্তা, যিনি একে আমাদের জন্য বশীভূত করে দিয়েছেন, অন্যথায়
 আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আর আমরা অবশ্যই
 প্রত্যাবর্তন করবো আমাদের রবের দিকে। সকল প্রশংসা আল্লাহর
 জন্য, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।
 আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়। হে
 আল্লাহ! আপনি পবিত্র-মহান; আমি আমার নিজের উপর যুলুম করেছি,

সুতরাং আপনি আমাকে মাফ করে দিন। কেননা, আপনি ছাড়া গুনাহ মাফ করার আর কেউ নেই।”²⁵³

৯৬. সফরের দো'আ

٠٧- اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، **سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا**
لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمْنَقِلُّوْنَ ﴿اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا

هَذَا الِبَرَّ وَالثَّقَوْيِ، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوْنُ عَلَيْنَا سَفَرُنَا

هَذَا وَأَطْلُوْ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفُةُ فِي

الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرِ، وَكَابَةِ الْمُنْظَرِ، وَسُوءِ

الْمُنْقَلِبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ﴾

(আঞ্চা-হ আকবার আঞ্চা-হ আকবার আঞ্চা-হ আকবার। সুব্হা-নাঞ্চায়ী সাথথারা লানা হা-যা ওয়ামা কুঞ্চা লাহু মুকরিনীনা। ওয়া ইন্না ইলা রবিনা লামুনকালিবুন। আঞ্চা-হস্মা ইন্না নাস'আলুকা ফী সাফারিনা হা-যাল-বিররা ওয়াভাকওয়া, ওয়ামিনাল 'আমালি মা তারদ্বা। আঞ্চা-হস্মা হাউইন 'আলাইনা সাফারানা হা-যা ওয়াতউই 'আঞ্চা বু'দাহ। আঞ্চা-হস্মা

²⁵³ আবু দাউদ ৩/৩৪, ২৬০২; তিরমিয়ী ৫/৫০১, নং ৩৪৪৬। আরও দেখুন, সহীহত তিরমিয়ী ৩/১৫৬। আর আয়াত দু'টি হচ্ছে, সূরা আয-যুখরফের ১৩-১৪।

আনতাস সা-হিরু ফিস সাফারি ওয়াল-খালীফাতু ফিল আহলি। আল্লাহ-হুম্মা ইন্নী আ'উয় বিকা' মিন ওয়া'আসা-ইস্স সাফারি ওয়া' কা'আবাতিল মানযারি ওয়া' সূ-ইল মুনক্কালাবি ফিল মা-লি ওয়াল আহল)।

২০৭- “আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়, আল্লাহ সবচেয়ে বড়। পবিত্র মহান সেই সত্তা, যিনি আমাদের জন্য একে বশীভূত করে দিয়েছেন, অন্যথায় আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আর আমরা অবশ্যই আমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করব।

হে আল্লাহ! আমরা এই সফরে আপনার কাছে চাই পৃণ্য ও তাকওয়া এবং এমন কাজ যা আপনি পছন্দ করেন। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এই সফরকে সহজ করে দিন এবং এর দুরত্বকে আমাদের জন্য কমিয়ে দিন। হে আল্লাহ! আপনিই সফরে আমাদের সাথী এবং আমাদের পরিবার-পরিজনের তত্ত্বাবধায়ণকারী। হে আল্লাহ! আমরা আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি সফরের কষ্ট-ক্লেশ থেকে, অবাঞ্ছিত অবস্থার দৃশ্য থেকে এবং সম্পদ ও পরিবারে অনিষ্টকর প্রত্যাবর্তন থেকে।”

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর থেকে ফেরার সময়ও তা পড়তেন এবং তাতে যোগ করতেন,

أَيْبُونَ تَأْبِيْوَنَ عَابِدُونَ لِرِبِّنَا حَامِدُونَ[॥]

(আ-ইবুনা তা-ইবুনা 'আ-বিদুনা, লিরবিনা হা-মিদুন)।

“আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী এবং আমাদের রবের প্রশংসকারী।”²⁵⁴

৯৭. গ্রাম বা শহরে প্রবেশের দোআ

— ১০৮ —
 اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ
 وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَصْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا دَرَلْنَ،
 أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرِيَّةِ، وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ
 شَرِّهَا، وَشَرِّ أَهْلِهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا ॥

(আল্লাহ-হম্মা রববাস্স সামা-ওয়া-তিস্স সাব-ঙ্গ ওয়ামা আয়লালনা, ওয়ারব্বাল আরাদীনাস সাব-ঙ্গ ওয়ামা আক্লালনা, ওয়া রববাশ শাইয়া-তী-নি ওয়ামা আব্লালনা, ওয়া রববারিয়া-হি ওয়ামা যারাইনা, আস'আলুকা খাইরা হা-ফিল কারইয়াতি ওয়া খাইরা আহলিহা ওয়া খাইরা মা ফীহা। ওয়া আ'উয়ু বিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি আহলিহা ওয়া শাররি মা ফীহা)।

২০৮- “হে আল্লাহ! সাত আসমান এবং তা যা কিছু ছায়া দিয়ে রেখেছে তার রব! সাত যমীন এবং তা যা ধারণ করে রেখেছে তার রব!

²⁵⁴ মুসলিম ২/৯৭৮, হাদীস নং ১৩৪২।

শয়তানদের এবং ওদের দ্বারা পথভ্রষ্টদের রক্ষা! বাতাসসমূহ এবং তা যা উড়িয়ে নেয় তার রক্ষা! আমি আপনার নিকট চাই এ জনপদের কল্যাণ, এ জনপদবাসীর কল্যাণ এবং এর মাঝে যা আছে তার কল্যাণ। আর আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই এ জনপদের অনিষ্ট থেকে, তাতে বসবাসকারীদের অনিষ্ট থেকে এবং এর মাঝে যা আছে তার অনিষ্ট থেকে।”²⁵⁵

১৮.বাজারে প্রবেশের দো'আ

—১০৯—
 ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحِبِّي
 وَيُمِيَّتُ، وَهُوَ حَقٌّ لَا يَمُوْتُ، بِيَدِهِ الْحَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

(লা ইলা-হা ইঞ্জাঞ্জা-হু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু লাহুল-মুলকু ওয়ালাহুল
 হামদু ইযুহঙ্গ ওয়াইযুমীতু ওয়াহুয়া হায়ুন লা ইয়ামৃতু বিয়াদিহিল খাইরু
 ওয়া হওয়া ‘আলা কুণ্ডি শাই’ইন কাদীর)।

২০৯- “একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই, তাঁর কোনো
 শরিক নেই, রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা মাত্রই তাঁর। তিনিই জীবন দান

²⁵⁵ হাকেম, আর তিনি একে সহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী সেটা সমর্থন
 করেছেন ২/১০০; ইবনুস সুন্নী, নং ৫২৪। তাছাড়া হাফেয ইবন হাজার তাঁর
 তাখরীজুল আয়কার ৫/১৫৪, একে হাসান বলেছেন। আল্লামা ইবন বায
 রাহেমাহল্লাহ বলেন, ‘হাদীসটি নাসাই হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।’ দেখুন,
 তুহফাতুল আখইয়ার, পৃ. ৩৭।

করেন এবং তিনিই মারেন। আর তিনি চিরঞ্জীব, মারা যাবেন না। সকল প্রকার কল্যাণ তাঁর হাতে নিহিত। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।”^{২৫৬}

১৯. বাহন হোঁচট খেলে পড়ার দো'আ

بِسْمِ اللّٰهِ - ১০

(বিসমিল্লা-হ)

২১০- “আল্লাহর নামে।”^{২৫৭}

১০০. মুক্তীম বা অবস্থানকারীদের জন্য মুসাফিরের দো'আ

أَسْتَوْدِعُكُمْ أَنَّهُ الَّذِي لَا تَضِيغُ وَدَائِعُهُ^{۱۱۱}

(আস্তাউদি'উ কুমুল্লা-হাল্লায়ী লা' তাদ্বী'উ ওয়াদা-ই'উহু)।

²⁵⁶ তিরমিয়ী, নং ৩৪২৮; ইবন মাজাহ, ৫/২৯১, নং ৩৮৬০; হাকেম ১/৫৩৮। আর শাহিখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ ইবন মাজাহ ২/২১; সহীহত তিরমিয়ী, ৩/১৫২ হাসান হাদীস বলেছেন।

²⁵⁷ আবু দাউদ, ৪/২৯৬, নং ৪৯৮২। আর শাহিখ আলবানী একে সহীহ বলেছেন, সহীহ আবি দাউদে, ৩/৯৪১।

২১১- “আমি তোমাদেরকে আল্লাহর হেফায়তে রেখে যাচ্ছি, যাঁর কাছে
রাখা আমানতসমূহ কখনও বিনষ্ট হয় না।”^{২৫৮}

১০১. মুসাফিরের জন্য মুক্তীম বা অবস্থানকারীর দোআ

﴿أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ، وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ﴾^(১)-১১৯

(আস্তাউদি'উল্লা-হা দীনাকা ওয়া আমা-নাতাকা ওয়া খাওয়া-তীমা
‘আমালিকা)।

২১২-^(১) “আমি আপনার দীন, আপনার আমানত (পরিবার-পরিজন ও
ধন-সম্পদ) এবং আপনার সর্বশেষ আমলকে আল্লাহর হেফায়তে
রাখছি।”^{২৫৯}

﴿رَوَدَكَ اللَّهُ التَّقْوَىٰ، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ، وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ﴾^(১)-১১৩

(যাওয়াদাকাল্লাহুত তাকওয়া, ওয়াগাফারা যানবাকা, ওয়া ইয়াসসারা
লাকাল খাইরা হাইসু মা কুনতা)।

²⁵⁸ আহমাদ ২/৪০৩, নং ৯২৩০; ইবন মাজাহ, ২/৯৪৩, নং ২৮২৫। আরও
দেখুন, সহীহ ইবন মাজাহ ২/১৩৩।

²⁵⁹ আহমাদ ২/৭, ৪৫২৪, তিরমিয়ী ৫/৮৯৯, নং ৩৪৪৩। আর শাইখ আলবানী
একে সহীহ সুনানিত তিরমিয়ীতে ৩/৮১৯ সহীহ হাদীস বলেছেন।

২১৩-^(২) “আল্লাহ আপনাকে তাকওয়ার পাথেয় প্রদান করুন, আপনার গুনাহ ক্ষমা করুন, আর যেখানেই থাকুন না কেন আপনার জন্য কল্যাণকে সহজ করে দিন।”^{২৬০}

১০২. সফরে চলার সময় তাকবীর ও তাসবীহ

২১৪- ‘জাবের রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, “আমরা যখন উঁচুতে আরোহণ করতাম তখন ‘আল্লাহ আকবার’ বলতাম, আর যখন নীচের দিকে নামতাম তখন ‘সুবহানাল্লাহ’ বলতাম।”^{২৬১}

১০৩. রাত্রির শেষ প্রহরে মুসাফিরের দো’আ

—^{٢١٥} سَمِعَ سَامِعٌ بِمَحِمَّدٍ اللَّهِ وَحْسِنَ بَلَائِهِ عَلَيْنَا، رَبَّنَا صَاحِبِنَا،
وَأَفْضِلُ عَلَيْنَا، عَائِذًا بِاللَّهِ مِنَ الْكَارِ[।]

(সাম্যা’আ সা-মি’উন বিহামদিল্লা-হ, ওয়া হুসনি বালা-ইইহী ‘আলাইনা, রাববানা সা-হিবনা, ওয়া আফদিল ‘আলাইনা, ‘আ-ইয়ান বিল্লা-হি মিনান না-রী)

²⁶⁰ তিরমিয়ী, নং ৩৪৪৮; আরও দেখুন, সহীহত তিরমিয়ী, ৩/১৫৫।

²⁶¹ বুখারী, (ফাতহুল বারীসহ) ৬/১৩৫, নং ২৯৯৩।

২১৫- “আমরা যে আল্লাহর প্রশংসা করলাম, আর আমাদের উপর তাঁর উত্তম নেয়ামতের ঘোষণা দিলাম, তা একজন শ্রোতা আমার এ কথা শুনে অন্যের কাছে পৌঁছে দিক। হে আমাদের রব! আপনি আমাদের সাথী হোন, আর আমাদের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করুন। আগুন থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে (এ দো‘আ করছি)।”^{২৬২}

১০৪. সফরে বা অন্য অবস্থায় কোনো ঘরে নামলে পড়ার দো‘আ

۔۱۱۶ ﴿أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الْتَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا حَلَقَ﴾

(আ‘উয়ু বি কালিমা-তিল্লা-হিত তা-স্মা-তি মিন শাররি মা খালাকু)

২১৬- “আল্লাহর পরিপূর্ণ কালেমাসমূহের ওসিলায় আমি তাঁর নিকট তাঁর সৃষ্টির ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাই।”^{২৬৩}

²⁶² মুসলিম, ৪/২০৮৬, নং ২৭১৮। আর হাদীসে ব্যবহৃত ^{سَمِعْ} ^{سَمِعْ} শব্দের অর্থ, ‘একজন সাক্ষ্যদাতা সাক্ষ্য প্রদান করুন যে, আমরা আল্লাহর প্রশংসা করেছি তার যাবতীয় নেয়ামতের উপর, তাঁর উত্তম দান-দয়ার উপর।’ আর যদি হাদীসে ব্যবহৃত শব্দটিকে ^{سَمِعْ} ^{سَمِعْ} ধরা হয়, তখন অর্থ হবে, ‘একজন শ্রোতা আমার এ কথা শুনে তা অন্যের কাছে পৌঁছে দিক।’ আর এ-কথাটি তিনি বলেছেন শেষ রাত্রির দো‘আ ও যিকর সম্পর্কে সচেতন করার জন্য। শারহুন নাওয়াওয়ী ‘আলা সহাহ মুসলিম, ১৭/৩৯।

²⁶³ মুসলিম, ৪/২০৮০, নং ২৭০৯।

১০৫. সফর থেকে ফেরার ঘিক্র

২১৭- প্রতিটি উঁচু স্থানে তিন বার তাকবীর দিবে, তারপর বলবে,

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ، أَيُّوبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لَرِبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ
وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَرَمَ الْأَخْرَابَ وَحْدَهُ»^১.

(লা ইলা-হা ইল্লাহ্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া
লাহুল হামদু, ওয়াহ্যা 'আলা কুন্নি শাই'ইন কাদীর, আ-ইবুনা, তা-ইবুনা,
'আ-বিদুনা, লি রাবিনা হা-মিদুন। সাদাকান্না-হু ওয়া'দাহু, ওয়া নাসারা
'আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহু)

“একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক
নেই; রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর; আর তিনি সকল কিছুর উপর
ক্ষমতাবান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী এবং
আমাদের রবের প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা বাস্তবায়ন করেছেন,
তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন, আর তিনি সকল বিরোধী দল-
গোষ্ঠীকে একাই পরামর্শ করেছেন।”^২

²⁶⁴ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো যুদ্ধ অথবা হজ্জ থেকে
ফিরতেন, তখন এগুলো বলতেন। বুখারী, ৭/১৬৩, নং ১৭৯৭; মুসলিম,
২/৯৮০, নং ১৩৪৮।

১০৬. আনন্দদায়ক অথবা অপছন্দনীয় কিছুর সম্মুখীন হলে যা বলবে
২১৮- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যখন আনন্দদায়ক
কোনো বিষয় আসত তখন তিনি বলতেন,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَمَّ الصَّالِحَاتُ
॥

(আলহামদু লিল্লাহ-হিল্লায়ী বিনি'মাতিহী তাতিস্মুস সা-লিহা-ত)।

“আল্লাহর জন্য সমস্ত প্রশংসা, যাঁর নেয়ামত দ্বারা সকল ভাল কিছু
পরিপূর্ণ হয়।”

আর যখন তার কাছে অপছন্দনীয় বিষয় আসত, তখন তিনি বলতেন,

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ
॥

(আলহামদুলিল্লাহ-হি 'আলা' কুণ্ডি হাল)

“সকল অবস্থায় যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য।”²⁶⁵

²⁶⁵ হাদীসটি সংকলন করেছেন, ইবনুস সুন্নী, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল-লাইলাহ,
নং ৩৭৭; হাকেম এবং তিনি একে সহীহ বলেছেন, ১/৪৯৯। আর শাইখ
আলবানী তাঁর সহীভুল জামে' ৪/২০১।

১০৭. নবী সান্নান্নাহু আলাইহি ওয়াসান্নাম-এর উপর দরুদ পাঠের ফর্যীলত

২১৯-^(১) নবী সান্নান্নাহু আলাইহি ওয়াসান্নাম বলেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করবে, তার বিনিময়ে আন্নাহু তার উপর দশবার দরুদ পাঠ করবেন।”^{২৬৬}

২২০-^(২) নবী সান্নান্নাহু আলাইহি ওয়াসান্নাম আরও বলেন, “তোমরা আমার কবরকে ঈদ তথা সম্মিলনস্থলে পরিণত করবে না, আর তোমরা আমার উপর দরুদ পাঠ কর; কেননা তোমাদের দরুদ আমার কাছে পৌঁছে যায়, তোমরা যেখানেই থাক না কেন।”^{২৬৭}

২২১-^(৩) নবী সান্নান্নাহু আলাইহি ওয়াসান্নাম আরও বলেন, “যার সামনে আমার নাম উল্লেখ করা হলো অতঃপর সে আমার উপর দরুদ পড়লো না, সে-ই কৃপণ।”^{২৬৮}

২২২-^(৪) রাসূলুন্নাহু সান্নান্নাহু আলাইহি ওয়াসান্নাম আরও বলেন, “পৃথিবীতে আন্নাহর একদল ভাম্যমাণ ফেরেশতা রয়েছে যারা উম্মতের পক্ষ থেকে প্রেরিত সালাম আমার কাছে পৌঁছিয়ে দেয়।”^{২৬৯}

²⁶⁶ হাদীসটি সংকলন করেছেন, মুসলিম ১/২৮৮, নং ৩৮৪।

²⁶⁷ আবু দাউদ ২/২১৮, নং ২০৮৮; আহমাদ ২/৩৬৭, নং ৮৮০৪। আর শাহীখ আলবানী একে সহীহ আবি দাউদে ২/৩৮৩, সহীহ বলেছেন।

²⁶⁸ তিরমিয়ী, ৫/৫৫১, নং ৩৫৪৬, ইত্যাদি। আরও দেখুন, সহীলুল জামে‘ ৩/২৫; সহীহুত তিরমিয়ী, ৩/১৭৭।

২২৩-^(c) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, “যখন কোনো ব্যক্তি আমাকে সালাম দেয়, তখন আল্লাহ আমার রূহ ফিরিয়ে দেন, যাতে আমি সালামের জবাব দিতে পারি।”^{২৭০}

১০৮. সালামের প্রসার

২২৪-^(d) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তোমরা ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত জাগ্রাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর তোমরা পরম্পরকে না ভালোবাসা পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না। আমি কি তোমাদের এমন কিছু শিখিয়ে দিবো না যা করলে তোমরা পরম্পরকে ভালবাসবে? (তা হলো) তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যাপক প্রসার ঘটাও।”^{২৭১}

২২৫-^(e) “তিনটি জিনিস যে ব্যক্তি একত্রিত করতে পারবে সে ঈমান একত্রিত করল, (১) নিজের ব্যাপারেও ইনসাফ করা, (২) জগতের

²⁶⁹ নাসাই, ৩/৮৩, নং ১২৮২; হাকেম, ২/৪২১। আর শাইখ আলবানী একে সহীহন নাসাই ১/২৭৪, সহীহ বলেছেন।

²⁷⁰ আবু দাউদ, নং ২০৪১। আর শাইখ আলবানী সহীহ আবি দাউদে ১/৩৮৩, একে হাসান হাদিস বলেছেন।

²⁷¹ মুসলিম ১/৭৮, নং ৫৪; আহমাদ, নং ১৪৩০; আর শব্দ তাঁরই। মুসলিমের শব্দ হচ্ছে, “লা তাদখুলুনা...” ‘তোমরা প্রবেশ করবে না...’।

সকলকে সালাম দেওয়া, আর (৩) অন্ন সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তা থেকে
ব্যয় করা।”^{২৭২}

২২৬-^(৩) ‘আবদুল্লাহ ইবন ‘আমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত,
এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজেস করলো,
ইসলামের কোন কাজটি শ্রেষ্ঠ? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
বললেন, “তুমি খাবার খাওয়াবে এবং তোমার পরিচিত-অপরিচিত
সকলকে সালাম দিবে।”^{২৭৩}

১০৯. কাফের সালাম দিলে কীভাবে জবাব দিবে

২২৭- “আহলে কিতাব তথা ইয়াতুনী ও নাসারারা যখন তোমাদেরকে
সালাম দিবে, তখন তোমরা বলবে,

«وَعَلَيْكُمْ

(ওয়া ‘আলাইকুম।)

“আর তোমাদেরও উপর।”^{২৭৪}

²⁷² বুখারী, (ফাতহল বারীসহ) ১/৮২, নং ২৮; আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে
মাওকুফ ও মু’আল্লাক হিসেবে।

²⁷³ বুখারী, (ফাতহল বারীসহ) ১/৫৫, নং ১২; মুসলিম ১/৬৫, নং ৩৯।

²⁷⁴ বুখারী, (ফাতহল বারীসহ) ১১/৮২, নং ৬২৫৮; মুসলিম ৮/১৭০৫, নং
২১৬৩।

১১০. মোরগের ডাক ও গাধার স্বর শুনলে পড়ার দোষ্টা

২২৮- “যখন তোমরা মোরগের ডাক শুনবে, তখন তোমরা আল্লাহ্ৰ অনুগ্রহ চাইবে, কেননা সে একটি ফেরেশতা দেখেছে। আর যখন তোমরা কোনো গাধার স্বর শুনবে, তখন শয়তান থেকে আল্লাহ্ৰ কাছে আশ্রয় চাইবে; কেননা সে শয়তান দেখেছে।”^{২৭৫}

১১১. রাতের বেলায় কুকুরের ডাক শুনলে দোষ্টা

২২৯- “যখন তোমরা রাত্রিবেলা কুকুরের ডাক ও গাধার স্বর শুনবে, তখন তোমরা সেগুলো থেকে আল্লাহ্ৰ কাছে আশ্রয় চাও; কেননা সেগুলো তা দেখে তোমরা যা দেখতে পাও না।”^{২৭৬}

১১২. যাকে আপনি গালি দিয়েছেন তার জন্য দোষ্টা

২৩০- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

²⁷⁵ বুখারী (ফাতহুল বারীসহ), ৬/৩৫০, নং ৩৩০৩; মুসলিম, ৪/২০৯২, নং ২৭২৯।

²⁷⁶ আবু দাউদ ৪/৩২৭, নং ৫১০৫; আহমাদ ৩/৩০৬, নং ১৪২৮৩। আর শাইখ আলবানী একে সহীহ আবি দাউদে ৩/৯৬১, সহীহ বলেছেন।

اللَّهُمَّ فَأَعِمَّا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعُلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ。॥

(আল্লাহ-হস্তা ফাআইয়ুমা মুমিনিন् সাবাবতুহ ফাজ্বাল যা-লিকা লাহু কুরবাতান ইলাইকা ইয়াউমাল কিয়া-মাতি)।

“হে আল্লাহ! যে মুমিনকেই আমি গালি দিয়েছি, তা তার জন্য কিয়ামতের দিন আপনার নৈকট্যের মাধ্যম করে দিন।”²⁷⁷

১১৩. কোনো মুসলিম অপর মুসলিমকে প্রশংসা করলে যা বলবে

২৩১- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যখন তোমাদের মধ্যে কেউ কারো প্রশংসা করতেই হয়, তখন যেন সে বলে,

أَحَسِبْ فُلَانًا وَاللَّهُ حَسِيبُهُ، وَلَا أَزِّيْ كِي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا، أَحَسِبُهُ -إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَاكَ- كَنَا وَكَنَا。॥

“অমুক প্রসঙ্গে আমি এ ধারণা রাখি, আর আল্লাহই তার ব্যাপারে সঠিক হিসাবকারী, আল্লাহর উপর (তাঁর জ্ঞানের উপরে উঠে) কারও প্রশংসা

²⁷⁷ বুখারী (ফাতহল বারীসহ) ১১/১৭১, নং ৬৩৬১; মুসলিম ৪/২০০৭, নং ৩৯৬, আর তার শব্দ হচ্ছে, “ফাজ্বালহা লাহু যাকাতান ও রাহমাতান”। অর্থাৎ ‘সেটা তার জন্য পবিত্রতা ও রহমত বানিয়ে দিন’।

করছি না। আমি মনে করি, সে এ ধরনের, ও ধরনের -যদি তার সম্পর্কে
তা জানা থাকে-।”²⁷⁸

১১৪. কোনো মুসলিমের প্রশংসা করা হলে সে যা বলবে

—۴۴۸—
اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ وَاغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ وَاجْعَلْنِي
خَيْرًا مِمَّا يَضْلُّونَ[॥]

(আল্লাহ-হস্মা লা-তু'আ-খিয়নী বিমা ইয়াকুলুনা, ওয়াগফিরলী মা-লা
ইয়া'লামুনা, [ওয়াজ'আলনী খাইরাম মিস্মা ইয়ামুনা])

২৩২- “হে আল্লাহ, তারা যা বলছে তার জন্য আমাকে পাকড়াও করবেন
না, তারা (আমার ব্যাপারে) যা জানে না সে ব্যাপারে আমাকে ক্ষমা
করুন, [আর তারা যা ধারণা করে তার চাইতেও আমাকে উত্তম
বানান]।”²⁷⁹

²⁷⁸ মুসলিম, ৪/২২৯৬, নং ৩০০০।

²⁷⁹ বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, নং ৭৬১। আর শাইখ আলবানী তাঁর সহীভুল
আদাবিল মুফরাদ গ্রন্থে নং ৫৮৫, সেটার সনদকে সহীহ বলেছেন। আর দু'
ব্রাকেটের মাঝখানের অংশ বাইহাকীর শু'আবুল ঈমান গ্রন্থ থেকে নেওয়া
হয়েছে, ৪/২২৮, যা অন্য পদ্ধতিতে এসেছে।

১১৫. হজ্জ বা উমরায় মুহরিম ব্যক্তি কিভাবে তালবিয়াহ পড়বে

— ۱۳۳ —
﴿لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ
وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ، لَا شَرِيكَ لَكَ﴾

(লাবাইকাল্লাহ-হস্মা লাবাইকা, লাবাইকা লা শারীকা লাকা লাবাইক /
ইন্হাল-হামদা ওয়ান-নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারীকা লাকা)।

২৩০- “আমি আপনার দরবারে হায়ির, হে আল্লাহ! আমি আপনার
দরবারে উপস্থিত। আমি আপনার দরবারে হায়ির, আপনার কোনো
শরীক নেই, আমি আপনার দরবারে উপস্থিত। নিশ্চয় সকল প্রশংসা ও
নেয়ামত আপনার, আর রাজত্বও। আপনার কোনো শরীক নেই।”^{২৪০}

১১৬. হাজরে আসওয়াদের কাছে আসলে তাকবীর বলা

২৩৪- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটের উপর আরোহণ
করে কাঁবা ঘর তাওয়াফ করলেন; যখনই তিনি হাজরে আসওয়াদের
কাছে পৌছতেন, তখনই সেদিকে তার নিকটস্থ কিছু দিয়ে ইঙ্গিত
করতেন এবং ‘আল্লাহ আকবার’ বলতেন’^{২৪১}।

²⁴⁰ বুখারী ৩/৮০৮, নং ১৫৪৯; মুসলিম ২/৮৪১, নং ১১৮৪।

²⁴¹ বুখারী, (ফাতহল বারীসহ) ৩/৪৭৬, নং ১৬১৩। আর ‘কোনো কিছু’ বলে
এখানে বাঁকা লাঠি বোঝানো হয়েছে। দেখুন, বুখারী, (ফাতহল বারীসহ),
৩/৪৭২।

১১৭. রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদের মাঝে দো'আ

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ - ১৩০

النَّارِ ﴿١﴾

(রববানা আ-তিনা ফিদুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়াফিল আ-খিরাতি হাসানাতাওঁ
ওয়াকিনা 'আয়া-বান্না-র) ।

২৩৫- “হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন এবং
আখেরাতেও কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে আগনের শাস্তি থেকে রক্ষা
কর়ুন।”^{২৮২}

১১৮. সাফা ও মারওয়ায় দাঁড়িয়ে যা পড়বে

২৩৬- যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফা পর্বতের
নিকটবর্তী হলেন, তখন এই আয়াত পড়লেনঃ

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴿١﴾

²⁸² আবু দাউদ ২/১৭৯, নং ১৮৯৪; মুসনাদে আহমাদ ৩/৮১১, নং ১৫৩৯৮;
আল-বাগভী ফী শারহিস সুন্নাহ, ৭/১২৮। আর শাইখ আলবানী সহীহ আবি
দাউদে ১/৩৫৪ একে সহীহ বলেছেন। আয়াতটি সূরা আল-বাকারাহ্র আয়াত
নং ২০১।

(ইন্নাস্সাফা ওয়াল-মারওয়াতা মিন শা'আ-ইরিল্লাহ)।

“নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নির্দেশনসমূহের অন্তর্ভুক্ত।”

আর বলেন, “আল্লাহ যেখান থেকে শুরু করেছেন আমিও সেখান থেকে শুরু করব।” অতঃপর তিনি সাফা পর্বতে আরোহণ করতে লাগলেন যতক্ষণ না কাবা দেখলেন, অতঃপর কিবলামুখী হলেন, তারপর আল্লাহর তাওহীদ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) ঘোষণা করেন এবং তাকবীর (আল্লাহ আকবার) বলেন, অতঃপর এই দো'আ পড়েন,

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ
الْأَخْرَابَ وَحْدَهُ﴾

(লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ ওয়াহ্দাহ লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া
লাহুল হামদু, ওয়া হয়া 'আলা কুন্নি শাই'ইন কাদীর। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-
হ ওয়াহ্দাহু, আনজায়া ওয়া'দাহু, ওয়ানাসারা 'আবদাহু, ওয়া হায়ামাল-
আহ্যা-বা ওয়াহ্দাহু)।

“একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক
নেই; রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর; আর তিনি সকল কিছুর উপর
ক্ষমতাবান। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই, তিনি তাঁর
ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন, আর তিনি
সকল বিরোধী দল-গোষ্ঠীকে একাই পরামর্শ করেছেন।” এভাবে তিনি এর

মধ্যবর্তী স্থানেও দো'আ করতে থাকেন। এই দো'আ তিনবার পাঠ করেন।

হাদীসটিতে আরও আছে, “তিনি সাফা পাহাড়ে যেমন করেছিলেন মারওয়াতেও অনুরূপ করেন।”^{২৮৩}

১১৯. আরাফাতের দিনে দো'আ

২৩৭- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “শ্রেষ্ঠ দো'আ হচ্ছে আরাফাত দিবসের দো'আ। আর আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীগণ যা বলেছি তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে:

—۴۳۷
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ^{۲۸۴}

(লা ইলা-হা ইন্নাল্লাহু ওয়াহদাহ লা শারীকা লাল, লাহল মূলকু ওয়া লাহল হামদু, ওয়া হ্যাঁ আলা কুল্লি শাই'ইন কাদীর)।

একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই; রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর; আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান।”^{২৮৫}

²⁸³ মুসলিম ২/৮৮৮, নং ১২১৮; আর আয়াতটি সূরা আল-বাকারার আয়াত নং ১৫৮।

১২০. মাশ'আরুল হারাম তথা মুয়দালিফায় বিক্রি

২৩৮- “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘কাসওয়া’ নামক উদ্দিতে আরোহণ করলেন, অবশেষে তিনি যখন মাশ'আরুল হারামে (মুয়দালিফার একটি স্থানে) আসেন, তখন তিনি কিবলামুখী হয়ে দো'আ করেন এবং তাকবীর বলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পাঠ করেন এবং তাঁর তাওহীদ বা একত্ব ঘোষণা করেন। তারপর তিনি (আকাশ) পূর্ণ ফর্সা না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। অতঃপর সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বেই তিনি মুয়দালিফা ত্যাগ করেন।”^{২৮৫}

১২১. জামরাসমূহে প্রত্যেক কংকর নিক্ষেপকালে তাকবীর বলা

২৩৯- “[রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তিনটি জামরায় প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় ‘আল্লাহ আকবার’ বলতেন, অতঃপর কিছুটা অগ্রসর হয়ে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতেন এবং প্রথম জামরা ও দ্বিতীয় জামরায় দুই হাত উঁচু করে দো'আ করতেন। কিন্তু জামরাতুল ‘আকবায়

²⁸⁴ তিরমিয়ী নং ৩৫৮৫; আর শাইখুল আলবানী সহীহত তিরমিয়ীতে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন, ৩/১৮৪; অনুরূপভাবে সিলসিলা সহীহায় ৪/৬।

²⁸⁵ মুসলিম ২/৮৯১, নং ১২১৮।

প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময় ‘আল্লাহু আকবার’ বলতেন এবং সেখানে অবস্থান না করে ফিরে আসতেন।²⁸⁶

১২২. আশ্যর্জনক ও আনন্দজনক বিষয়ের পর দো'আ

سُبْحَانَ اللَّهِ^(۱) - ۴۰

(সুবহা-নাল্লা-হ)

২৪০- “আল্লাহ পবিত্র-মহান।”²⁸⁷

اللَّهُ أَكْبَرُ^(۲) - ۴۱

(আল্লা-হ আকবার)

২৪১- “আল্লাহ সবচেয়ে বড়।”²⁸⁸

²⁸⁶ বুখারী, (ফাতহল বারীসহ) ৩/৫৮৩, নং ১৭৫১; সেখানে তার শব্দ দেখুন, আরও দেখুন, বুখারী, (ফাতহল বারীসহ) ৩/৫৮৩, ৩/৫৮৪, ৩/৫৮১ নং ১৭৫৩; অনুরূপ মুসলিম নং ১২১৮।

²⁸⁷ বুখারী, (ফাতহল বারীসহ) ১/২১০, ৩৯০, ৪১৪, নং ১১৫, ৩৫৯৯, ৬২১৮; মুসলিম ৮/১৮৫৭, নং ১৬৭৪।

²⁸⁸ বুখারী, (ফাতহল বারীসহ) ৮/৮৪১, নং ৪৭৪১; তিরমিয়ী নং ২১৮০; আন-নাসাই ফিল কুবরা, নং ১১১৮৫। আরও দেখুন, সহীল্হত তিরমিয়ী ২/১০৩, ২/২৩৫, আহমাদ-৫/২১৮, নং ২১৯০০।

১২৩. আনন্দদায়ক কোনো সংবাদ আসলে যা করবে

২৪২- “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোনো আনন্দদায়ক সংবাদ এলে মহান ও বরকতময় আল্লাহ তা‘আলার শুকরিয়া আদায়স্বরূপ সিজদায় পড়ে যেতেন।”^{২৮৯}

১২৪. শরীরে কোনো ব্যথা অনুভব করলে যা করবে ও বলবে

২৪৩- “আপনার দেহের যে স্থানে আপনি ব্যথা অনুভব করছেন, সেখানে আপনার হাত রেখে তিনবার বলুন,

«بِسْمِ اللَّهِ»

(বিসমিল্লাহ)

“আল্লাহর নামে।” আর সাতবার বলুন,

«أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأَحَادِيرُ»

²⁸⁹ হাদীসটি নাসাই ব্যতীত অপরাপর সুনান গ্রন্থকারগণ উদ্ধৃত করেছেন। আবু দাউদ নং ২৭৭৪; তিরমিয়ী নং ১৫৭৮; ইবন মাজাহ ১৩৯৪। আরও দেখুন, সহীহ ইবন মাজাহ ১/২৩৩; ইরওয়াউল গালীল, ২/২২৬।

(ଆ'উয়ু বিল্লা-হি ওয়া কুদরাতিহী মিন শাররি মা আজিদু ওয়া উহা-
যিরু)।

“এই যে ব্যথা আমি অনুভব করছি এবং যার আমি আশক্ত করছি, তা
থেকে আমি আল্লাহর এবং তাঁর কুদরতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি।”²⁹⁰

১২৫. কোনো কিছুর উপর নিজের চোখ লাগার ভয় থাকলে দো'আ

২৪৪- “যখন তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের, অথবা নিজের কোনো
বিষয়ে, অথবা নিজের কোনো সম্পদে এমন কিছু দেখে যা তাকে
চমৎকৃত করে, [তখন সে যেন সেটার জন্য বরকতের দো'আ করে;]
কারণ, চোখ লাগার (বদ নজরের) বিষয়টি সত্য।”²⁹¹

১২৬. ভীত অবস্থায় যা বলবে

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ[॥] - ১৪০

(লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ-হ !)

²⁹⁰ মুসলিম ৮/১৭২৮, নং ২২০২।

²⁹¹ মুসনাদে আহমাদ ৮/৮৮৭, নং ১৫৭০০; ইবন মাজাহ, নং ৩৫০৮; মালেক
৩/১১৮-১১৯। আর শাইখুল আলবানী, সহীহুল জামে' গ্রন্থে সহীহ বলেছেন,
১/২১২; আরও দেখুন, আরনাউতের এর যাদুল মাআদ এর তাহকীক
৪/১৭০।

২৪৫- “আল্লাহ ব্যতীত কোনো হক উপাস্য নেই!” ২৯২

১২৭. পশু যবেহ বা নাহর করার সময় যা বলবে

۔ ৪৬ 『بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي』

(বিসমিল্লাহ-হি ওয়াল্লাহ-হু আকবার, [আল্লাহ-হুম্মা মিনকা ওয়ালাকা], আল্লাহ-হুম্মা তাকাব্বাল মিন্নী)

২৪৬- “আল্লাহর নামে, আর আল্লাহ সবচেয়ে বড়। [হে আল্লাহ! এটা আপনার নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং আপনার জন্যই।] হে আল্লাহ! আপনি আমার তরফ থেকে তা কবুল করুন।” ২৯৩

১২৮. দুষ্ট শয়তানদের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে যা বলবে

۔ ৪৭ 『أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاِوْزُهُنَّ بَرْزَوْلَا فَاجْرِيْ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وَبَرَأْ أَوْذَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْ شَرِّ مَا

²⁹² বুখারী, (ফাতহল বারীসহ) ৬/৩৮১, নং ৩৩৪৬; মুসলিম ৪/২২০৮, নং ২৮৮০।

²⁹³ মুসলিম ৩/১৫৫৭, নং ১৯৬৭; বাযহাকী ৯/২৮৭, দু ব্রাকেটের মাঝখানের অংশ বাইহাকী থেকে, ৯/২৮৭, ইত্যাদি। তবে সর্বশেষ বাক্যটি ইমাম মুসলিমের বর্ণনা থেকে অর্থ হিসেবে গৃহীত।

يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ
شَرِّ فِتْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا
رَحْمَنُ[۝].

(আ'উয়ু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্-তা-স্মা-তিল্লাতী লা ইয়ুজাউইয়ুহম্মা বাররূন
ওয়ালা ফা-জিরুম মিন শারারি মা খালাকা, ওয়া বারা'আ, ওয়া যারা'আ,
ওয়ামিন শারারি মা ইয়ানযিলু মিনাস্ সামা-যি, ওয়ামিন শারারি মা যারাআ
ফিল আরদ্বি, ওয়ামিন শারারি মা ইয়াখরুজু মিনহা, ওয়ামিন শারারি
ফিতানিল-লাইলি ওয়ান-নাহা-রি, ওয়ামিন শারারি কুল্লি ঢা-রিকিন ইল্লা
ঢা-রিকান ইয়াত্তরুকু বিখাইরিন, ইয়া রহমানু)।

২৪৭- “আমি আল্লাহর ঐ সকল পরিপূর্ণ বাণীসমূহের সাহায্যে আশ্রয়
চাই যা কোনো সংলোক বা অসংলোক অতিক্রম করতে পারে না—
আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন, অঙ্গিতে এনেছেন এবং তৈরি করেছেন তার
অনিষ্ট থেকে, আসমান থেকে যা নেমে আসে তার অনিষ্ট থেকে, যা
আকাশে উঠে তার অনিষ্ট থেকে, যা পৃথিবীতে তিনি সৃষ্টি করেছেন তার
অনিষ্ট থেকে, যা পৃথিবী থেকে বেরিয়ে আসে তার অনিষ্ট থেকে, দিনে-
রাতে সংঘটিত ফেতনার অনিষ্ট থেকে, আর রাত্রিবেলা হঠাৎ করে

আগত অনিষ্ট থেকে, তবে রাতে আগত যে বিষয় কল্যাণ নিয়ে আসে তা ব্যতীত; হে দয়াময়!”²⁹⁴

১২৯. ক্ষমাপ্রার্থনা ও তাওবা করা

২৪৮-^(১) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আল্লাহর শপথ, নিশ্চয় আমি দৈনিক সতর -এর অধিকবার আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই এবং তাওবা করি।”²⁹⁵

২৪৯-^(২) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, “হে মানুষ, তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর, নিশ্চয় আমি আল্লাহর কাছে দৈনিক একশত বার তাওবা করি।”²⁹⁶

২৫০-^(৩) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, “যে ব্যক্তি বলবে,

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيْوُمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ۔

²⁹⁴ আহমাদ ৩/৪১৯, নং ১৫৪৬১, সহীহ সনদে। আর ইবনুস সুন্নী, নং ৬৩৭; আরনাউত তার ঢাহাভীয়ার তাখরীজে এর সনদকে বিশুদ্ধ বলেছেন, পৃ. ১৩৩। আরও দেখুন, মাজমা‘উয় যাওয়ায়েদ ১০/১২৭।

²⁹⁵ বুখারী, ফাতহল বারীসহ, ১১/১০১, নং ৬৩০৭।

²⁹⁶ মুসলিম, ৪/২০৭৬, নং ২৭০২।

(আস্তাগফিরহুল্লা-হাল ‘আয়ীমল্লায়ী লা ইলা-হা ইল্লা হয়াল হাইযুল কায়্যুমু
ওয়া আতুরু ইলাইহি)।

‘আমি মহামহিম আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই, যিনি ছাড়া আর কোনো হক্ক
ইলাহ নেই, তিনি চিরস্থায়ী, সর্বসত্ত্বার ধারক। আর আমি তাঁরই নিকট
তওবা করছি।’ আল্লাহ তাকে মাফ করে দিবেন যদিও সে যুদ্ধক্ষেত্র
থেকে পলায়নকারী হয়।’”²⁹⁷

২৫১-^(৮) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, “রব
একজন বান্দার সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হয় রাতের শেষ প্রান্তে,
সুতরাং যদি তুমি যদি সে সময়ে আল্লাহর যিক্রিয়াদের অন্তর্ভুক্ত হতে
সক্ষম হও, তবে তা-ই হও।”²⁹⁸

²⁹⁷ আবু দাউদ ২/৮৫, নং ১৫১৭; তিরমিয়ী ৫/৫৬৯, নং ৩৫৭৭; আল-হাকিম
এবং সহীহ বলেছেন, তার সাথে ইমাম যাহাবী একমত্য পোষণ করেছেন,
১/৫১, আর শাইখুল আলবানীও সহীহ বলেছেন। দেখুন, সহীল্লত তিরমিয়ী
৩/১৮২, জামেউল উসূল লি আহাদিসির রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
৪/৩৮৯-৩৯০, আরনাউত এর সম্পাদনাসহ।

²⁹⁸ তিরমিয়ী নং ৩৫৭৯, নাসায়ী, ১/২৭৯ নং ৫৭২; হাকেম ১/৩০৯। আরও
দেখুন, সহীল্লত তিরমিয়ী, ৩/১৮৩; জামেউল উসূল, আরনাউতের
তাহকীকসহ ৪/১৪৪।

২৫২-^(৫) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, “একজন বান্দা তার রবের সবচেয়ে কাছে তখনই থাকে, যখন সে সিজদায় যায়, সুতরাং তোমরা তখন বেশি বেশি করে দো'আ কর।”^{২৯৯}

২৫৩-^(৬) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, “নিশ্চয় আমার অন্তরেও ঢাকনা এসে পড়ে, আর আমি দৈনিক আল্লাহ'র কাছে একশত বার ক্ষমা প্রার্থনা করি।”^{৩০০}

১৩০. তাসবীহ, তাহমীদ, তাহলীল ও তাকবীর -এর ফয়লত

২৫৪-^(১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যে ব্যক্তি দৈনিক ১০০ বার বলে,

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ ॥

²⁹⁹ মুসলিম, ১/৩৫০; নং ৪৮২।

³⁰⁰ মুসলিম, ৮/২০৭৫, নং ২৭০২। ইবনুল আসীর বলেন, «لِيُعَانَ عَلَى قَلْبِي» এর অর্থ হচ্ছে, ঢাকা পড়ে যায়, পর্দাবৃত হয়ে যায়। উদ্দেশ্য ভুলে যাওয়া; কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা যিক্র, নৈকট্য ও সার্বিক তত্ত্ববিধানে থাকতেন। তাই যখন কোনো সময় এ ব্যাপারে সামান্যতম ব্যাঘাত ঘটত অথবা ভুলে যেতেন, তখনি তিনি এটাকে নিজের জন্য গুনাহ মনে করতেন, সাথে সাথে তিনি ইস্তেগফার বা ক্ষমাপ্রার্থনার দিকে দ্রুত ধাবিত হতেন। দেখুন, জামে'উল উসূল ৮/৩৮৬।

(সুবহানাল্লাহ-হি ওয়াবিহামদিহী)

‘আমি আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি’, তার পাপসমূহ মুছে ফেলা হয়, যদিও তা সাগরের ফেনারাশির সমান হয়ে থাকে ।”^{৩১}

২৫৫-^(১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত বাণীটি ১০ বার বলবে,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْحُمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ[॥]

(লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ-হি ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহল মুলকু ওয়া লাহল হামদু ওয়া হয়া ‘আলা কুণ্ডি শাই’ইন কাদীর)।

“একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই; রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর; আর তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান ।” এটা তার জন্য এমন হবে যেন সে ইসমাইলের সন্তানদের চারজনকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করল ।”^{৩২}

³⁰¹ বুখারী ৭/১৬৮, নং ৬৪০৫; মুসলিম ৮/২০৭১, নং ২৬৯১; তাছাড়া এ কিতাবের #### পৃষ্ঠায় যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধায় একশতবার পড়বে, তার যে ফয়লত বর্ণিত হয়েছে তা দেখুন ।

³⁰² বুখারী ৭/৬৭ নং ৬৪০৪; মুসলিম, তার শদে ৪/২০৭১ নং ২৬৯৩; অনুরূপভাবে একশবার বলার ফয়লত দেখুন, ৯৩ নং দো’আর হাদীস, পৃ. নং #### ।

২৫৬-^(৩) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “দুটি বাক্য এমন রয়েছে, যা যবানে সহজ, মীয়ানের পাল্লায় ভারী এবং করণাময় আল্লাহর নিকট অতি প্রিয়। আর তা হচ্ছে,

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ॥

(সুবহানাল্লাহ-হি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহ-হিল ‘আয়ীম)।

‘আল্লাহর প্রশংসাসহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করছি। মহান আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি’।”^{৩০৩}

২৫৭-^(৪) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ আকবার— সূর্য যা কিছুর উপর উদিত হয় তার চেয়ে এগুলো বলা আমার কাছে অধিক প্রিয়।”^{৩০৪}

২৫৮-^(৫) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তোমাদের কেউ কি প্রতিদিন এক হাজার সওয়াব অর্জন করতে অপারগ?” তাঁর সাথীদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করে বলল, আমাদের কেউ কী করে এক হাজার সওয়াব অর্জন করতে পারে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “যে ব্যক্তি ১০০ বার ‘সুবহানাল্লাহ’ বলবে, তার জন্য এক

³⁰³ বুখারী ৭/১৬৮, নং ৬৪০৮; মুসলিম ৮/২০৭২, নং ২৬৯৪।

³⁰⁴ মুসলিম, ৮/২০৭২, নং ২৬৯৫।

হাজার সওয়াব লেখা হবে অথবা তার এক হাজার পাপ মুছে ফেলা হবে।”³⁰⁵

২৫৯-^(৬) “যে ব্যক্তি বলবে,

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ॥

(সুব্হানাল্লাহ-হিল ‘আয়ীম ওয়াবিহামদিহী)।

‘মহান আল্লাহর প্রশংসার সাথে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি’— তার জন্য জান্মাতে একটি খেজুর গাছ রোপণ করা হবে।”³⁰⁶

২৬০-^(৭) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “ওহে আদুল্লাহ ইবন কায়েস! আমি কি জান্মাতের এক রত্নভাগার সম্পর্কে তোমাকে অবহিত করব না?” আমি বললাম, নিশ্চয়ই হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, “তুমি বল,

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ॥

(লা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ)।

³⁰⁵ মুসলিম ৮/২০৭৩, নং ২৬৯৮।

³⁰⁶ তিরমিয়ী ৫/১১, নং ৩৪৬৪; হাকেম-১/৫০১ এবং এটাকে সহীহ বলেছেন। আর ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত হয়েছেন। দেখুন, সহীহুল জামে‘ ৫/৫৩১; সহীহুত তিরমিয়ী ৩/১৬০।

“আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার) কোনো উপায় এবং (সৎকাজ করার) কোনো শক্তি কারো নেই।”^{৩০৭}

২৬১-^(৮) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় বাক্য চারটি, তার যে কোনটি দিয়েই শুরু করাতে তোমার কোনো ক্ষতি নেই। আর তা হলো,

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ^৯.

(সুবহানাল্লাহ-হি ওয়ালহাম্দু লিল্লাহ-হি ওয়ালা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ-হি ওয়াল্লাহ-হি আকবার)।

“আল্লাহ পবিত্র-মহান। সকল হামদ-প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই। আল্লাহ সবচেয়ে বড়।”^{৩০৮}

২৬২-^(৯) এক বেদুইন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিজেস করল, আমাকে একটি কালেমা শিক্ষা দিন যা আমি বলব। তখন রাসূল বললেন, “বল,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا^{১০}.

سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ^{১১}.

³⁰⁷ বুখারী, ফাতহুল বারীসহ ১১/২১৩, নং ৪২০৬; মুসলিম ৪/২০৭৬, নং ২৭০৮।

³⁰⁸ মুসলিম ৩/১৬৮৫, নং ২১৩৭।

(লা ইলা-হা ইল্লাহ-ৰ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, আল্লা-হু আকবার
কাবীরান, ওয়ালহামদুলিল্লাহ-হি কাসীরান, সুবহা-নাল্লা-হি রাবিল আ-
লামীন, লা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হিল 'আযীফিল হাকীম।)

“একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কোনো হক ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক
নেই। আল্লাহ সবচেয়ে বড়, অতীব বড়। আল্লাহর অনেক-অজ্ঞ
প্রশংসা। সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ কতই না পবিত্র-মহান। প্রবল
পরাক্রমশীল ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (পাপ কাজ থেকে দূরে
থাকার) কোনো উপায় এবং (সৎকাজ করার) কোনো শক্তি কারো
নেই।”

তখন বেদুঈন বলল, এগুলো তো আমার রবের জন্য; আমার জন্য কী?
তিনি বললেন: “বল,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَأْرْجِعْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ۔

(আল্লা-হুম্মাগফির লী, ওয়ারহামনী, ওয়াহদিনী, ওয়ারযুক্তনী)

“হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়া করুন, আমাকে
হেদায়াত দিন এবং আমাকে রিযিক দিন।”³⁰⁹

³⁰⁹ মুসলিম ৪/২০৭২, নং ২৬৯৬। আর আবু দাউদ বর্ধিত বর্ণনা করেন,
১/২২০, নং ৮৩২: এরপর যখন বেদুঈন ফিরে গেল, তখন রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “লোকটি তার হাত কল্যাণে পূর্ণ
করে নিল”।

২৬৩-^(১০) “কোনো ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রথমে সালাত শিক্ষা দিতেন। অতঃপর এসব কথা দিয়ে দো‘আ করার আদেশ দিতেন,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَأْرْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَأَرْزُقْنِي۔

(আল্লা-হুম্মাগফির লী ওয়ারহামনী ওয়াহদিনী ওয়া ‘আ-ফিনী ওয়ারযুক্তনী)।

“হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে দয়া করুন, আমাকে আপনি হেদায়াত দিন, আমাকে নিরাপদ রাখুন এবং আমাকে রিযিক দান করুন।”^{৩০}

২৬৪-^(১১) “সর্বশ্রেষ্ঠ দো‘আ হল,

«كَمْلَلَلَّهُ»

(আলহামদু লিল্লাহ)

“সকল প্রশংসা আল্লাহরই”। আর সর্বোত্তম যিক্রি হল,

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

(লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)

“আল্লাহ ব্যতীত কোনো হক ইলাহ নেই।”^{৩১}

^{৩১০} মুসলিম ৪/২০৭৩; নং ৩৬৯৭। মুসলিমের অপর বর্ণনায় এসেছে, “এগুলো তোমার জন্য দুনিয়া ও আখেরাত সবকিছুর সমন্বয় ঘটাবে।”

২৬৫-^(১২) “আল-বাকিয়াতুস সালিহাত” তথা চিরস্থায়ী নেক আমল হচ্ছে,

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا
بِاللَّهِ .

(সুবহা-নাল্লা-হি, ওয়ালহামদুলিল্লা-হি, ওয়া লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ, ওয়াল্লা-হ আকবার, ওয়ালা হাউলা ওয়ালা কৃওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হি)

““আল্লাহ পবিত্র-মহান। সকল হামদ-প্রশংসা আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই। আল্লাহ সবচেয়ে বড়। আর আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার) কোনো উপায় এবং (সৎকাজ করার) কোনো শক্তি কারো নেই।”^{৩১১}

³¹¹ তিরমিয়ী ৫/৪৬২, নং ৩৩৮৩; ইবন মাজাহ ২/১২৪৯, নং ৩৮০০; আল-হাকিম, ১/৫০৩ এবং সহীহ বলেছেন, আর ইমাম যাহাবী তা সমর্থন করেছেন। আরও দেখুন, সহীহল জামে' ১/৩৬২।

³¹² মুসনাদে আহমাদ নং ৫১৩; আহমাদ শাকের এর তারতীব অনুসারে, আর তার সনদ বিশুদ্ধ। দেখুন, মাজমাউয় যাওয়ায়িদ, ১/২৯৭; ইবন হাজার বুলগুল মারাম গ্রন্থে এটাকে আবু সাইদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এর বর্ণনায় ইমাম নাসাই (আস-সুনানুল কুবরা, নং ১০৬১৭) নিয়ে এসেছেন বলে ইঙ্গিত করেছেন এবং বলেছেন যে, হাদীসটিকে ইবন হিবান (নং ৮৪০) ও হাকেম (১/৫৪১) সহীহ বলেছেন।

১৩১. কীভাবে নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাসবীহ পাঠ করতেন?

২৬৬- আবুল্ফাহ ইবন ‘আমর রাদিয়াল্লাহ ‘আনহুমা বলেন, “আমি নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি আঙুল ভাঁজ করে তাসবীহ গুনতে”। অপর বর্ণনায় অতিরিক্ত এসেছে, “তাঁর ডান হাতে।”^{৩১৩}

১৩২. বিবিধ কল্যাণ ও সামষ্টিক কিছু আদব

২৬৭- নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “যখন রাত্রি অন্ধকার হবে,” অথবা (বলেছেন) “তোমরা সন্ধায় উপনীত হবে, তখন তোমরা তোমাদের শিশুদেরকে আগলে রাখবে; কারণ, তখন শয়তানরা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তারপর যখন রাতের একটা সময় অতিবাহিত হবে, তখন তাদের ছেড়ে দিবে। আর তোমরা দরজাগুলো বন্ধ করবে এবং আল্লাহর নাম নিবে; কেননা শয়তান কোনো বন্ধ দরজা খুলে না। আর তোমরা তোমাদের পানপাত্রসমূহ বেঁধে রাখবে এবং আল্লাহর নাম নিবে। আর তোমরা তোমাদের থালা-বাসন ঢেকে রাখবে এবং আল্লাহর নাম

³¹³ আবু দাউদ ২/৮১, নং ১৫০২; তিরমিয়ী ৫/৫২১, নং ৩৪৮৬। আরও দেখুন, সহীল জামে‘ ৮/২৭১, নং ৪৮৬৫, আর শাইখ আলবানী সহীহ সুনান আবি দাউদে (১/৪১১) এটাকে সহীহ বলেছেন।

নিবে, যদিও সামান্য কিছু তার উপর রাখ। আর তোমরা তোমাদের
ঘরের প্রদীপগুলো নিভিয়ে রাখবে।”³¹⁴

وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهٖ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

আল্লাহ্ দরুন্দ ও সালাম এবং বরকত বর্ষণ করুন আমাদের নবী
মুহাম্মাদ, তাঁর বংশধর ও তাঁর সকল সাহাবীগণের উপর।

³¹⁴ বুখারী, ফাতহল বারীসহ, ১০/৮৮; নং ৫৬২৩; মুসলিম, ৩/১৫৯৫, নং
২০১২।